CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 15 March, 2024 ■ আগরতলা ১৫ মার্চ ২০২৪ ইং ■ ১ চৈত্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

টিআইটি'র বাস দুর্ঘটনায় জখম ১১

আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী

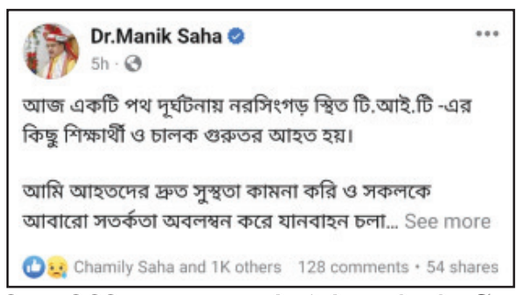

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মার্চ।। ফের সড়ক দুর্ঘটনার কবলে টিআইটি এর বাস। ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন টি.আই.টি -এর শিক্ষার্থী ও চালক মিলে মোট ১১জন।

ওই ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে ৩জন। আজ রাজধানীর গোয়ালা বস্তি লাগোয়া এয়ারপোর্ট সড়ক এলাকায় ট্রিপারের সঙ্গে বাসের ধাক্কায় আহত হয়েছে তাঁরা। এদিকে মুখ্যমন্ত্রী নিজ সামাজিক মাধ্যমে আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছেন।

জানা গিয়েছে, রাজধানীর গোয়ালা বস্তি লাগোয়া এয়ারপোর্ট সড়ক এলাকায় ট্রিপারের সঙ্গে বাসের ধাক্কায় গুরুতর আহত হয়েছে টি.আই.টি -এর কিছু শিক্ষার্থী ও চালক। স্থানীয় মানুষ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে সাথে সাথে দমকলবাহিনীকে খবর পাঠিয়েছেন। দমকলকর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে।

এদিকে দুর্ঘটনার খবর প্রকাশ্যে আসতেই মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ মানিক সাহা নিজ সামাজিক মাধ্যমে বলেন, আজ একটি পথ দূর্ঘটনায় নরসিংগড় স্থিত টি.আই.টি-এর কিছু শিক্ষার্থী ও চালক গুরুতর আহত হয়েছে।

এদিন তিনি আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছেন ও সকলকে আবারো সতর্কতা অবলম্বন করে যানবাহন চলাচল করতে আহ্বান রেখেছেন।

উল্লেখ্য, এর আগেও একবার টিআইটি-এর বাস দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল। ফের এই দুর্ঘটনার ফলে চালকের অসাবধানতাকেই দায়ী করেছেন সাধারন জনগণ।

আগুনে পুড়ল বসত ঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৪ মার্চ ।। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে বসত ঘর। আজ ওই ঘটনায় কৈলাসহর পুর পরিষদের ১৫ নং ওয়ার্ডের এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।খ বর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে দমকলবাহিনী।দমকলবাহিনীর দীর্ঘ প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। গ্যাসের সিলিন্ডার থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাড়ির মালিকের। বাড়ির মালিক শ্যামলী দেবী জানিয়েছেন, আজ তাঁর বাড়িতে বিষ্ণু পূজার আয়োজন করা হয়েছিল। তখন গ্যাসে রান্না করার সময় ঘরে আগুন লেগে গিয়েছে। তাঁর চিৎকার চেঁচামেচিতে প্রতিবেশীরা জড়ো হয়েছে। সাথে সাথে দমকলবাহিনীকে খবর পাঠিয়েছে। কিন্তু আগুনের লেলিহান শিখা ঘরের অন্যত্র ছাড়িয়ে পড়ে। দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আসার আগেই ঘরে থাকা আগুন তীব্র আকার ধারণ করে বলে জানিয়েছেন তিনি। দমকলবাহিনীর দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তিনি আরও জানিয়েছেন, অগ্নিকাণ্ডে বসত ঘর সহ সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

আক্রান্ত গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১৪ মার্চ।। দিন দুপুরে নিজের বাড়িতেও সুরক্ষিত নয় মহিলারা। এবারে দিন দুপুরে ঘরে ঢুকে এক গৃহবধূকে আক্রমণ করার ঘটনার সামনে এলো। ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা রাজ্য জুড়ে। ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে আজ দুপুরে চুরাইবাড়ির গোবিন্দপুর গ্রামে ২ নং ওয়ার্ড এলাকায়।

ঘটনার বিবরনে জানা যায়, ওই গৃহবধূ এবং তার দশ বছরের সন্তান ছিল বাড়িতে। তখনই রাস্তা থেকে এক দুষ্কৃতী বাড়িতে ঢুকে কাঠের টুকরো দিয়ে ওই গৃহবধূকে আঘাত করেছে। গৃহবধূর চিৎকারে আশপাশের সাধারণ মানুষ ছুটে আসতেই পালিয়ে যায় ওই দুষ্কৃতি। তড়িঘড়ি গৃহবধূকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তবে কি কারণে এ ঘটনা সে বিষয়ে স্পষ্ট তো কোন কিছুই জানা যায়নি। ঘটনার বিবরণ দিয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন পরিবারের সদস্যরা। স্থানীয়দের আশঙ্কা হয়তো খালি বাড়িতে চুরি করার অভিসন্ধি নিয়েই ঐ দুশ্চিন্তে গৃহবধূকে আঘাত করেছে। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

তবে দিন দুপুরে নিজ বাড়িতে গৃহবধূ আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় গোটা রাজ্যজুড়ে এক আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

একই বিমানে এলেন বিপ্লব, কীর্তি

রাজ্যে এসেই বাম-কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন প্রদ্যোৎ কিশোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মার্চ ।। ত্রিপুরায় দুইটি আসনে বামগ্রেসের জয়ী হওয়ার কোনো সম্ভবনা নেই। সারা দেশের সাথে রাজ্যেও তাদের অস্তিত্ব নেই। আজ রাজ্যে পা রেখেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বামগ্রেসের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন।

প্রসঙ্গত, আজ ত্রিপুরা আসলেন পূর্ব ত্রিপুরার লোকসভা আসনের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী কৃতি সিং দেববর্মা। এদিনে একই বিমানে রাজ্যে আসলেন পশ্চিম ত্রিপুরার লোকসভা আসনের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী বিপ্লব কুমার দে।

এদিন তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন বলেন, নিজের দলের লোকদের সাথে রাজনীতি করবেন না। যারা এতবছর ধরে আমার সাথে রাজনীতি করেছিল আমি তাঁদের সাথে রাজনীতি করব।

তাঁর কটাক্ষ, ২৫ বছর ধরে ত্রিপুরায় ক্ষমতায় থেকে এখন জোটে মিশেছে কমিউনিস্ট ও কংগ্রেস। ত্রিপুরায় বামগ্রেসের কোনো গুরুত্বই নেই।

যুব জমায়েত থেকে

বিজেপির প্রার্থী নিয়ে একরাশ প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন বাম শীর্ষ নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মার্চ।। দেশের বিচার ব্যবস্থার স্বাতন্ত্রকে ধ্বংস করে দেওয়ার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। পাশাপাশি বিচার ব্যবস্থার নিরপেক্ষতাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে বিজেপি সরকার। আজ আগরতলায় ডিওয়াইএফআই-টিওয়াইএফ -এর যুব সমাবেশ বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দিলেন পলিটব্যুরো সদস্য তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার।

এদিন তিনি কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে বলেন, কেন্দ্রে পুনরায় বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসলে ত্রিপুরায় বেকার সমস্যা দূর হবে,মূল্যবৃদ্ধি হ্রাস পাবে, কৃষকরা ফসলের নায্য দাম পাবেন তা হলে তা আকাশ কুসুম কল্পনা করা হবে। তাঁর কথায়, কেন্দ্রে যদি আবার বিজেপি ক্ষমতায় আসে তাহলে সংবিধান ও গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে দেবে। বিজেপি সরকারকে ক্ষমতায় ফিরে আসতে দেওয়া যাবে না। তার জন্য বিজেপি বিরোধী সব কয়টি রাজনৈতিক দলকে সর্বশক্তি নিয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

তাঁর দাবি, দেশের বিচার ব্যবস্থার স্বাতন্ত্রকে ধ্বংস করে দেওয়ার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। পাশাপাশি বিচার ব্যবস্থার নিরপেক্ষতাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে বিজেপি সরকার। আর বিজেপি সব কিছুকে মেনে নেওয়াই মানে দেশে ফ্যাসিস্ট রাজত্বকে কায়েম করা হবে। এদিন তিনি বলেন, আগামী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে প্রথম চা নিলাম কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন

চা শিল্পের প্রসারে সরকার সর্বদাই সচেষ্ট ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মার্চ ।। প্রধানমী নরেন্দ্র মোদির 'ভোকাল ফর লোকাল' স্লোগান বাস্তবে রূপদিতে আরও একধাপ এগুলো ত্রিপুরা। রাজ্যে আজ প্রথম চা নিলাম কেন্দ্রের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হল। এতে চা বাগান মালিকারা সহজেই চা পাতা বিক্রির সুযোগ পাবেন। তাছাড়াও চা উৎপাদকরাও নায্য মূল্য পাবেন। আজ আগরতলার গুর্খাবস্তিতে রাজ্যের প্রথম চা নিলাম কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে মুখ্যমী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এক সময় রাজ্যের চায়ের কোন পরিচিতি ছিলনা। বর্তমান রাজ্য সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যে চায়ের ব্যাণ্ড সহ লোগো চালু করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের ইতিবাচক উদ্যোগে বহির্রাজ্যে রাজ্যের চায়ের কদর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজন্য শাসিত ত্রিপুরায় মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য প্রথম রাজ্যের চা শিল্পের পত্তন করেন। কৈলাশহরে রাজ্যের প্রথম চা বাগান হিরাছড়া গড়ে তোলা হয়। বর্তমানে সারা রাজ্যে ১২ হাজার ৮০০ হেক্টর এলাকায় চা চাষ হচ্ছে। রাজ্যে ৫৪টি চা বাগান রয়েছে। কিন্তু একটা সময় রাজ্যের এই চা শিল্প প্রায় ভগদশায় পরিণত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। বর্তমান রাজ্য সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে রাজ্যের চা আবার মর্যাদা ফিরে পেয়েছে। আগে রাজ্যের চা বিক্রির জন্য চা বিক্রেতাদের বাইরে যেতে হত। এই চা নিলাম কেন্দ্র গড়ে উঠলে রাজ্যেই চায়ের বেচা-কেনা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আনারসে পদ্ম ফুল ফুটিয়ে দিয়েছেন মোদী, কটাক্ষ সুদীপ রায় বর্মনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মার্চ ।। মোদী হে তো মুমকিন হে, তাই আনারসে পদ্ম ফুল ফুটিয়ে দিয়েছেন। তাছাড়া, প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণের দলকে গুড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনায় সাফল্য পেয়েছে বিজেপি সরকার। আজ কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে তীব্র কটাক্ষ করলেন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। এদিন তিনি বলেন, কংগ্রেস ছাড়া কোনো রাজনৈতিক দল তিপ্রাসাদের উন্নয়নের স্বার্থে কাজ করে নি। যুগ যুগ ধরে কংগ্রেস জনজাতিদের উন্নয়নে এগিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, কংগ্রেস এতকিছু করার পর ও এডিসিতে শাসন ক্ষমতায় বসতে পারেনি।

এদিন তিনি প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন। তাঁর কটাক্ষ, লোকসভা নির্বাচনে তিপ্রাসাদের আবেগকে ব্যবহার করা হয়েছে। তিপ্রাসাদের বিক্রি করে দিয়ে নিজেদের আখের গোছাতে চাইছে। তাছাড়া, মাধববাড়িতে সিএএ -এর বিরোধিতা করতে গিয়ে তিপরা মথা দলের উৎপত্তি হয়েছিল। যেই দলের জন্ম হয়েছিল সিএএ-এর বিরোধিতা করে। আজ দেশে সিএএ লাগু হওয়ার পরও মুখে কুলুপ এটেছেন প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ। তাহলে সিএএকে সমর্থন করেছেন তিনি। কিন্তু কংগ্রেস ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খোয়াই মহকুমাতে একদিনে তিনটি কৃষি সম্বন্ধীয় প্রকল্পের উদ্বোধনে মন্ত্রী

সংবাদ প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৪ মার্চ।। একসাথে লোকসভা নির্বাচন এর মুখে বৃহস্পতিবার তিনটি কৃষি সম্বন্ধীয় প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী রতন লাল নাথ। সব গুলো অনুষ্ঠানেই তার ছায়া সঙ্গী হিসাবে থাকলেন কল্যাণপুর এর 'স্মার্ট ওয়াচ ' বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী। কৃষক দের আয় দ্বিগুন করতে এদিন প্রথমেই মন্ত্রী দক্ষিণ দুর্গাপুরের রতিয়া তে উদ্বোধন করেন এক গ্রামীণ জ্ঞানার্জন কেন্দ্রের। মন্ত্রী ও বিধায়ক এর দাবি এই জ্ঞানার্জন কেন্দ্রের সমস্ত ধরণের সুযোগ সুবিধা পাবেন এলাকার কৃষি জীবী অংশের মানুষ। এরপর ঘিলাতলী তে একটি প্রাথমিক গ্রামীণ বাজার এর উদ্বোধন করেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ। তিনি জানান এই বাজার নির্মাণে ব্যয় হয় ৮৬ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা। এরপরে মূল অনুষ্ঠান টি হয় কল্যাণপুরে। এখানে দ্বিতল এগ্রি প্রডিউস মার্কেট স্টল এর উদ্বোধন করেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ এবং

বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী। মোট ৪৮ টি স্টল রয়েছে এই দ্বিতল ভবনে। এই মার্কেট স্টল নির্মাণে ব্যয় হয় ২ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা। ভাষণ প্রসঙ্গে মন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন গরীব হয়ে জন্মানো কোন অপরাধ নয়। কিন্তু গরীব থেকে মৃত্যুবরণ করা অপরাধ। এই অপরাধ থেকে মুক্তি দিতেই ২০১৮ সালের পর থেকে রাজ্য সরকার দেশের প্রধানমন্ত্রীর মার্গ দর্শনে নিরন্তর কাজ করে চলেছে। তিনি বলেন ধনী গরীব বা হিন্দু মুসলমান কোন জাত নয়। ভারতে চারটি মাত্র জাত আছে বলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন। এগুলো হলো মহিলা, যুবক, দরিদ্র এবং কৃষক। তিনি বলেন এদের মেরুদন্ড শক্ত করতে পারলেই দেশ শক্তিশালী হবে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার নীরবছিন্ন ভাবে এই চার জাতের উন্নয়ন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্ত্রীর সাথে পর পুরুষ

প্রতিবাদে করায় রক্তাক্ত স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৪ মার্চ ।। স্ত্রীর সাথে পর পুরুষকে অশ্লীল অবস্থায় দেখে প্রতিবাদ করায় রক্তাক্ত হলেন স্বামী মান্নান মিয়া।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, বিলোনীয়া থানার অন্তর্গত আমজাদ নগরের মান্নান মিয়া এক বৎসর পূর্বে পিআর বাড়ী থানার অন্তর্গত সমর নগরের রাবিয়া বেগমের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই মান্নান তার শ্বশুরবাড়ি বাড়ী সমরনগরে স্ত্রীর সাথে থাকে। পেশায় দিন মজুর মান্নান বুধবার কাজ শেষে বাড়ী ফিরে দেখেন তার স্ত্রী অন্য এক ব্যাক্তির সাথে ঘনিষ্ট ও আপত্তিকর অবস্থায় রয়েছে।

ঘটনাটি দেখার পরই মান্নান বিষয়টি নিয়ে প্রতিবাদ করে। পাশাপাশি এর আগেও দু-তিনবার মান্নানের স্ত্রী কে অন্য পরপুরুষের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভোট প্রচারে বিজেপি

মহিলা মোর্চার উদ্যোগে দেয়াল লিখন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মার্চ।। বৃহস্পতিবার প্রদেশ বিজেপি মহিলা মোর্চার উদ্যোগে শ্যামলী বাজার এলাকায় দেয়াল লিখন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিনের এই কর্মসূচিতে মহিলা মোর্চার প্রদেশ সভানেত্রী মিমি মজুমদার সহ মহিলা মোর্চার কার্যকর্তারা এলাকায় দেয়াল লিখনে অংশগ্রহণ করেছেন।

পাশাপাশি ৬ আগরতলার ৫ নং ওয়ার্ডের ১০ নম্বর বুথ এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে লাভার্থীদের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিজেপি দলের বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী কর্মসূচি গুলি লিফলেটের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দিয়েছেন।

এদিন মিমি মজুমদার বলেন, সমাজের অন্তর্দয় ব্যক্তি পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারি সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দিতে বিজেপি সরকার বদ্ধপরিকর। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৭০ ◻ সংখ্যা ১৫৬ ◻ ১৫ মার্চ ২০২৪ ইং◻ ১ চৈত্র ◻ শুক্রবার ◻১৪৩০ বঙ্গাব্দ

উত্তর-পূর্বাঞ্চল বিকশিত ভারতের ইঞ্জিন

উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে বিকশিত ভারতের ইঞ্জিন হিসেবে গড়িয়া তুলিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কেন্দ্র। অরুণাচল প্রদেশে বিশ্বের দীর্ঘতম টুইন-লেন ‘সেলা টানেল’ উদ্বোধন করিয়া ‘বিকশিত ভারত বিকশিত উত্তর-পূর্ব’ কর্মসূচির অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণে বলিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।হাজারো জনতার সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, ‘গোটা ভারতে বিকশিত রাজ্য থেকে বিকশিত দেশ গড়িতে জাতীয় উৎসব উদযাপিত হইতেছে। বিকশিত উত্তরপূর্বের এই উৎসবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সমস্ত রাজ্যের সাথে একযোগে অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি হইয়াছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি ছিল অষ্টলক্ষ্মী। উত্তর-পূর্বাঞ্চল দক্ষিণ এশিয়া এবং পূর্ব এশিয়ার সাথে ভারতের বাণিজ্য, পর্যটন এবং অন্যান্য সম্পর্কের একটি শক্তিশালী সংযোগ হইতে চলিয়াছে। অরুণাচল প্রদেশ এবং ত্রিপুরার হাজার হাজার পরিবার জলের নল সংযোগ পাইয়াছে। তাছাড়া উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যে সংযোগ সম্পর্কিত বহু কোটি টাকার প্রকল্পের শিলান্যাস এবং উদ্বোধন করা হইয়াছে।

টুইন লেনের টানেল-১-এ একটি একক-টিউব কাঠামো যা ৯৮০ মিটার কভার করে। টানেল-২ ১,৫৫৫ মিটার দীর্ঘ। টুইন-লেনের একটি যাতায়াত এবং অন্যটি জরুরি পরিষেবার জন্য। ১,২০০ মিটার দীর্ঘ রাস্তা এই টানেলকে সংযুক্ত করিয়াছে।

২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে এই সেলা টানেলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিয়াছিলেন প্রধানমন্ত্রী। টানেলটি নতুন অস্ট্রিয়ান টানেলিং পদ্ধতিতে তৈরি করা হইয়াছে। এতে সর্বোচ্চ মানের নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে বিআরও। প্রকল্পটি শুধুমাত্র এই অঞ্চলে একটি দ্রুততর এবং আরও দক্ষ পরিবহণ রুট প্রদান করিবে না বরং দেশের জন্য কৌশলগত গুরুত্ব বহন করিবে। ৫৫ হাজার কোটি টাকার বেশি যে সব প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী সেগুলির মধ্যে অন্যতম লোয়ার দিবাং ভ্যালি জেলায় ৩১,৮৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৮৮০ মেগাওয়াট দিবাং বহুমুখী জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, ‘ভাইব্রেন্ট ভিলেজ প্রোগ্রাম’-এর অধীনে বেশ কিছু রাস্তা, পরিবেশ ও পর্যটন প্রকল্প, ৫০টি স্কুলকে সুবর্ণ জয়ন্তী স্কুলে উন্নীত করা যেখানে অত্যাধুনিক পরিকাঠামো সুবিধার মাধ্যমে সামগ্রিক শিক্ষা প্রদান করা হইবে, ডনি-পোলো বিমানবন্দর থেকে নাহরলগুন রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত সংযোগ প্রদানের জন্য ডাবল লেনের রাস্তা, জল জীবন মিশনের প্রায় ১,১০০টি প্রকল্প, ইউনিভার্সাল সার্ভিস অবলিগ্যাশন ফান্ড (ইউএসওএফ)-এর অধীনে ১৭০টি টেলিকম টাওয়ার (৩০০-র বেশি গ্রাম উপকৃত) প্রভৃতি।

প্রধানমন্ত্রী উত্তরপূর্বের জন্য একটি নতুন শিল্প উন্নয়ন প্রকল্প, ‘উন্নতি’ (ইউএনএনএটিআই বা উত্তর পূর্ব ট্র্যানস্ফর্মেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন স্কিম) চালু করিয়াছেন। এই স্কিম উত্তর-পূর্বাঞ্চলে শিল্প বাস্তুতন্ত্রকে শক্তিশালী করিবে, নতুন বিনিয়োগ আকর্ষণ করিবে, নতুন উৎপাদন ও পরিষেবা ইউনিট স্থাপনে সাহায্য করিবে এবং উত্তরপূর্বীয় রাজ্যগুলিতে কর্মসংস্থান বাড়াইবে।

১০ হাজার কোটি টাকার এই স্কিম সম্পূর্ণরূপে ভারত সরকারের অর্থানুকূল্যে বাস্তবায়িত হইবে। এটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আটটি রাজ্যকে কভার করিবে।

রাজ্যের ৪২ আসনেই প্রার্থী দিচ্ছে এসইউসিআই, তোপ সিপিএম-কে

কলকাতা, ১৪ মার্চ (হি.স.) : সিপিএম, সিপিআইকে দুষে বৃহত্তর বাম ঐক্যের ডাক দিয়েছে এসইউসিআই। রাজ্যের একমাত্র দল তৃণমূল যাঁরা একসঙ্গে ৪২ আসনে প্রার্থী দিয়েছে। এরপর দ্বিতীয় দল হিসেবে এসইউসিআই রাজ্যের সব আসনে প্রার্থী দিচ্ছে। সারাবছর নানারকম আন্দোলনের কথা বলে ভেসে থাকার চেষ্টা করলেও ভোটের মুখে এসে প্রার্থী দিতে চুল ছিড়তে হচ্ছে বামফ্রন্টকে। তথৈবচ অবস্থা কংগ্রেসের। তাঁরা শ্যাম রাখবে না কূল রাখবে, তাই এখনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি, ফলে বাম-কং জোটও ঘেঁটে ঘ! বিজেপি বুক ফুলিয়ে প্রচার করলেও তাঁরাও এখনও ৪২ আসনে প্রার্থী দিতে পারেনি।

অথচ এই ৩ দলের চেয়ে ‘ছোট’ দল এসইউসিআই ৪২ আসনেই প্রার্থী দিতে চলেছে। তাঁরা একাই লড়াই করবে। এপ্রসঙ্গে বলতে গিয়ে এসইউসিআই-এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক প্রভাস ঘোষ বলেন, “সিপিএম সবসময় কংগ্রেসের সঙ্গে থাকতে চায়। তারাই বৃহত্তর বাম ঐক্যের উপর আঘাত হানছে। ঐক্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।” একইসঙ্গে সীতারাম ইয়েচুরি, প্রকাশ কারাটকেও তোপ দেগেছেন তিনি। এসইউসিআইয়ের দাবি, সিপিএম মুখে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বললেও, আইএসএফের মতো দলের সঙ্গে জোট করছে। যা এসইউসিআইয়ের আপত্তির অন্যতম কারণ। দোরগোড়ায় কড়া নাড়ছে লোকসভা নির্বাচন। দিন ঘোষণার আগেই ৪২ আসনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে তৃণমূল। ২০ আসনে প্রার্থী দিয়েছে বিজেপি। বাম-কংগ্রেস এখনও জোট-জট নিয়ে দোটানায়। ফলে দুই দলেরই প্রার্থী তালিকা প্রকাশ কার্যত বিশবাঁও জলে। এর মাঝেই ৪২ আসনে প্রার্থী দেওয়ার পথে এসইউসিআই।

ফের পেটের টানে ভিনরাজ্যে গিয়ে প্রাণহানি, মৃত বনগাঁর ৩ নির্মাণ শ্রমিক

উত্তর ২৪ পরগনা, ১৪ মার্চ (হি.স.) : মুম্বইয়ে নবনির্মিত ১৬-তলা বিল্ডিং থেকে পড়ে বনগাঁর ৩ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। পেটের টানে নির্মাণ কাজের সূত্রে আরব সাগরের পাড়ের রাজ্যে গিয়েছিলেন তাঁরা। সেখানেই কার্নিশ ভেঙে পড়ে তাঁদের মৃত্যু হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ৩ যুবকের নাম পীযূষ হালদার (৪২), শংকর বৈধ (২৬) ও মনোরঞ্জন সমাদ্দার (৪৫)। পরিবারের অভিযোগ, গ্রামে কাজ নেই। তাই সংসার চালানোর তাগিদে ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল ৩ জন শ্রমিকের। মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই বনগাঁ সীতানাথপুর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। জানা গিয়েছে, বরিভেলিতে কাজে গিয়েছিলেন ওই ৩ জন। কাজের সময় বিল্ডিংয়ের কার্নিশ ভেঙে ১৬-তলা থেকে পড়ে মৃত্যু হয় তাঁদের। পরিবারের লোকেরা জানিয়েছে, দোলের আগে তাঁদের বাড়ি ফেরার কথা ছিল। কিন্তু বৃহস্পতিবার ফিরল নিথর দেহ। মৃত পীযূষের ৫ বছরের ছেলে রয়েছে। মনোরঞ্জনের ছেলে নবম শ্রেণির ছাত্র। পাপাই বৈদ্য বিয়ে করেননি। পরিবারের বক্তব্য, এরাজ্যে কাজ থাকলে হয়তো আর ভিন্ন রাজ্যে যেতে হতো না।

বৃষ্টির পরই রাতের তাপমাত্রা নামল কাশ্মীরে, শীতের বিদায়লগ্নে গুলমার্গে তুষারপাত

শ্রীনগর, ১৪ মার্চ (হি.স.): পূর্বাভাস মতোই বৃষ্টিতে ভিজল জম্মু ও কাশ্মীর, পাশাপাশি তুষারপাত হয়েছে কাশ্মীরের নানা অংশে। বৃষ্টির পরই জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন অংশে কমেছে রাতের তাপমাত্রা। গুলমার্গে হয়েছে তুষারপাত। গুলমার্গে তাপমাত্রা নেমে মাইনাস ৪.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে, সেখানে তুষারপাত হয়েছে ২২ সেন্টিমিটার পর্যন্ত।

বিগত ২৪ ঘন্টায় জম্মু ও কাশ্মীরের সমতলে হয়েছে বৃষ্টি এবং উঁচু পাহাড়ে হয়েছে তুষারপাত। বিগত ২৪ ঘন্টায় বৃহস্পতিবার সকাল ৮.৩০ মিনিট পর্যন্ত শ্রীনগরে ৯.১ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে, পহেলগামে ১৫.৬ মিলিমিটার বৃষ্টি ও ৩ সেন্টিমিটার তুষারপাত হয়েছে, জম্মুতে বৃষ্টি হয়েছে ১.৬ মিলিমিটার পর্যন্ত। শ্রীনগরে এদিন তাপমাত্রা নেমে ৪.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে।

জনবিস্ফোরণ বর্তমান বিশ্বকে ভাবিয়ে তুলেছে

জনবিস্ফোরণ আগামী বিশ্বের পরিবেশ, প্রকৃতি ও মানুষের ওপর নিয়ে আসছে গভীর সংকট। পৃথিবীতে কতটা জনসংখ্যা থাকা বাঞ্ছনীয় এ প্রসঙ্গ নিয়ে ১০০ বছর আগেও কেউ বিশেষ মাথা ঘামায়নি। তখন কেউ এ প্রসঙ্গ উত্থাপনের কথা ভাবেনি, যে কতটা জনভার বহনের ক্ষমতা রয়েছে এই সম্পদভরা মানব গ্রহের। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে আছে মানবজাতির ভোগবাদিতা। সেই সঙ্গে বিপুল জনসংখ্যার আতিশয্যে বাড়ছে শিল্পদ্রব্যের অতিব্যবহার ও চাহিদা। প্রতিদিনকার কাজের মধ্যে গ্রিন হাউস গ্যাসের প্রভীর স্বাভাকিভাবেই ছড়িয়ে পড়ছে। বেড়ে চলা জনসংখ্যার পারিপার্শ্বিকতায় ঘটছে নানা পরিবর্তন। তাপমাত্রা বৃদ্ধি জনবিস্ফোরণের অন্যতম কারণ। জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে গড়ে উঠছে জনবসতি। ধ্বংস হচ্ছে অরণ্য। সৃষ্টি করা হচ্ছে নতুন কৃষিজমি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাত সর্বত্র একরকম নয়। সরলীকরণের ভিত্তিতে এর কোনও আলোচনা চলে না। জনসংখ্যা বৃদ্ধিগত অর্থনীতি ও সমাজ পরিকাঠামোর ওপর নির্ভরশীল। অর্থনীতিতে জনসংখ্যা পরিসংখ্যান নিয়ে গড়ে উঠেছে জনতত্ত্ব। আলোচনারও রয়েছে বিভিন্ন দিক। মানুষ একাধারে শ্রমশিক্তির আধার হিসেবে উৎপাদনের উপাদান এবং ভোগকারী বা ভোক্তা হিসাবে যে উৎপাদনের লক্ষ্য। জনসংখ্যার পরিবর্তনের ফলে উৎপাদনের শক্তি যেমন পরিবর্তিত হয় তেমনি সমাজের মোট ভোগের ওপরেও জনসংখ্যার প্রভাব অনিবার্যভাবে পড়ে। উৎপাদন ও ভোগের এই দ্বিমুখী প্রভাব জনসংখ্যার বিষয়ে অর্থনীতিতে গুরুত্ব পেয়েছে। জনসংখ্যা সম্পর্কিত তত্ত্ব, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও হ্রাসের শুরু হয়েছে বহু আগে। ১৫৮৯ খ্রিস্টাব্দে ইতালির জিওভান্নি বতেরো ও বিষয়ে প্রথম আলোকপাত করেন। ১৭৯৮-এ ইংল্যান্ডের থমাস ম্যালথ্যাস-এর জনতত্ত্ব ও তার মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। এরপরে শতাব্দীকাল ধরে চলেছে জনসংখ্যার তত্ত্ব নিয়ে নানা যুক্তি তর্কের পালা। ১৯ শতাকের শেষে ইয়োরোজ জুড়ে আলোচিত হয় কাম্য জনসংখ্যার তত্ত্ব। এই তত্ত্বটি জনসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে দেশের মোট সম্পদ উৎপাদনের পরিমাণকে তুলনা করে।

গত কয়েক দশকে বিশ্ব জনসংখ্যার বিস্ময়কর বৃদ্ধিকে জনবিস্ফোরণ নামে অভিহিত করা হয়েছে। ১৭ শতকে বিশ্বের জনসংখ্যা ছিল ৬০ কোটি। এরপর তিন শতক জুড়ে জনসংখ্যা বেড়েছে ফাঁচ গুণ। ১৯৫০-এ যেখানে পৃথিবীতে ২৫০ কোটি মানুষের বাস ছিল, ২০০০ সালের শুরুতে তা দাঁড়ায় ৫৬০ কোটিতে। আর গত ২০২২ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ৮০০ কোটি মানুষে। পৃথিবীর নাম নীলগ্রহে আমরা এখন ৮০০ কোটি মানুষ। ১৯৮৭-তে পৃথিবীর জনসংখ্যা ৫০০ কোটি ছাড়ানোর পর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বিশ্বজুড়ে উদ্যোগ নেওয়া শুরু হয়। ১৯৮৯ সালে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির পরিচালনা পরিষদ প্রতি বছর ১১ই জুলাইকেত বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস হিসাবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেয়। যার লক্ষ্য হল জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, লিঙ্গসমতা, দারিদ্র্য, মাতৃস্বাস্থ্য ও মানবাধিকার-সব বিষয়কে কেন্দ্র করে সামাজিক ও বিশ্ব সচেতনতা গড়ে তোলা।

সমাজবিকাশের ক্ষেত্রে জনসংখ্যার সংস্থিতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জনবিস্ফোরণ নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগের মধ্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও সঠিকভাবেই হওয়া উচিত। প্রতিটি দেশেই অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় মানুষ ছাড়াও বসবাস করেন কর্মসন্ধানী মানুষ, বৃদ্ধবৃদ্ধ, ছাত্রছাত্রী,

মুহাম্মদ শাহাবুদ্দিন

শিশু, রয়েছেন গৃহবধূরা। এই বিপুল সংখ্যক মানুষ এরা উৎপাদনের পরিভোগে সামিল হয়। সামাজিক য়িমেই তারা উৎপাদনে যোগ দেয় না। জনসংখ্যা পরিসংখ্যানে এদের একটা বড় অংশ অনেক সময় নির্ণয়ের বাইরে থেকে যায়। এতে জনসংখ্যার সঠিক পরিসংখ্যান ঠিক করতে অসুবিধা হয়। এই সমস্যাকে আজও অতিক্রম করা যায়নি।

বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের মধ্যে সমান অধিকার নেই। বেঁচে থাকার সুযোগ সবার একরকম

নয়। বঙ্গদেশে আজ লিঙ্গ, জাতি, শ্রেণি ধর্ম, নাগরিকত্ব নিয়ে বৈষম্য আর হয়রানি। দরিদ্র আর সংখ্যালঘু মানুষ বেশি হিংসার সম্মুখীন হচ্ছেন। খর্ব হচ্ছে মানবাধিকার। জনসংখ্যা একটি দেশের সম্পদ। বলা হয় জনসম্পদ। অর্থনীতির ভাষায় দেশের অবকাঠামো। দেশের মূলধন ও প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নির্ভর করে দক্ষ জনসম্পদের ওপর। কিন্তু একুশ শতকের জনসংখ্যা বিস্ফোরণ এক সংকটজনক অবস্থা তৈরি করতে চলেছে। সমাজতত্ত্ববিদরা এর জন্য দায়ী করেছেন বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, পুত্রসন্তানের লোভের অধিক সন্তানের জন্ম দেওয়ার মতো প্রবণতা। আমাদের মতো দেশে নারীর মতামতের প্রাধান্য না থাকাটাও জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হিসেবে কাজ করে। অনেকে দারিদ্র্যের সঙ্গে যুঝতে বেশি সন্তানের জন্ম দেন। জনসংখ্যা বৃদ্ধি তাই সমাজব্যবস্থার ধরনের ওপর অনেকটা নির্ভরশীল। সন্তানের জন্ম তাই শুধু প্রজননের জৈবিক প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচ্য নয়। ফলে আমরা দেখি একজন মা যতসংখ্যক সন্তান জন্মদানে সমর্থ তার থেকেও বেশি সন্তান পরিবারে দেখা যায়। দারিদ্র অপুষ্টিতে অনেকে বাঁচেও না। বহু যুগ ধরে ঔপনিবেশিক শাসকদের প্রচার ছিল যে পৃথিবীর ব্যাপক দারিদ্র অনটন জনসংখ্যা বাড়িয়ে তুলছে। এ কথার অর্থ দাঁড়ায়, পৃথিবীর বিপুল জনসম্পদ শোষণ দারিদ্র ও অসচেতনতার মধ্যে রয়ে গেছে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বিপুল সংখ্যায় শরণার্থী আগমন আমাদের দেশের জনসংখ্যাকে বাড়িয়ে তুলেছে। জাতিদাঙ্গা ও বিদ্বেষের কারণে শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশে, মায়ানমার থেকে স্রোতের মতো শরণার্থীরা এসে পৌঁছয় আমাদের সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে। দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধ আক্রান্ত দেশগুলি থেকে প্রাণ বাঁচাতে মানুষ আজও ছুটেছে পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতে। আজকের সিরিয়া, আফগানিস্তান, আফ্রিকার পীড়িত দেশগুলিতে চোখ রাখলে এই ছবিই দেখব। শরণার্থীদের আশ্রয়দাতা দেশগুলিতে জনসংখ্যা বেড়ে ওঠার এ এক চলমান ইতিহাস।

পৃথিবীর অনেক দেশে জনসংখ্যার হার এখন কমে চলেছে। গ্রিস, জাপান, পোলান্ড, রুমানিয়া, ইতালির জনসংখ্যা এই শতাব্দীতে ক্রমহ্রাসমান। ইউক্রেনে বর্তমান যুদ্ধে কমেছে জন্মের হার। গত ৬০ বছরে এই প্রথম চিন দেশে জনসংখ্যার হার কমের দিকে। যেখানে দারিদ্র্য কম, স্বাস্থ্যব্যবস্থা উন্নত, শিক্ষার হার বেশি, জন্মনিয়ন্ত্রণের সরঞ্জাম সহজলভা, সেখানে মানুষ বেশি সন্তান জন্মদানে আগ্রহী কম হয়। উন্নত দেশে নারীদের কর্মসংস্থান বেশি এবং তারা সন্তান জন্মদানকে একমাত্র কাজ হিসেবে মেনে নেয় না। আধুনিক জীবনযাপনও কম জন্মহারকে উৎসাহিত করে। ফলে জন্মদানের হারও কম। বিশ্বের ধনী দেশগুলির মধ্যে যে সব দেশে জন্মহার কম, সে সব দেশের জনসংখওা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ। এতে হয়ত জনসংখ্যা কমবে, তবে ভবিষ্যৎ বিশ্বকে কম সংখ্যক তরুণ প্রজন্ম নিয়ে কাজ করে যেতে হবে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় রোবোটিক্রের সূচনা হয়ে চলেছে। কিন্তু আগামী বিশ্বের মানুষ কৃত্রিম মেধার সঙ্গে মিলে কতটা শ্রমনিবিড় জগৎ গড়ে তুলতে পারবে, সেটা একটা বড় প্রশ্ন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাবে প্রতি মিনিটে বিশ্বে ২৫০ টি শিশুর জন্ম হয়। এই জনবৃদ্ধিকে সামনে রেখে পৃথিবীর প্রকৃতি পরিবেশ সমাজকে তার বিপন্নতা থেকে বাঁচাতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কর্মসূচি গড়ে উঠেছে। ভবিষ্যতে বিপুল মানুষের খাদ্য, বাবস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষার ব্যবস্থা কীভাবে হবে, সেই মূল প্রশ্নে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ না করার কোনও বিকল্প নেই। এই নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য পৃথিবীকে মানুষের বসবাসের উপযোগী করে তোলা। তা না হলে সময় পাল্টাবে, কিন্তু সমস্যা একইরকম থেকে যাবে।

দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হল মানুষ। মানুষের নির্দিষ্ট সংখ্যাই তো সে দেশের জনসংখ্যা। যা তার জনসম্পদ। কাম্য জনসংখ্যা হল দেশের উৎপাদিত সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে একটি নির্দিষ্ট জনসংখ্যা যার চাপ বহন করার ক্ষমতা সেই দেশের রয়েছে। এই জনসংখ্যার জীবনযাত্রার মান থাকে। থাকে সম্পদ আহরণের এবং তার ব্যবহারের যোগ্যতা। এই যোগ্যতাসম্পন্ন জনশক্তিই কাম্য জনসংখ্যা। যে জনসংখ্যা দেশের সম্পদ। আর এই কাম্য জন্যসংখ্যা ছাড়িয়ে যখন জনাধিক্য ঘটে, তখন দেশের সম্পদ, প্রকৃতি ও উৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে এই জনাধিক্য হয়ে দাঁড়ায় জনবিস্ফারণ। জনবিস্ফোরণকে রুখতেই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ। প্রতি বছর নতুন কোনও থিমকে সামনে রেখে পালিত হয় জনসংখ্যা দিবস। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে এইভাবেই শুরু হোক আমাদের পথচলা। গড়ে উঠুক ভবিষ্যৎ পৃথিবীর জন্য মানুষের সচেতনতা।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সুখের ঠিকানা ফিনল্যান্ড

এদেশের নাম আবার শিরোনামে। বিশ্বে সুখী দেশের তালিকায় ২০২৩ সালেও এক নম্বরে ফিনল্যান্ড। এই নিয়েপরপর পাঁচবার। তবু আপাত গম্ভীর মুখে হেঁটে চলা ল্যাপল্যান্ড কিংবা হেলসিঙ্কির রাস্তায় পথচলতি মানুষের এ নিয়ে যেন আলাদা কোনও উচ্ছ্বাসই নেই। অবশ্য এখানকার মানুষের স্থিতধী, ঠান্ডা অবয়ব বেশ মানানসই এদেশের অতিশীতল আবহাওয়ার সঙ্গে, যেখানে নির্জনতা আর গাঢ় অন্ধকারের শীতের দিনগুলিতে দমবন্ধ হয়ে আসতে পারে কলকাতার চায়ের দোকানে আড্ডাখেকো বাঙালি আমনজনতায়।

ইউরোপের সবচেয়ে কম জনঘনত্বের দেশ ফিনল্যান্ড। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে মাত্র ষোল জন। দেশে বনভূমি সত্তর শতাংশ, লেক ও দ্বীপের সংখ্যা দুটিই দু'লাখের কাছাকাছি যা এক বিশ্বরেকর্ড। মানুষ বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতির এমন সুন্দর সহাবস্থান পৃথিবীর আর কোনও দেশে আছে কিনা সন্দেহ। সুখী থাকার এটি অবশ্যই একটি অনুকূল বাতাবরণ। রাজধানী হেলসিঙ্কির অবস্থান বাল্টিক সাগরের ওপর। প্রচুর লেকে ঘেরা এ শহরের প্রতিটি বাড়ির ব্যালকনি কাছে ঘেরা, কারণ শীতে তাপমাতাত্রা নামে মাইনাস ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। এখানকার অনেক মানুষের নামকরণেও প্রকৃতির ছোঁয়া। যেমন মিস্টার স্টোন, মিসেস স্নো, মিস ফ্লেকস্ ইত্যাদি। সারা পৃথিবী যখন কোভিড থাবায় জর্জরিত, ফিনল্যান্ডের অবস্থা অনেকটাই স্বস্তিদায়ক। দেশে কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা কয়েক হাজার ছাড়ালেও এই রোগ মোকাবিলায় চিকিৎসা ও সুরক্ষা সামগ্রীর কোনও অভাব নেই ফিনদেশে। ইউরোপের অন্যতম সেরা গুণমানের এই সামগ্রীর প্রচুর স্টক ইউরোপের অন্যদেশের কাছেও ঈর্ষণীয়। সঙ্গে বিপুল সামরিক সরঞ্জামও মজুত রয়েছে এদেশে যা অন্য নর্ডিক দেশগুলির কাছে একটু অস্বস্তির বিষয়ও বটে।

সুখী দেশের তালিকায় বারবার শীর্ষে থাকার রহস্যটা কী? এদেশের অধিকাংশ মানুষের কাছেই সুখী মানে হাসি-ঠাট্টা- আমোদ-প্রমোদে মশগুল থাকা নয়। সুখ এখানে প্রকৃতির ছন্দে তাল মিলিয়ে চলতে পারা জীবনের আত্মিক সন্তুষ্টি। আত্মবিশ্বাসী, মানসিকবাবে প্রস্তুত, সংযমী ও সহমর্মিতায় বিশ্বাস রেখেই সুখের শিরোপা এদেশের মানুষের মাথায়। যেমন মনে করেন, প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে পাঠরত তরুণ ম্যাগনাস হেকেলস্ট্যাড। “ফিনল্যান্ড সবসময়েই যেন প্রস্তুত বড়রকমের বিপর্যয়ের জন্য, এমনকী তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্যও। ” তাঁরই কথার প্রতিধ্বনি ফিনল্যান্ডের ‘ন্যাশনাল এমার্জেন্সি সাপ্লাই’ সংস্থার প্রধান টমি লনেমা'র কথায়। “ফিনদেশীয় মানুষের ডিএনএ-তেই রয়েছে প্রস্তুত থাকার রসদ। এদেশের ভৌগোলিক অবস্থান আর ইতিহাসের শিক্ষা থেকেই তৈরি হয়েছে সতর্কথাকার সচেতনতা। সেজন্যই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে মজুত করা মাস্ক করোনা আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত হাসপাতালে পাঠানো শুরু হয়েছে।” তবে সুখী থাকার অন্য অনেক কারণও দেখাচ্ছেন ফিনদেশী'রা। যেমন হেলসিঙ্কির বাসিন্দা হেইডি'র কথাই ধরা যাক। হলদে রঙের অজস্র ড্যাফোডিলে ছেয়ে যাওয়া অনুপম সিবেলিয়াস পার্কের কাছেই থাকেন উনি। তাঁর কথায়, “ এদেশের মানুষের সুখানুভূতি অনেকটাই নিজের জীবনের প্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট থাকা এবং পরিবেশের সঙ্গে

মানস দাস

মানিয়ে চলার পাঠেই মিশে রয়েছে। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়া লোক এদেশের রাস্তায় কমই পাবেন।” সুখের উদগ্র বহিঃপ্রকাশে নয়, জীবনের বিচিত্র গতি, উত্থান-পতন, প্রতিকূলতা, সংকটে স্থিতধী থেকে সামনে এগিয়ে যাওয়াটা এদেশের মানুষের জিনে। এখানে মানুষের অভিযোগ কম। অবশ্য রাষ্ট্র দেয়ও প্রচুর, আর দৈনন্দিন জীবনের প্রাপ্তিও কম নয়। ফিনল্যান্ডের বিনামূলের স্বাস্থ্য পরিষেবা ও শিক্ষার সর্বজনীন ব্যবস্থা বিশ্বের অন্যতম সেরা। বেসরকারি স্কুল খুবই কম, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনারও করা যায় বিনামূল্যে। ২০১৩ সালে ল্যাপল্যান্ডে পড়াশেযানার জন্য পাকিস্তান থেকে এসেছিলেন বেহ্জাদ। তাঁর দেখায়, “ এদেশের মানুষ খুব কম মিথ্যে কথা বলে। মানুষ এখানে সৎ, সময়নিষ্ঠও দক্ষ।” সাধারণ মানুষের আইনি অধিকার পাওয়ার সুযোগ, বাক্স্বাধীনতাও ধর্মাচরণের স্বাধীনতার নিরিখে ফিনল্যান্ডের অবস্থান অনেকটাই উঁচুতে। এই দেশ ২০১৯ এর এক সমীক্ষায় বিশ্বের তৃতীয় সর্বাধিক সহিষ্ণু দেশ বলে বিবেচিত। তবে হাল্কাচালে এদেশের সুখী থাকার রহস্য হিসেবে অনেকই অ্যালকোহলকেও বেছে নিয়েছেন। ঠিক যেভাবে গহন বনে সবুজ সুঁচালো পাইন পাতার মর্মরধ্বনি ফিনদের কিংবা যেকোনও পর্যটকদের মনে এক স্নিগ্ধতার পরশ দিয়ে যায়। এদেশের জনপ্রিয় পানীয় ভিন্নস্বাদের ভদকা, যার স্থানীয় নাম কোসেনকেনভা বা কসু, অনেকের মনে সেরকমই অনির্বচনীয় এক সুখানুভূতির জন্ম দেয়। এদেশের বরফ শীথল পরিবেশে মদ্যপান অথি স্বাভাবিক এক ঘটনা হলেও বিংশ শতকের শুরুর দশক অবধিও এদেশ ছিল ইউরোপের সবচেয়ে কম সুরাপানের দেশ। পরে পরিবর্তন হয় অবস্থার। মাথাপিছু দুধপানেরও হিসেবে বিশ্বে এক নম্বরে ফিনল্যান্ড। স্বাদ ও বৈচিত্র্যের তা এখানে অতুলনীয়। এদেশে সবাই অ্যালকোহলিক নয়, কিন্তু যাঁরা আসক্ত, তাঁদের অনেকেরই পান চলে বেসামাল হওয়াতক। সবচেয়ে সুখী দেশের তকমাতে কলঙ্ক লেগেছে ২০১৯-এর এক রিপোর্টে, যাতে ধরা পড়েছে এদেশে অ্যালকোহল সম্পর্কিত অপরাধ একবছরে বেড়েছে তিরিশ শতাংশ। তবে অ্যালকোহলের মতেই জনপ্রিয় এদেশে সাওনা বাথ বা স্টিম বাথ বা বাম্পস্নান, যার সূচনা মনে করা হয় খ্রিস্টপূর্ব সাত হাজার বছর আগে। কাঠ পুড়িয়ে কিংবা ইলেকট্রিক সনা স্টোভের আঁচে স্নানের জন্য তৈরি বিশেষ এক ঘরে স্বল্প পোশাকে কিংবা বিবস্ত্র অবস্থায় স্নান করার মজা ফিনদেশের মানুষের উপভোগ করেন তারিয়ে তারিয়ে। করোনা অতিমারিতে কেউ কেউ মনে করেন ফিনদের এই বাম্পস্নান বা হট হওয়াটার বাথের অভ্যাস তাঁদেরকে অতিরিক্ত ইমিউনিটি দিয়েছে সংক্রমণের মোকাবিলায়। তবে পর্যটকদের মধ্যে এর অনুভূতি মিশ্র। সম্পূর্ণ অপরিচিতদের সঙ্গে বিবস্ত্র অবস্থায় ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে একটি ঘরে বসে থেকে ঘেমেনেয়ে বাইরে বরফশীতল জলে ডুব দেওয়া ফিনিশদের কাছে এক সুখানুভূতি তৈরি করলেও জড়তা আক্রান্ত বাঙালির কাছে এটা রীতিমতো সাহসমাখা এক চ্যালেঞ্জ। সুখী তালিকায় শীর্ষে থাকা ফিনল্যান্ডে ঘুরতে যেতে চান? তবে কয়েকটি কথাও মনে রাখতে হবে আপনাকে। বলা হয় ফিনদেশীয়রা খুব কম কথার মানুষ। স্ক্যানজিনেভিয়ার যে কোনও দেশের মানুষ এদেশে এলে সেটা সমস্যা নয়, কেননা এই বাকসংযম তাঁদেরও মধ্যে রয়েছে কমবেশি। মুশকিল মার্কিনিদের মতো বাচালদের কিংবা আড্ডা কিংবা বাক্যালাপ প্রিয় বাঙালিদের নিয়ে। সমস্যা রয়েছে তাঁদের ভাষা নিয়েও। ফিনদের সাধারণ কথাও এভাষায় অপরিচিতদের কাছে মনে হতে পারে কোনও দুর্বোধ্য তন্ত্রমন্ত্র কিংবা ওঝার বূত তাড়ানোর হিং টিং ছট উচ্চারণের মতো। আর খেলাধুলা? ব্যঙ্গ করে বলা হয়, প্রথাগত এবং সবদেশে প্রচলিত খেলাগুলিতে এদেশের লোকেরা অপটু বলেই বউকে কাঁধে নিয়ে দৌড়ানোর মত বিসদৃশ কিংবা অদ্ভূত খেলায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পারদর্শিতা কিংবা আসক্তি রয়েছে এদেশের মানুষের। এদেশের জনপ্রিয় খেলাধূলার মধ্যে এছাড়াও রয়েছে রাবারের জুতো বা মোবাইল ছোড়ার প্রতিযোগিতা, জলাভূমির ফুটবল ইত্যাদি।

সমালোচনা আছে, রয়েছে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ। তবুও দেশটা একনম্বরে। বছরের পর বছর। হাতির পেটে বোমা পুরে কিংবা নির্বিচারে বর্বরভাবে কুকুর কিংবা পাখি মারায় অভ্যস্ত দেশের মানুষের কাছে ফিনল্যান্ডবাসীর প্রকৃতি প্রেম এক অলীক স্বপ্ন। যান্ত্রিক কোলাহল কিংবা কৃত্রিম বাক্যালাপে প্রাণ পায় না ফিনল্যান্ডের বাসিন্দারা। এদেশের অগুনতি বরফ শীতল জলের স্নিগ্ধ নীরবতা এদেশের মানুষেরও চরিত্রবৈশিষ্ট্য। বড়দিনে ঘরে ঘরে পৌঁছে যাওয়া ‘সান্তাক্লাজ’ এর নিবাস এই ফিনল্যান্ডের ল্যাপল্যান্ডেই। তেমনি দেশের আরও এক আকর্ষণ প্রকৃতির বিস্ময় অরোরা বোরিয়ালিস, সুমেরু প্রভা কিংবা উত্তরের আলো প্রতি শীতের রাতে যার নৈসর্গিক ছটা মনে জাগায় প্রকৃতি কিংবা ভগবানের প্রতি অসীম ভক্তি কিংবা কৃতজ্ঞতার এক স্নিগ্ধ অনুভূতি। এদেশের ঘন নিবিড় গাছগাছালি ঘেরা পথ, প্রান্তর কিংবা পার্কে হেঁটে চলা বাসিন্দা পর্যটকের পাওনা অফুরন্ত বিশুদ্ধ বাতাস যাতে ঘন হয়ে আসে বেরীজাতীয় কোনও বুনো ফলের কিংবা লিলি -পিত্তনি'র সৌরভ। রয়েছে হাজার হাজার কিলোমিটার স্কি করার ট্র্যাক আর দুর্দান্ত স্বাদের বিভিন্ন খাবার যেমন রাইয়ের পেস্ট্রি বা রুটি, আচার মাখানো হেরিং কিংবা সুস্বাদু স্যামন মাছের ঝোল অথবা বল্গা হরিণের সাঁতলানো মাংস। নিরাপদ দেশ হিসেবেও ইউরোপের একেবারে ওপরের সারিতে ফিনল্যান্ড। হারিয়ে যাওয়া মানিব্যাগ কিংবা মোবাইল প্রায়শই ফেরত চলে আসে তার মালিকের হাতে। সঙ্গে রয়েছে কফি। পৃথিবীর অন্য যে কোনও দেশের তুলনায় এদেশের লোকেরা বেশি কফিপান করেন। রাস্তাঘাটেও দেখা মিলবে অজস্র কাফে'র যেখানে চুমুক দেওয়া যেতে পারে বিভিন্ন স্বাদের গরম পানীয়তে। পৃথিবীর বহু স্থপতি ও ফ্যাশন ডিজাইনারের বাসভূমি এই ফিনল্যান্ডেই ঠিক যেভাবে ইউরোপের অন্যতম কয়েকটি সেরা হেভি মেটাল ব্র্যান্ডের ঠিকানা এই দেশ। বেছে নেওয়া যেতে পারে সনা-সান্তার দেশ ফিনল্যান্ডকে। শুধু পকেটের অবস্থাই একটু জোরালো হতে হবে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

উৎসবের ভিড় হ্রাস করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরও পাঁচ জোড়া হোলি স্পেশাল ট্রেন

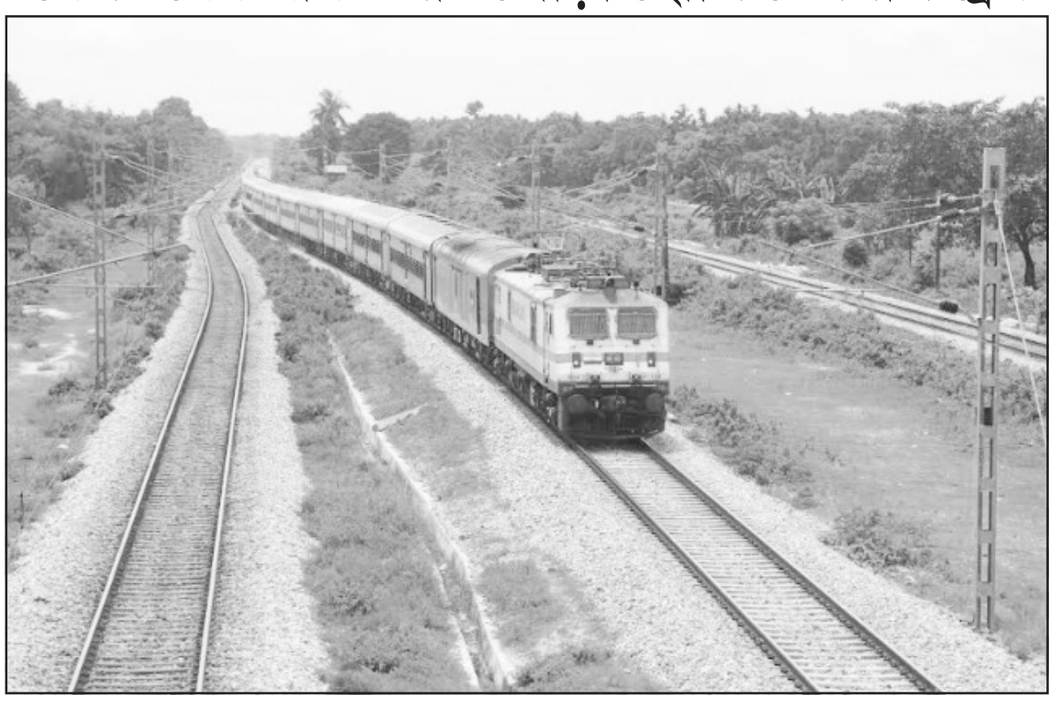

মালিগাঁও, ১৪ মার্চ, ২০২৪: হোলি উৎসবের সময় যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস লক্ষ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেল আরও পাঁচ জোড়া স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই স্পেশাল ট্রেনগুলি শিয়ালদহ-জাগীরোড-শিয়ালদহ, নিউ তিনসুকিয়া-জয়নগর-নিউ তিনসুকিয়া এবং উদয়পুর-কাটিহার-উদয়পুরের মধ্যে প্রত্যেকটিতে দুই ট্রিপের জন্য চলাচল করবে। অন্যদিকে, হাপা-নাহরলাগুন-হাপা এবং রাঁচি-পুর্নিয়া-রাঁচির মধ্যে প্রত্যেকটিতে একটি ট্রিপের জন্য এই হোলি স্পেশাল ট্রেনগুলি চলাচল করবে।

স্পেশাল ট্রেন নং. ০৩১০৫, (শিয়ালদহ-জাগীরোড) ১৫ এবং ২২ মার্চ, ২০২৪ তারিখের ০৯.০০ ঘণ্টায় শিয়ালদহ থেকে রওনা দিয়ে পরের দিন ০৬.৩০ ঘণ্টায় জাগীরোড পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ০৩১০৬, (জাগীরোড-শিয়ালদহ) ১৬ এবং ২৩ মার্চ, ২০২৪ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টায় জাগীরোড থেকে রওনা দিয়ে পরের দিন ১৩.০০ ঘণ্টায় শিয়ালদহ পৌঁছবে।

ট্রেন নং. ০৫৯৭৪, (নিউ তিনসুকিয়া-জয়নগর) ১৯ এবং ২৬ মার্চ, ২০২৪ তারিখের ০৫.০০ ঘণ্টায় নিউ তিনসুকিয়া থেকে রওনা দিয়ে পরের দিন ০৯.৩০ ঘণ্টায় জয়নগর পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ০৫৯৭৩, (জয়নগর-নিউ তিনসুকিয়া) ২০ এবং ২৭ মার্চ, ২০২৪ তারিখের ১২.১০ ঘণ্টায় জয়নগর থেকে রওনা দিয়ে পরের দিন ২১.০০ ঘণ্টায় নিউ তিনসুকিয়া পৌঁছবে।

ট্রেন নং. ০৯৬২৩, (উদয়পুর-কাটিহার) ১৯ এবং ২৬ মার্চ, ২০২৪ তারিখের (মঙ্গলবার) ১৬.০৫ ঘণ্টায় উদয়পুর থেকে রওনা দিয়ে বৃহস্পতিবার ০২.৪৫ ঘণ্টায় কাটিহার পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ০৯৬২৪, (কাটিহার-উদয়পুর) ২১ এবং ২৮ মার্চ, ২০২৪ তারিখ বৃহস্পতিবার ১৫.০০ ঘণ্টায় কাটিহার থেকে রওনা দিয়ে শনিবার ০৪.১৫ ঘণ্টায় উদয়পুর পৌঁছবে।

ট্রেন নং. ০৯৫২৫ (হাপা-নাহরলাগুন) স্পেশাল বুধবার, ২০ মার্চ, ২০২৪ তারিখ ০০.৪০ ঘণ্টায় হাপা থেকে রওনা দিয়ে শুক্রবার ১৬.০০ ঘণ্টায় নাহরলাগুন পৌঁছবে। একইভাবে ট্রেন নং. ০৯৫২৬ (নাহরলাগুন-হাপা) শনিবার, ২৩ মার্চ, ২০২৪ তারিখ ১০.০০ ঘণ্টায় নাহরলাগুন থেকে রওনা দিয়ে মঙ্গলবার ০০.৩০ ঘণ্টায় হাপা পৌঁছবে।ট্রেন নং. ০৮৮৪৯ (রাঁচি-পুর্নিয়া) স্পেশাল শনিবার, ২৩ মার্চ, ২০২৪ তারিখ ০৫.৩০ ঘণ্টায় রাঁচি থেকে রওনা দিয়ে একইদিনে ২১.০০ ঘণ্টায় পুর্নিয়া পৌঁছবে। একইভাবে ট্রেন নং. ০৮৮৫০ (পুর্নিয়া-রাঁচি) ২৩ মার্চ, ২০২৪ তারিখের (শনিবার) ২৩.৫৫ ঘণ্টায় পুর্নিয়া থেকে রওনা দিয়ে পরের দিন ১৪.২৫ ঘণ্টায় রাঁচি পৌঁছবে। এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি-এর ওয়েবসাইটে উপলব্ধ এবং বিভিন্ন সংবাদপত্রে ও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রা শুরু করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

ময়নাগুড়িতে বিজেপি-কে তোপ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

জলপাইগুড়ি, ১৪ মার্চ (হি.স.): ‘‘বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ছিলাম। দু’টো পোডিয়াম রেখেছি। তর্ক হবে বলে। বলেছিলাম শ্বেতপত্র প্রকাশ করুন। কেউ কি এসেছেন?’’ প্রশ্ন অভিষেকের। তিনি বলেন, ‘‘হাটে হাঁড়ি ভেঙেছি।’’

বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়িতে জনগর্জন সভায় একথা বলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তরবঙ্গের আসন পুনরুদ্ধারে সক্রিয় তৃণমূল। মঞ্চে ওঠার আগে ভিডিয়ো দেখিয়েছেন অভিষেক। সেই প্রসঙ্গই তুললেন তিনি। বলেন, ‘‘আপনাদের সমর্থন নিয়ে ভাতে মারার চেষ্টা করেছে। আগামী দিন অধিকার সামনে রেখে ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন।’’ কিছু দিন আগে প্রধানমন্ত্রী এসেছেন উত্তরবঙ্গে। গত লোকসভা নির্বাচনে ৩টি আসনে জিতেছে বিজেপি। গত ৫ বছরে এখানে ৩ জন সাংসদ একটা বুথেও কি কোনও আলোচনা করেছেন ? একটিও বৈঠক করেছেন ? প্রশ্ন অভিষেকের।

অভিষেক জানান, আসার সময় সকলে তাঁকে অনুরোধ করেছেন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বৃদ্ধি করার জন্য। একটা ঘর পাননি বলেও অভিযোগ করেছেন। তাঁর কথায়, ‘‘নিজের অধিকার ভেবে কি ভোট দিয়েছেন ? রামমন্দিরকে সামনে রেখে ভোট দিয়েছেন। নিজের অধিকার বুঝে নয়। রামমন্দির হয়েছে। আপনাদের মাথায় ছাদ নেই।’’ এদিন মঞ্চে উঠে একে একে জলপাইগুড়ির প্রার্থী নির্মল-সহ সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন অভিষেক। জানান, আসার সময় দেখেছেন, মাঠ কানায় কানায় পূর্ণ। মাথা নত করেছেন জনগণের সামনে।

অসমের সরকারি কর্মচারীদের বেড়েছে ৪ শতাংশ মহার্ঘ্যভাতা, জানান মুখ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ১৪ মার্চ (হি.স.) : অসমের সরকারি কর্মচারী এবং পেনশনারদের ৪ শতাংশ মহার্ঘ্যভাতা (ডিএ বা ডিয়ারনেস অ্যালাউন্স) বাড়ানো হয়েছে, জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। এর ফলে এখন থেকে অসমের সরকারি কর্মচারীদের মোট মহার্ঘ্যভাতা ৫০ শতাংশ হয়েছে। বর্ধিত মহার্ঘ্যভাতা চলতি বছর, ২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হবে বলেও জানান তিনি। আজ দিশপুরে লোকসেবা ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এই ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের দরুন সরকার কিস্তিতে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের অ্যাকাউন্টে এই অর্থ জমা করবে। তিনি জানান, প্রথম বকেয়া মে মাসে, দ্বিতীয় বকেয়া জুন মাসে এবং তৃতীয় বকেয়া জুলাই মাসে দেওয়া হবে।

মুখ্যমন্ত্রী আজ রাজ্যের নিম্ন প্রাথমিক (এলপি) এবং মধ্য ইংরেজি (এমই) স্কুলগুলিতে চতুর্থ গ্রেডের কর্মচারী নিয়োগের বিষয়েও গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেছেন। এলপি, এমই, উচ্চ মাধ্যমিক চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীরা মেধার ভিত্তিতে তাঁদের গ্রামে নিয়োগ পাবেন বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।এছাড়া ‘প্রধানমন্ত্রী সূর্যঘর মুফত বিজলি প্রকল্প’-এর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার ৭৫ হাজার কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা। তিনি বলেন, রাজ্যে তিন হাজার বাড়িতে সোলার প্যানেল রয়েছে। রাজ্য সরকারি কর্মচারী এবং বিদ্যুৎ বোর্ডের কর্মীদের জন্য রাজ্য সরকার ১ শতাংশ হারে ব্যাংক ঋণের সুদ দেবে। একজন সাংবাদিককে ১ কিলোওয়াট সোলার প্যানেলের জন্য অতিরিক্ত ৫ হাজার টাকা দেবে রাজ্যের তথ্য ও জনসংযোগ দফতর।

নাগপুরে শুক্রবার শুরু হচ্ছে সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠক, চলবে ১৭ মার্চ

নাগপুর, ১৪ মার্চ (হি.স.): রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)—র তিনদিন ব্যাপী অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠক শুক্রবার মহারাষ্ট্রের নাগপুরে আয়োজিত হচ্ছে। ১৫, ১৬ ও ১৭ মার্চ এই তিন দিন এই বৈঠক চলবে। নাগপুরের রেশমবাগে অবস্থিত ডঃ হেডগেওয়ার স্মৃতি মন্দির চত্বরে অনুষ্ঠিত হবে এই বৈঠক, বৈঠকে সঙ্ঘের বিভিন্ন প্রান্তে কর্মরত ৩৬টি সংগঠনের ১,৫২৯ জন প্রতিনিধি অংশ নেবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

প্রতিনিধি সভার বৈঠকে সরকার্যবাহ নির্বাচিত করা হবে। এই বৈঠকে সঙ্ঘ বর্তমান সময়ে ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনার প্রতিফলন ঘটাবে। ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় শ্রী রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার জন্য সারা দেশে উৎসাহ এবং আনন্দের পরিবেশ রয়েছে। এই ঐতিহাসিক মুহূর্ত ভারতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
Mechanical Division, Ramnagar Rd. No-9, Agartala
Phone-0381-2330010, e-mail: mechdivision.amc@gmail.com

F. No.-648/Mech. Div/AMC/2024/10319-21 Dt. 12/03/2024

E-tender Notice

Press Notice Inviting Tender No: 04/PNIT/AMC/Mech. Div/2024, Dt. 23/02/2024, E- tender is invited by the Executive Engineer, Mech. Div., AMC on behalf of Hon'ble Mayor, AMC for the following work. (2nd Call)

SI No	Name of the Work	No of Job	Approx. Value of work	Application Fees in Rs.	EMD in Rs.	Date of Opening of Technical bid
1	Development and beautification of and old heritage Kali Temple & lifting the base/floor level of the temple up to 8 feet located at East Thana Road, Agartala	01	Rs. 15.27 Lakhs	10000.00	20000.00	5th April, 2024

The tender details shall have to be downloaded from website **http://tripuratenders.gov.in** from 13/03/2024 for online bidding. Bids must be submitted online on or before 5:30 PM on 05/04/2024. Bids received online shall be opened on 05/04/2024 at 6 p.m. in the office of the Executive Engineer (Mechanical). If the date of the opening happens to be a holiday, the bids will be opened on the next working day at the same time and venue. Subsequent corrigendum/addendum if any shall be only available in tender site only. EMD & Application fees should be paid online only as per the e- tendering system. The Agartala Municipal Corporation reserves all the rights to cancel the whole tendering process without assigning any reasons thereof.

Executive Engineer (Mech.)
Agartala Municipal Corporation

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
Mechanical Division, Ramnagar Rd. No-9, Agartala
Phone-0381-2330010, e-mail: mechdivision.amc@gmail.com

F. No.-656/Mech. Div/AMC/2024/0223-225 Dt. 12/03/2024

E-tender Notice

Press Notice Inviting Tender No:02/PNIT/Mech. Div/AMC/2024. Dt. 07/02/2024 (2nd Call)
E-tender is invited by the executive Engineer, Mech. Div., AMC on behalf of Hon'ble Mayor, AMC for the following.

SI No	Name Equipment /Machinery	No of Units	Approx. Value ofwork	Application Fees in Rs.	EMD in Rs.	Date of Opening of Technical bid
1	Supply, Installation and Commissioning of Electric Furnace replacing 02 nos. old gas Furnace at Battala Cremation Ground	02	1.70 Crore	10000.00	1,70,000/-	02.04.2024

The tender details shall have to be downloaded from website **http://tripuratenders.gov.in** from 12.03.2024 for online bidding. Bids must be submitted online on or before 5:30 PM on 02.04.2024. Bids received online shall be opened on 02.04.2024 at 6:00 p.m. in the office of the Executive Engineer (Mechanical). If the date of the opening happens to be a holiday, the bids will be opened on the next working day at the same time and venue. Subsequent corrigendum/addendum if any shall be only available in tender site only. EMD & Application fees should be paid online only as per the e- tendering system. The Agartala Municipal Corporation reserves all the rights to cancel the whole tendering process without assigning any reasons thereof.

Executive Engineer (Mech.)
Agartala Municipal Corporation

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
Mechanical Division, Ramnagar Rd. No-9, Agartala
Phone-0381-2330010, e-mail: mechdivision.amc@gmail.com

F. No.-656/Mech. Div/AMC/2024/10226-228 Dt. 12/03/2024

E-tender Notice

Press Notice Inviting Tender No:03/PNIT/Mech. Div/AMC/2024. Dt. 07/02/2024 (2nd Call)
E-tender is invited by the executive Engineer, Mech. Div., AMC on behalf of Hon'ble Mayor, AMC for the following.

SI No	Name Equipment /Machinery	No of Units	Approx. Value of work	Applicati onFees in Rs.	EMD in Rs.	Date of Opening of Technical bid
1	Supply, Installation and Commissioning of Electric Furnace at Chinaihani, Agartala, Tripura	01	1.00 Crore	10000/-	100000/-	03.04.2024

The tender details shall have to be downloaded from website **http://tripuratenders.gov.in** from 12.03.2024 for online bidding. Bids must be submitted online on or before 5:30 PM on 03.04.2024. Bids received online shall be opened on 03.04.2024 at 6:00 p.m. in the office of the Executive Engineer (Mechanical). If the date of the opening happens to be a holiday, the bids will be opened on the next working day at the same time and venue. Subsequent corrigendum/addendum if any shall be only available in tender site only. EMD & Application fees should be paid online only as per the e- tendering system. The Agartala Municipal Corporation reserves all the rights to cancel the whole tendering process without assigning any reasons thereof.

Executive Engineer (Mech.)
Agartala Municipal Corporation

কলকাতায় মুসলিমদের দাপটকে কটাক্ষ তথাগত রায়ের

কলকাতা, ১৪ মার্চ (হি.স.): ধর্মাচরণের নামে কলকাতায় মুসলিমদের দাপটকে কটাক্ষ করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। বৃহস্পতিবার তিনি এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, ‘‘শ্যামবাজারের মোড়ে টুপি-দাড়িওলারা রাস্তা বন্ধ করে হাউ হাউ করছে। এগুলো মসজিদে করা যেত না ? কিন্তু না! হিন্দুদের দেখাতে হবে, আমরাই আসল, তোমরা তুচ্ছ। এর জন্যই কি শ্যামাপ্রসাদ বাঙালি হিন্দুর ভূমি হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ তৈরী করেছিলেন? মুসলমান ভোটের লোভে মানুষ কত নীচে নামতে পারে!’’

কাবাব প্রস্তুতকারকের বিরুদ্ধে মামলা করলেন এমবাপে

প্যারিস, ১৪ মার্চ (হি.স.):ফ্রান্সের এক কাবাব প্রস্তুতকারকের বিরুদ্ধে এমবাপে মামলা করলেন। অনুমতি না নিয়ে স্যান্ডউইচে তার নাম ব্যবহার করার জন্য এমবাপে সেই প্রস্তুতকারকের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। কাবাব প্রস্তুতকারক সংস্থাটির মালিকের নাম মোহাম্মদ হেনি।

মোহাম্মদ হেনি তার ”ক্লাব কাবাব” নামের দোকানে একটি স্যান্ডউইচে এমবাপের নাম ব্যবহার করেছেন। সেই স্যান্ডউইচের কথা বলতে গিয়ে তিনি রুটির উপরিভাগটা ”এমবাপের মাথার খুলির মতো” বলেছেন।

ইতিমধ্যে হেনিকে ‘কেএমএ’’ (এমবাপের মালিকাধীন কোম্পানি)-র পক্ষ থেকে চিঠি পাঠিয়েছেন এমবাপের আইনজীবী ডেলফাইন ভেরহেইডেন।

নন্দীগ্রাম দিবসে পোস্ট মমতা-অভিষেকের শহিদস্মরণে সন্দেশখালি তোপ শুভেন্দুর

পূর্ব মেদিনীপুর, ১৪ মার্চ (হি.স.): শহিদদের সম্মান জানাতে সামাজিক মাধ্যমে বৃহস্পতিবার সকালে পোস্ট করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে তিনি শহিদের স্মৃতি মনে করিয়ে লেখেন, ‘‘সিপিআইএমের হার্মাদ বাহিনীর অত্যাচারে নিহত সকল শহিদের প্রমাণ জানাই’’।

পাশাপাশি এক্স হ্যাণ্ডেলে তিনি লেখেন, ‘‘কৃষক দিবসে সকল কৃষক ভাইবোন ও তাঁদের পরিবারকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। নন্দীগ্রামে কৃষিজমি আন্দোলনের শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্যই প্রতিবছর এই দিনটিকে আমরা কৃষক দিবস হিসেবে পালন করি। আগামি দিনেও আমরা এভাবেই আমাদের কৃষকদের পাশে থাকব।’’ পোস্ট করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তিনি লেখেন, ‘‘নন্দীগ্রাম দিবসে সকল শহিদের জানাই শ্রদ্ধার্ঘ্য।’’ নন্দীগ্রামের গোকুলনগরে শহিদ স্মরণ দিবস পালন করে তৃণমূল। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের তমলুক লোকসভার প্রার্থী দেবাশু ভট্টাচার্য, স্নেহাশিস চক্রবর্তীরা। অন্যদিকে, এদিন সকালে নন্দীগ্রাম দিবস পালন করেন শুভেন্দু অধিকারী। সেখানে তিনি সন্দেশখালি প্রসঙ্গ তুলে ধরে বলেন, ’’ নন্দীগ্রামে সেদিন মা-বোনেদের ভূমিকা দেখেছি। এখন সন্দেশখালিতেও মা-বোনেদের দেখছি। সেদিনও জোর করে জমি নেওয়া হয়েছিল। এদিনও জোর করে ধানের জমি নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।’’

২০০৭ সাল। ১৪ মার্চ। কেটে গিয়েছে ১৬ বছর। এই দিনে নন্দীগ্রামে ভূমি উচ্ছেদ কমিটির আন্দোলনকারীদের উপর গুলি চালায় পুলিশ। মারা যান ১৪ জন। রাজ্যের বাম শাসন শেষ করে তৃণমূলের ক্ষমতায় আসার পিছনে এই দিনের ঘটনা গভীর প্রভাব আছে বলেই মনে করে রাজনৈতিক মহল। সেই থেকে প্রতি বছর তৃণমূল নন্দীগ্রাম দিবস পালন করে। তবে শুভেন্দু অধিকারী বিজেপিতে যাওয়ার পর থেকে এই দিনকে পালন করা নিয়ে বিরোধ বাড়ে শাসকদল ও অধিকারী পরিবারের। এদিনও আলাদা ভাবে পালন হয় নন্দীগ্রাম দিবস। যা নিয়ে বাড়ে রাজনৈতিক পারদ।

দাসপুরের অগ্নিদগ্ধ ধূপের কারখানায় দেব

পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৪ মার্চ (হি.স.): ঘাটালের দাসপুরে অগ্নিদগ্ধ ধূপের কারখানায় আগুনে কারখানার ভিতরের সমস্ত জিনিসপত্র পুড়ে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার সেই কারখানায় গেলেন সাংসদ দেব। কারখানার শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগের কথা শুনলেন মাটিতে বসে। সেখানে আগুন লেগেছিল মঙ্গলবার রাতে। এখনও সেই আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনা যায়নি। দেবকে দেখেই কারখানার সামনে জড়ো হন শ্রমিকেরা। তাঁরা সাংসদের কাছে নিজেদের সমস্যার কথা জানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সকলের কথা শুনতে কারখানার উল্টো দিকে একটি মাঠে গিয়ে মাটিতে বসে পড়েন সাংসদ-অভিনেতা। মাঠে দেবকে ঘিরে ধরেন কয়েক হাজার শ্রমিক। তাঁদের মধ্যে মহিলা এবং শিশুদের উপস্থিতিও ছিল।

দাসপুরের রসিকগঞ্জের ধূপ কারখানায় কাজ করেন অন্তত দু’হাজার শ্রমিক। মঙ্গলবার রাতে সেখানে হঠাৎই আগুন লাগে। কী থেকে আগুন লাগল, তা নিশ্চিত নয়। প্রাথমিক ভাবে শর্ট সার্কিটের কথা মনে করা হচ্ছে। কারখানায় অনেক দাহ্য পদার্থ থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। দমকলের একাধিক ইঞ্জিন মঙ্গলবার রাত থেকে আগুন নেভানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। বুধবার একটা গোটা দিন কেটে যাওয়ার পরেও আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি। বৃহস্পতিবার বেলা পর্যন্ত কারখানার ভিতরে ঢুকতে পারেননি দমকল কর্মীরা। তাঁদের বক্তব্য, আগুন নিভলেও এখনও ধোঁয়া রয়েছে কারখানায়। যে কারণে ভিতরে ঢোকা যাচ্ছে না। আগুন-পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে দেব বলেন, ‘‘যখন থেকে আমি এই আগুন লাগার খবর পেয়েছি, দিদির সঙ্গে যোগাযোগে ছিলাম। কী ভাবে আগুন লাগল, তার তদন্ত হবে।

কারখানা যাতে দ্রুত শুরু হতে পারে, তা নিশ্চিত করতে প্রশাসন চেষ্টা চালাচ্ছে। যত দিন না কারখানা চালানো যাচ্ছে, ছ’মাস পর্যন্ত এই কারখানার শ্রমিকদের মাসে আড়াই হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। মার্চ মাস থেকেই তা চালু হবে। আমাদের লক্ষ্য কারখানা দ্রুত চালু করা এবং যাঁরা এর উপর নির্ভর করে আছেন, তাঁদের মুখে হাসি ফোটানো।’’

মমতাকে নিয়ে অমিতের তোপকে কটাক্ষ তৃণমূলের

কলকাতা, ১৪ মার্চ (হি.স.): দেশের সুরক্ষা নিয়ে রাজনীতি করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সিএএ নিয়ে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে এভাবেই মুখ্যমন্ত্রীকে তোপ দেগেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তার পালটা দিয়ে ঘাসফুল শিবিরের কটাক্ষ, অনুপ্রবেশ আটকানোর দায়িত্ব বিএসএফের। অমিত শাহের বিএসএফ ব্যর্থ বলেই এখন সিএএ প্রসঙ্গ তুলছেন।

দলীয় নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, ‘‘সীমান্ত পাহারা দেয় অমিত শাহের অধীনে থাকা বিএসএফ। অনুপ্রবেশের দায় তো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীরই। বিএসএফ ব্যর্থ বলেই এখন উল্টো কথা বলছেন তিনি। হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদের রাজনীতি করছেন। উনি পরোক্ষে মেনে নিলেন বিএসএফ ব্যর্থ। ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের আগেও অমিত শাহ অনেক কথা বলেছিলেন। তবে উনি জানেন, মানুষ কার পাশে আছে।’’ ‘শাহ’—এর তোপের পাল্টা দিয়েছেন তৃণমূলের রাজ্যসভা সাংসদ সাগরিকা ঘোষও। তাঁর কথায়, ‘‘ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব দেওয়ার আইন এনেছে বিজেপি সরকার। যদি হিন্দুদের কথাই এত ভাবা হয় তাহলে অসম নিয়ে কী বলবেন? এনআরসি করে সেরাজ্যের ১৩ লক্ষ বাঙালি হিন্দুকে বাদ দেওয়া হয়েছে। আসলে আপনারাই ধর্মের বিভাজন ঘটিয়ে ভোট টানতে চাইছেন।’’

প্রসঙ্গত, সিএএ নিয়ে রাজনীতি করার জন্য তৃণমূল নেত্রী ও বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিঁধেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেন, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শরণার্থী ও অনুপ্রবেশকারীর মধ্যে তফাত বুঝতে পারছেন না। বৃহস্পতিবার নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে মমতা বলেছেন, অসমের মতো বাংলায় তিনি ডিটেনশন ক্যাম্প করতে দেবেন না। সিএএ-র সঙ্গে জাতীয় নাগরিক পঞ্জির (এনআরসি) সম্পর্ক আছে। মমতার বক্তব্য খণ্ডন করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দাবি, শরণার্থী ও অনুপ্রবেশকারী এক নয়, উনি এটার ফারাক ধরতে পারছেন না।

ডাবল ইঞ্জিন সরকার উন্নয়ন, নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির জন্য কাজ করতে বদ্ধপরিকর : যোগী আদিত্যনাথ

অযোধ্যা, ১৪ মার্চ (হি.স.): রামনগরী অযোধ্যায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ অযোধ্যাধামে ১, ০৯০ কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এদিন বিরাট কিষাণ মেলা ও কৃষি প্রদর্শনীর সমাপনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

যোগী আদিত্যনাথ এদিন উত্তর প্রদেশের জনগণকে আশ্বস্ত করে বলেছেন, ডাবল ইঞ্জিন সরকার উন্নয়ন, নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির জন্য কাজ করতে বদ্ধপরিকর। মুখ্যমন্ত্রী যোগীর কথায়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিকশিত ভারত, বিকশিত উত্তর প্রদেশের দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের জন্য উত্তর প্রদেশের বিকাশ প্রয়োজন, অযোধ্যার বিকাশ প্রয়োজন। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ’অযোধ্যায় যে কাজ হয়েছে তা কংগ্রেস এবং সমাজবাদী পার্টি করতে পারেনি এবং তাই সবাই বলছে ”ফির এক বার মোদী সরকার”। আমি আপনাদের সবাইকে আশ্বস্ত করছি।’

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

মাংসের ঝোলে থাকুক আমের 'টুইস্ট'

গরম পড়ে গিয়েছে। বাজারে গেলেই কাঁচা মিঠে আমের মিষ্টি গন্ধ। কাঁচা আম দিয়ে চাটনি কিংবা টক ডাল মোটামুটি সব বাঙালি হেঁশেলেই হয়। এ ছাড়াও কিন্তু কাঁচা আম দিয়ে হরেক রকম পদ বানানো যায়। মুরগি দিয়ে ঝোল কিংবা কষা খেতে খেতে অরুচি এসে যায় কখনও কখনও। স্বাদবদল করতে কাঁচা আম দিয়েই বানিয়ে ফেলতে পারেন মুরগির সুস্বাদু পদ।

রইল আম-মুরগি বানানোর রেসিপি।

উপকরণ:

মুরগির মাংস: ১ কেজি
পেঁয়াজ কুচি: ১ কাপ
আদা-রসুন বাটা: ২ টেবিল চামচ
কাঁচা আম: ২টি
হলুদ গুঁড়ো: ১ টেবিল চামচ
তেজপাতা: ২-৩টি
গোটা গরম মশলা: ৫ গ্রাম
কাঁচা লঙ্কা ৫-৬টি
পুদিনা পাতা: আধ কাপ
ধনে পাতা: এক কাপ
ধনে গুঁড়ো: ১ টেবিল চামচ
জিরে: এক চা চামচ
নুন ও চিনি: স্বাদমতো
সর্ষের তেল: ৫-৬ টেবিল চামচ

প্রণালী:

একটি বড় পাত্রে মুরগির মাংস নিয়ে তাতে নুন, হলুদ গুঁড়ো, সর্ষের তেল দিয়ে খানিক ক্ষণ মাখিয়ে রাখুন। এ বার কড়াইতে তেল গরম করে তাতে গোটা গরম মশলা, জিরে ফোড়ন আর পেঁয়াজ কুচি দিয়ে লালচে করে ভেজে নিন। তার পর একে একে আদা-রসুন বাটা ও সব গুঁড়ো মশলা দিয়ে ভাল করে কষিয়ে নিন। মশলা থেকে তেল ছেড়ে এলে মাংস দিয়ে আরও মিনিট পনেরো কষিয়ে নিন। মাংস আধসেদ্ধ হয়ে এলে ধনে পাতা ও পুদিনা পাতা বাটা ও চেরা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে ঢাকা দিয়ে মাংস ভাল করে সেদ্ধ করে নিন। এর পর ঢাকা খুলে মিহি করে কুরে রাখা আম দিয়ে ভাল করে নাড়াচাড়া করুন। আম ভাল করে মশলার সঙ্গে মজে এলে সামান্য চিনি ছড়িয়ে দিন। ঝোল মাখা মাখা হয়ে এলে নামিয়ে গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন আম-মুরগি।

উপকারের আশায় ডিটক্স পানীয় খাচ্ছেন

শরীরে জলের ঘাটতি যেন না হয়। তাই দিনে দু-তিন লিটার জল খাওয়ার পরামর্শ দেন পুষ্টিবিদেরা। তবে সুস্থ থাকতে শুধু জল নয়, ইদানীং ডিটক্স বা ইনফিউজড ওয়াটারের উপর ভরসা রাখেন স্বাস্থ্য সচেতনেরা। বিশেষ এই পানীয় শরীরে জমা দূষিত পদার্থ বার করতে সাহায্য করে। যাঁরা মেদ ঝরাতে চাইছেন, তাঁদের জন্য এই পানীয় বেশ কার্যকরী।

তা ছাড়া, রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা উন্নত করতে, হজমশক্তি বাড়িয়ে তুলতে, কোষ্ঠকাঠিন্য নিরাময়ে এই পানীয় খাওয়া ভাল। তবে ডিটক্স বা ইনফিউজড পানীয় তো বিভিন্ন ধরনের হয়। কোন পানীয় কোন কাজে লাগে, তা জানেন কি?

১) গ্যাস, অম্বল:- সাধারণ খাবার খেয়েও গলা-বুক জ্বালা করছে? এক গ্লাস জলে কয়েক টুকরো আদা ভিজিয়ে সেই জল খেয়ে দেখুন। নিয়মিত ওষুধ খাওয়ার প্রয়োজন পড়বে না।

২) প্রি-ডায়াবিটিস:- রক্তে শর্করা খুব বেশি নয়, বাড়তির দিকে। মিষ্টি জিনিস খাওয়ার প্রবণতা ছেঁটে ফেলেছেন। সঙ্গে ঈষদুষ্ণ জলে সামান্য পরিমাণে ঘি খেতে শুরু করুন। উপকার মিলবে।

৩) ফ্যাটি লিভার:- বহু দিন ধরেই ফ্যাটি লিভারের সমস্যায় ভুগছেন। ওষুধ তো খাচ্ছেনই। সঙ্গে মৌরিঙ্গা বা সজনেপাতার গুঁড়ো খেয়ে দেখতে পারেন। ঈষদুষ্ণ জলে সজনে পাতার গুঁড়ো মিশিয়ে সকালে খালি পেটে খেয়ে নিন।

৪) রক্তাল্পতা:- মেয়েদের মধ্যে এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি। তাই মাঝে মধ্যে আয়রন-যুক্ত ওষুধ খেতে হয়। তবে এই ধরনের ওষুধ থেকে কিন্তু কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে। তার বিকল্প হতে পারে হালিমের বীজ। রাতের বেলা এক গ্লাস জলে এই বীজ ভিজিয়ে রাখুন। সকালে উঠে খেয়ে নিন। রক্তে হিমোগ্লোবিন চড়চড় করে বাড়বে।

৫) ঋতুস্রাবের কষ্ট:- বিরিয়ানিতে রঙের জন্য যে কেশর ব্যবহার করেন, তা-ই এ ক্ষেত্রে কাজে লাগবে। ঈষদুষ্ণ জলে তিন-চারটি কেশরের সুতো ভিজিয়ে রাখুন। কিছু ক্ষণ পর খেয়ে নিন।

৬) পিসিওএস:- হরমোনের হেরফেরে আজকাল অনেক মহিলাই পিসিওএস-এর সমস্যায় ভোগেন। নিয়মিত মেথি ভেজানো জল খেলে ইস্ট্রোজেন, প্রজেস্টেরন এবং টেস্টোস্টেরনের মধ্যে সমতা বজায় থাকে।

৭) কোষ্ঠকাঠিন্য:- ইসবগুল না খেলে পেট পরিষ্কার হয় না। তবে কোনও কোনও সময়ে সেই বস্তুটিও ফেল করে যায়। বদলে কিশমিশ ভেজানো জল খেয়ে দেখতে পারেন। এক গ্লাস জলে বেশ কয়েকটি কিশমিশ ভিজিয়ে রাখুন। পরের দিন সকালে সেই জল খেয়ে ফেলুন। ম্যাজিকের মতো কাজ হবে।

৮) বদহজম:- তেলমশলা দেওয়া খাবার খেয়ে সমানে চেঁয়া ঢেকুর উঠছে? শুকনো খোলায় ভাজা জোয়ান খেলে অনেক সময়ে উপকার মেলে। তবে আরও ভাল কাজ হয় এক গ্লাস জলে জোয়ান ভিজিয়ে সেই জল খেলে।

৯) ডায়াবিটিস:- একগ্লাস জলে এক টুকরো দারচিনি ভিজিয়ে রাখুন। পরের দিন সকালে উঠে সেই পানীয় খেয়ে নিন। ইনসুলিন হরমোনের ক্ষরণ, উতাদন এবং কাজ স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে এই পানীয়।

১০) থাইরয়েড:- থাইরয়েড গ্রন্থির কলকাঠিতে অনেক শারীরবৃত্তীয় অনেক কাজই থমকে যেতে পারে। তবে সেই হরমোনের ক্ষরণ বেশি হলেও যেমন বিপদ, কম হলেও সমস্যার। তা স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে ধনে। এই মশলা জলে ভিজিয়ে রেখে খেলে দারুণ কাজ করে।

রোগা হওয়ার সহজ উপায়

ওজন ঝরানোর চেষ্টায় ত্রুটি রাখেন না কেউই। ডায়েট করেন, জিমে যান নিয়মিত, বাইরের খাবার দেখে খাওয়ার ইচ্ছা হলেও নিজেকে আটকান, প্রিয়জনের দেওয়া চকোলেটও ফ্রিজেই রেখে দিতে হয়। অথচ এত কিছু করেও লক্ষ্যপূরণ হয় না। ওজন কমতে চায় না কিছুতেই। রোগা হওয়ার কলাকৌশল কম নয়। মেনে চলতে হয় অনেক কিছুই।

শুধু উপোস করে থাকলেও রোগা হওয়া যাবে না। বরং সময় বুঝে খাবার খেতে হবে। কোন সময়ে কী খাবার খাচ্ছেন, এ ক্ষেত্রে তা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ। রোগা হওয়ার জন্য কিছু খাবার সন্ধ্যার পর মুখে তোলা উচিত নয়। খেতে ইচ্ছা করলেও নয়। কোন খাবারগুলি সন্ধ্যার পর আর খাবেন না?

প্রক্রিয়াজাত খাবার

প্রক্রিয়াজাত হিমায়িত খাবারগুলিতে হাইড্রোজেনেটেড অয়েল, চিনি, নুন ও অত্যধিক মাত্রায় ক্যালোরি থাকে। ওজন ঝরানোর ইচ্ছা থাকলে সন্ধ্যার পর এই খাবার মুখে না তোলাই শ্রেয়।

সোডাযুক্ত পানীয়

বিভিন্ন প্রকার নরম ও সোডাযুক্ত পানীয়ে চিনির মাত্রা অনেকটাই বেশি থাকে। পুষ্টিবিদেরা সন্ধ্যা ৬টার পর কার্বনেটেড পানীয় এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেন।

চিজ- এই খাবারে অত্যধিক মাত্রায় স্যাচুরেটেড ফ্যাট, কোলেস্টেরল ও সোডিয়াম থাকে। মেদ ঝরাতে তাই সন্ধ্যার পর চিজ না খাওয়াই ভাল।

রেড মিট- পাঁঠা কিংবা পর্কে ফ্যাটের মাত্রা অনেকটাই বেশি থাকে। তাই এই খাবার অনেক রাত করে খেলে হজমে অসুবিধা হয়। সে ক্ষেত্রে রাতে এড়িয়ে চলাই ভাল এ সব খাবার।

পপকর্ন- রাতে ওয়েব সিরিজ কিংবা সিনেমা দেখতে দেখতে অনেকেই এই খাবারটি খেয়ে থাকেন। তবে এতে ভাল মাত্রায় নুন ও ট্রান্সফ্যাট থাকে, যা স্বাস্থ্যের পক্ষে মোটেই ভাল নয়। রাতে এই খাবার খাওয়া উচিত নয়।

পছন্দের ৫ খাবার রোজ খেলে অজান্তেই বাড়তে পারে ক্যানসারের ঝুঁকি

যতই ডায়েট করুন না কেন, দোকানে রং-বেরঙের প্যাকেট ঝুলতে দেখলে কিংবা খাবারের ভাল গন্ধ পেলে পেটের ইঁদুরকে আটকে রাখা মুশকিল। হয়তো সেই সব খাবারের কোনও রকম পুষ্টিগুণ নেই। খেলে উপকারের বদলে ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কাই বেশি। তা সত্ত্বেও রাস্তার ধারের মুখরোচক খাবারের টান এড়িয়ে যাওয়া মুশকিল। সঙ্গে খুদে থাকলে তো কথাই নেই।

চিপ্স, চকোলেট কিংবা প্রক্রিয়াজাত খাবার খাওয়ার প্রবণতা বাড়তে থাকে। তবে চিকিৎসক থেকে পুষ্টিবিদ সকলেই বলছেন, সাধারণত মানুষ পছন্দ করেন এমন বেশ কিছু খাবার রয়েছে, যা নিয়মিত খেলে ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়।

১) প্রক্রিয়াজাত মাংস:

দোকান থেকে কেটে আনা টাটকা মাংস খেলে ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। তবে এই মাংস থেকে বেকন, সসেজ, সালামি তৈরি করার সময়ে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, নানা রকম রাসায়নিক যোগ করতে হয়। যা মলাশয়ের ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।

২) প্যাকেটজাত খাবার

বিস্কুট, চিপ্স, কুকির মতো সাধারণ কিছু খাবারের মধ্যে ট্রান্স ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট এবং কৃত্রিম সব রাসায়নিক থাকে। এই ট্রান্সফ্যাটের সঙ্গে কিন্তু হার্ট এবং ক্যানসারের যোগ রয়েছে। এই ধরনের খাবার খেলে বাড়তে পারে স্থূলত্ব। ক্যানসারের অনেকগুলি কারণের মধ্যে সেটিও একটি কারণ।

৩) চিনি দেওয়া পানীয়

অতিরিক্ত চিনি দেওয়া পানীয় খেতে ভালবাসেন? এই ধরনের পানীয় কিন্তু স্থূলত্বের সমস্যা বাড়িয়ে দিতে পারে। দীর্ঘ দিন ধরে স্থূলত্বের সমস্যা ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বাড়িয়ে দিতে পারে। ৪) ক্যানবন্দি খাবার দীর্ঘ দিন পর্যন্ত বেক বিন্স, কর্ন, অলিভ, মাশরুম ভাল রাখার জন্য বিসফেনল এ (বিপিএ) ব্যবহার করা হয়। শরীরে এই রাসায়নিক অতিরিক্ত হয়ে গেলে হরমোনের হেরফের ঘটে। স্তন এবং প্রস্টেট ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বাড়িয়ে তোলে।

৫) মাইক্রোওয়েভ করা পপকর্ন

দোকান থেকে কিনে আনা প্যাকেটজাত ভুট্টার বীজ বিশেষ একটি দ্রবণে ভেজানো থাকে। তা থেকে খই তৈরি করার জন্য অনেকেই নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় মাইক্রোওয়েভে সেগুলি গরম করতে দেন। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ওই দ্রবণের মধ্যে পারফ্লুয়োরোঅক্টানোয়িক অ্যাসিড (পিএফওএ) নামক একটি উপাদান থাকে। তা কিডনি, অণ্ডকোষ, অগ্ন্যাশয়ের ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বাড়িয়ে তোলে।

বাড়িতে পাতা টক দই কিভাবে খাবেন

দুধ একেবারেই সহ্য হয় না। দুধ দেওয়া চা খেলেও পেটের গোলমাল হয়। তাই পেট ভাল রাখতে নিয়ম করে টক দই খান। শুধু গ্যাস, অম্বল, হজমের সমস্যা নয়, টক দই খেলে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাও ভাল হয়। তবে পুষ্টিবিদেরা বলেন, এই টক দই দোকান থেকে কিনে খাওয়ার চেয়ে বাড়িতে পাতাই ভাল। কিন্তু সেই দই খেয়েও যদি সারা দিন ধরে পেট গুড়গুড় করতে থাকে, তা হলে দই খাওয়াও ছেড়ে দেবেন?

পুষ্টিবিদেরা সেই সমস্যার সুরাহা দিয়েছেন। তাঁরা বলছেন, হেঁশেলে থাকা সাধারণ কিছু মশলা, ভেষজ টক দইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে নিলেই পেটের যাবতীয় গোলমাল জব্দ হবে। সেগুলি কী কী?

১) জিরে

গ্যাস, অম্বল, পেটফাঁপার সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে অনেকেই জিরে ভেজানো জল খেয়ে থাকেন। পুষ্টিবিদেরা বলছেন, টক দইয়ের মধ্যে সামান্য জিরে গুঁড়ো মিশিয়ে খেতে পারলে তার পুষ্টিগুণ আরও বেড়ে যায়।

২) আদা

আদার মধ্যে রয়েছে জিঞ্জেরল। দুগ্ধজাত খাবার খাওয়ার পর অনেকেই পেটফাঁপার সমস্যায় ভোগেন। হজমের জন্য টক দই খাওয়ার পরেও অনেক সময়ে বমিভাব দেখা যায়। টক দইয়ের মধ্যে সামান্য আদা মিশিয়ে নিলেই এই সমস্যার সমাধান হবে।

৩) মৌরি

মৌরির মধ্যে রয়েছে অ্যানিথোল। যা পেটের পেশির প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। পাশাপাশি, জিরের মতো মৌরিতেও রয়েছে কার্মিনেটিভ উপাদান। তাই টক দইয়ের মধ্যে সামান্য মৌরি গুঁড়ো করে মিশিয়ে নিলেও কাজ হবে।

৪) পুদিনা পাতা

গলা-বুক-জ্বালা বা বদহজমে অব্যর্থ দাওয়াই হল পুদিনা পাতার রস। গ্যাস, অম্বল, পেটফাঁপা তো বটেই, পরিপাকতন্ত্র ভাল রাখতেও সাহায্য করে এই ভেষজ। দইয়ের মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ ফ্যাট থাকে, তা-ও অনেক সময়ে পেটের গোলমালের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই দইয়ের সঙ্গে সামান্য পরিমাণে পুদিনা পাতার রস মিশিয়ে নিলে আর কোনও সমস্যা থাকে না।

৫) ধনেপাতা

জিরের মতোই ধনে গুঁড়ো বা ধনেপাতার মধ্যে এমন কিছু উতেচক রয়েছে, যা হজমে সাহায্যকারী উতেচকগুলির ক্ষরণ বাড়িয়ে তুলতে পারে। পেটফাঁপা, গ্যাস, পেট গুড়গুড় করার মতো উপসর্গ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে এই ভেষজ।

৬) গোলমরিচ

গোলমরিচে রয়েছে প্যাপেরিন নামক একটি উপাদান। শুধু খাবারের স্বাদ বাড়িয়ে তোলা বা রোগ প্রতিরোধই নয়, পেটের যাবতীয় অস্বস্তি থেকে মুক্তি দিতে পারে এই মশলা।

৭) বিটনুন

টক দইয়ের মধ্যে বিটনুন দিয়ে খাওয়ার অভ্যাস রয়েছে অনেকেরই। তবে তা শুধু স্বাদের জন্যই নয়। আয়ুর্বেদ বলছে, পাকস্থলীর মধ্যে থাকা সব রকম উতেচকের মধ্যে সমতা বজায় রাখতে সাহায্য করে বিটনুন।

শিলে বাটতে না চাইলেও ভুল করে এই খাবার ব্লেন্ডারে দেওয়া যাবে না

তাড়াহুড়োর সময়ে রোজ শিলে মশলা বাটা মুশকিল। তাই বেশির ভাগ সময়েই মিক্সি ব্যবহার করেন। তবে, সকালে স্মুদি বানাতে অনেকেরই ভরসা ব্লেন্ডার। সময় এবং শ্রম, দুই-ই বাঁচে। কিন্তু এমন অনেক খাবারই আছে, যেগুলো ব্লেন্ডারে মিশিয়ে বা ব্লেন্ড করে খাওয়া যায় না। শরীরের তো বটেই, যন্ত্রটিরও ক্ষতি হতে পারে।

কোন কোন খাবার ব্লেন্ডারে দেওয়া যায় না? ১) গরম বা তরল খাবার: অনেকেই পেঁয়াজ, রসুন, আদা, টোম্যাটো এবং কাঁচা লঙ্কা তেলে ভেজে ব্লেন্ডারে পেস্ট করে নেন। গরম অবস্থায় ব্লেন্ডারে এই সব উপকরণ ব্লেন্ড করতে গেলে কিন্তু বিপদ ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে।

২) আঁশযুক্ত খাবার: যে সব ফল বা সব্জিতে ফাইবারের পরিমাণ বেশি সেগুলো ব্লেন্ডারে দিলে খুব মিহি পেস্ট না-ও হতে পারে। সব্জির আঁশ ব্লেডে জড়িয়ে যন্ত্রটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ৩) গুঁড়ো খাবার: ময়দা, চিনি, নুন এই জাতীয় খাবার ব্লেন্ডারে না দেওয়াই ভাল। মিশ্রণ যদি তৈরি করতেই হয়, তার মধ্যে সামান্য জল দিয়ে নেওয়া যেতে পারে। ৪) বড় হাড়ের টুকরো: গাছে সার দেওয়ার জন্য মাংসের হাড় ধুয়ে, রোদে শুকিয়ে রেখেছেন। তা গুঁড়ো করতে ভুল করেও ব্লেন্ডার ব্যবহার করবেন না। ব্লেন্ডার অচিরেই দেহ রাখবে।

৫) দানাজাতীয় খাবার: শুকনো ফলের বীজ বা বিভিন্ন রকম বাদাম যদি জলে না ভিজিয়ে গুঁড়ো করতে যান, অনেকটা সময় নষ্ট হবে। ব্লেন্ডারের ক্ষতিও হতে পারে।

কাজের ফাঁকে আলুর চিপ্স খাওয়া অভ্যাস?

আলুর চিপ্স শুধু যে সিনেমার সঙ্গী, তা নয়। প্রচণ্ড মনখারাপেও চিপ্স মুখে পুরলে সাময়িক চনমনে লাগে। আবার অফিসে কাজের ফাঁকে টুকটাক মুখ চালাতে চিপসের জুড়ি মেলা ভার। আলুর চিপ্সের স্বাদ ভোলার নয়। কিন্তু রোগা হওয়ার ইচ্ছা যদি থেকে থাকে, তা হলে আলুর চিপ্সের মায়া ত্যাগ করতে হবে। ঘন ঘন আলুর চিপ্স খেলে রোগা হওয়া বেশ কঠিন।

তাই বলে চিপ্স খাওয়া বন্ধ করে দিতে হবে, এমন নয়। আলু ছাড়াও চিপ্স হয়। আলুর চিপ্স ছাড়াও মুখরোচক অন্য খাবার কম নেই। তার জন্য দোকানের যাওয়ারও দরকার নেই। বাড়িতেই তৈরি করে নিতে পারেন। রইল কয়েকটি বিকল্প চিপসের খোঁজ।

কলার চিপ্স

কলায় রয়েছে ভিটামিন, মিনারেলস, অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টের মতো কিছু স্বাস্থ্যকর উপাদান। কলার মতো শরীর-বান্ধব ফল খুব কমই আছে। চিপ্স খেতে ইচ্ছা করলে কলা দিয়েই বানিয়ে নিতে পারেন। কাঁচকলা গোল গোল করে কেটে অলিভ অয়েল মাখিয়ে নিন। তার পর বেক করতে বসান। মুচমুচে হওয়া পর্যন্ত বেক করুন। খেতে খারাপ লাগবে না।

মাখানা

আলুর চিপসনা খেয়ে মাখানা খেতে পারেন। স্বাদ আলাদা। তবে স্বাস্থ্যগুণের দিক থেকে এগিয়ে মাখানা। প্রোটিন, ফাইবার, অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট ভরপুর পরিমাণে আছে মাখানায়। মাখানার স্বাদ অনেকটা মিলে যায় পপকর্নের সঙ্গে। তবে একই রকম নয়। স্বাদ বদলাতে মাঝেমাঝে খাওয়া যায় মাখানা।

ছোলা ভাজা

ছোলা ভাজা খেতে ভারী মজা না হলেও, শরীরের জন্য সত্যিই ভাল। বিশেষ করে ওজন কমানোর চেষ্টা করছেন যারা। ছোলা ভাজা কিন্তু সে ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর। অফিসে কাজের ফাঁকে মাঝেমাঝেই খিদে পেয়ে যায়। তখন বাইরে থেকে রোল, চাউমিন, পিতা না আনিয়ে বরং সঙ্গে রাখুন ছোলা ভাজা। খিদে মিটবে, আবার গ্যাস-অম্বলও হবে না।

পাঁচ অভ্যাসে এখনই বদল না আনলে বিকল হয়ে যেতে পারে কিডনি

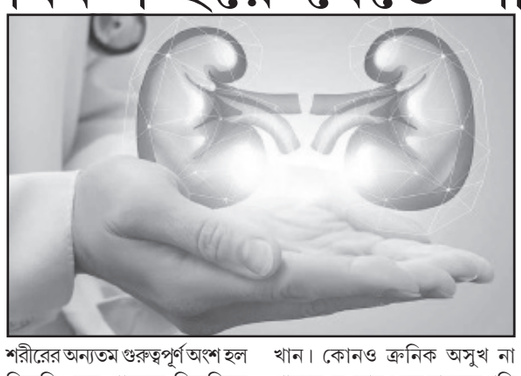

শরীরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল কিডনি। সুস্থ থাকতে কিডনিকে অবহেলা করলে কিন্তু মোটেই চলবে না। কিডনি বিকল হলে শরীরে নানা জটিলতা বাসা বাঁধতে পারে। বড় কোনও শারীরিক সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার আগে তাই সতর্ক থাকা জরুরি। কোনও ক্রনিক অসুখ না থাকলে সাধারণত কিডনির যত্ন নেওয়া খুব কঠিন কাজ নয়।

ছোটখাটো কিছু যত্নেই সুস্থ রাখা যায় কিডনিকে। তবে অজান্তেই এমন কিছু প্রাত্যহিক অভ্যাসে আমরা অভ্যস্ত, যেগুলি বাড়িয়ে ফেললে কিডনি বিকল হওয়ার সম্ভাবনা। জেনে নিন, কোন কোন অভ্যাসে রাশ টানলে কিডনির রোগ ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব। ১) পর্যাপ্ত পরিমাণে জল খান। কোনও ক্রনিক অসুখ না থাকলে যে কোনও সুস্থ মানুষের প্রতি দিন ৩-৪ লিটার জলের প্রয়োজন হয়। কোনও মতেই শরীরে জলের ঘাটতি হতে দেবেন না। শরীরের যাবতীয় টক্সিন বাইরে বার করে দিতে জলই প্রধানত সাহায্য করে। তাই জলের জোগান কিডনি যত পাবে, তার শারীরবৃত্তীয় কাজে তত সুবিধা হবে। অতিরিক্ত মদ্যপানও কিডনির সমস্যার কারণ হতে পারে।

২) কিডনিতে সংক্রমণের অন্যতম কারণ হল প্রস্রাব চেপে রাখা। সাধারণত রাস্তাঘাটে বা অনেক সময় কাজের চাপে বাড়িতে থাকলেও অনেকেই প্রস্রাবের বেগ চেপে রাখেন। এই অভ্যাস দিনের পর দিন ঘটালে কিন্তু বিপদ। এর ফলে মূত্রনালিতে চাপ পড়ে, তাতেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় কিডনি।

৩) উচ্চমাত্রার ডায়াবিটিস সরাসরি কিডনির ক্ষতি করে। তাই ডায়াবিটিসকে নিয়ন্ত্রণে রাখা ভীষণ জরুরি। রক্তে শর্করার পরিমাণ কোনও ভাবেই বাড়তে দেওয়া যাবে না। কিডনি ভাল রাখতে ডায়াবিটিস প্রতিরোধ প্রয়োজন।

৪) মুঠো মুঠো ব্যথানাশক ওষুধ খাওয়াও মোটেও ভাল অভ্যাস নয়। অতিরিক্ত মাত্রায় এই ধরনের ওষুধ কিন্তু কিডনির নানা সমস্যা তৈরি করে। তাই চিকিতকের পরামর্শ ছাড়া কোনও ভাবেই কোনও রকম অ্যান্টিবায়োটিক বা বেদনানাশক ওষুধ খাওয়া একেবারেই উচিত নয়।

৫) অনেকেই একটু বেশি নুন খান। রান্নায় নুন কম হোক বা না হোক, খাওয়ার পাতে একটু কাঁচা নুন না নিলেই নয়। এই অভ্যাস কিন্তু কিডনির স্বাস্থ্যের জন্য মোটেই ভাল নয়। কিডনিকে ভাল রাখতে চাইলে সবার আগে এই অভ্যাসে রাশ টানতে হবে। খুব বেশি চিনি খেলেও কিন্তু কিডনির ক্ষতি হয়। এ ছাড়া প্রক্রিয়াজাত খাবার কিংবা প্যাকেটবন্দি খাবারেও নুন ও চিনি বেশি মাত্রায় থাকে, তাই এগুলিও বেশি না খাওয়াই ভাল।

বিজেপি তৃণমূলের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে সময় জানতে চাইল, জবাব অভিষেকেরও

কলকাতা, ১৪ মার্চ (হি.স.): সামাজিক মাধ্যমে বৃহস্পতিবার ঝাঁঝালো পোস্ট করলেন তৃণমূলের সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে বললেন, 'মিথ্যাচার করার জন্য কেন্দ্রের বিজেপি সরকার জনগণের টাকা নষ্ট করছে। আমি বিজেপি নেতৃত্বকে আমার সঙ্গে মুখোমুখি তর্কে বসার চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি'। দেখা গেল, রাজ্য বিজেপি সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে অভিষেকের কাছে সময় জানতে চাইল। তার অব্যবহিত পরেই স্থান এবং কাল জানিয়ে দিলেন তৃণমূলের সেনাপতি। ১০০ দিনের কাজ এবং আবাস যোজনা নিয়ে বিজেপির যেকোনও নেতাকে তাঁরসঙ্গে মুখোমুখি তর্কে বসার চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার অভিষেক আরও লেখেন, '২০২১ সালে রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পর থেকে আবাস যোজনা এবং ১০০ দিনের কাজের মতো প্রকল্পগুলিতে ১ পয়সাও বরাদ্দ করেনি কেন্দ্র। আমি যে ভুল তা প্রমাণ করার জন্য বিজেপিকে শ্বেতপত্র প্রকাশ করার চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি।'

এদিন অভিষেকের পোস্টের পরেই পাল্টা চ্যালেঞ্জ করে পোস্ট করে রাজ্য বিজেপি। সেখানে উন্নয়নে খতিয়ান তুলে ধরে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে, 'আপনার পছন্দ অনুযায়ী সময় এবং জায়গা নির্বাচন করুন। আমরা আমাদের কোনও যুব মোর্চার কোনও এক কার্যকর্তাকে পাঠিয়ে দেব বিতর্কের জন্য। ততক্ষণ এটা পড়ুন।' সম্প্রতি বারাসতের সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দাবি করেছিলেন, বাংলার আবাস যোজনায় কেন্দ্রের তরফে বিগত কয়েক বছরে ৪২ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে কেন্দ্র।

এদিন মোদীর সেই বক্তব্যকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করেন অভিষেক। তাঁর দাবি, "প্রধানমন্ত্রী ৩দিন আগে সভা করতে এসে উনি বলে গেছেন গত ৩ বছরে ৪২ হাজার কোটি টাকা আবাসের জন্য বাংলাকে পাঠানো হয়েছে। যদি নরেন্দ্র মোদীর সরকার প্রমাণ করতে পারেন যে গত ৩ বছরে এই খাতে একটা টাকাও দিয়েছে তাহলে আমি রাজনীতি থেকে অবসর নেব। আমি প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করব এরপর যখন বাংলায় আসবেন তখন ১০০ দিনের কাজ ও আবাস যোজনায় গত ৩ বছরে কত টাকা দিয়েছেন, তার একটা শ্বেতপত্র প্রকাশ করবেন।" রবিবার ব্রিগেডের সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

কোপা আমেরিকার সূচি প্রকাশিত

আমেরিকা, ১৪ মার্চ (হি.স.): ২০২৪ কোপা আমেরিকার সূচি প্রকাশিত হয়েছে। কোপা শুরু হচ্ছে ২১ জুন থেকে। ফাইনাল খেলা ১৫ জুলাই। প্রতিযোগিতার প্রথম দিন ২১ জুন প্রথম ম্যাচে আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে খেলবে যোগ্যতা অর্জনকারী দল। তাদের পরের খেলা ২৬ জুন চিলির সঙ্গে। ৩০ জুন গ্রুপের শেষ ম্যাচে বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা খেলবে পেরুর সঙ্গে।

আর কোপায় ব্রাজিলের প্রথম ম্যাচ যোগ্যতা অর্জনকারী দলের সঙ্গে ২৫ জুন। ২৯ জুন প্যারাগুয়ে ও ৩ জুলাই কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে গ্রুপের বাকি দু'টি ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল।

গ্রুপ এ:আর্জেন্টিনা, পেরু, চিলি, যোগ্যতা অর্জনকারী দল।

গ্রুপ বি: মেক্সিকো, ইকুয়েডর, ভেনেজুয়েলা, জামাইকা।

গ্রুপ সি: আমেরিকা, উরুগুয়ে, পানাম, বলিভিয়া।

গ্রুপ ডি: ব্রাজিল, কলম্বিয়া, প্যারাগুয়ে, যোগ্যতা অর্জনকারী দল।

প্রতিটি গ্রুপ থেকে দু'টি করে দল কোয়ার্টার ফাইনালে যাবে।

নবান্নের কাছে মিছিল-ধর্নার অনুমতি বহাল, আদালতে ফের ধাক্কা রাজ্যের

কলকাতা, ১৪ মার্চ (হি.স.) : বকেয়া ডিএ-র দাবিতে নবান্নের বাসস্ট্যান্ডের কাছে মিছিল ও ধর্নার অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। এই বিষয়ে সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে গিয়েছিল রাজ্য সরকার। কিন্তু প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ আগের নির্দেশই বহাল রেখেছে। অর্থাৎ, এই মামলাতেও হাইকোর্টে ধাক্কা খেল রাজ্য সরকার।

নবান্নের বাস স্ট্যান্ডের কাছে মিছিল ও ধর্নার অনুমতি চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় রাজ্যের কো অর্ডিনেশন কমিটি। বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার সিঙ্গল বেঞ্চ এই কর্মসূচি নিয়ে শর্তসাপেক্ষে নির্দেশ দিয়েছিল। বলা হয়েছিল, হাওড়া রেল মিউজিয়াম থেকে নবান্ন বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত বৃহস্পতিবার মিছিল করা যাবে। তবে ১,৫০০-র বেশি মানুষ জমায়েত করতে পারবেন না। তাছাড়া পুলিশ ওই মিছিলের উপর প্রয়োজনীয় শর্ত আরোপ করতে পারবে।

সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশই বহাল রেখেছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। রাজ্য সরকার এই কর্মসূচি সম্পর্কে জানিয়েছিল, কো অর্ডিনেশন কমিটি যে এলাকায় মিছিল করতে চাইছে ওই এলাকা অত্যন্ত ঘিঞ্জি।

রেল মিউজিয়াম থেকে নবান্ন বাসস্ট্যান্ড খুব জনবহুল এলাকা। হাওড়া লঞ্চ ঘাট থেকে হাওড়া ময়দান মিছিল করলে আপত্তি নেই। কিন্তু আন্দোলনকারীদের দাবি মতোই পুরোনো রুটে মিছিল হবে। বৃহস্পতিবার দুপুরে এই মিছিল হয়।

ভোটপ্রচারে শরদ পওয়ারের নাম ব্যবহার করতে পারবেন না অজিত : সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৪ মার্চ (হি. স.): ভোটপ্রচারে কাকা শরদ পওয়ারের নাম এবং ছবি ব্যবহার করতে পারবে না এনসিপি—র অজিত পওয়ার গোষ্ঠী। লোকসভা ভোটের আগে সাফ জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। শুধু তাই নয় শীর্ষ আদালত বলছে, প্রত্যক্ষভাবে তো নয়ই, পরোক্ষভাবেও যেন শরদ পওয়ারের নাম ও ছবি অজিত গোষ্ঠী ব্যবহার না করে, সেটাও নিশ্চিত করতে বলেছে শীর্ষ আদালত। সেই সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের মৌখিক নির্দেশ, অজিত গোষ্ঠী যেন নিজেদের জন্য এনসিপির পুরনো প্রতীক 'ঘড়ি' ছাড়া অন্য কোনও প্রতীক বেছে নেয়। কারণ ঘড়ি প্রতীক ব্যবহার করলেও ভোটারদের বিভ্রান্ত করার একটা সম্ভাবনা থাকছে।

উল্লেখ্য, গত বছরের মাঝামাঝি শরদ পওয়ারের এনসিপি থেকে বেরিয়ে বিজেপির হাত ধরেন শরদের ভাইপো অজিত পওয়ার। মহারাষ্ট্র মন্ত্রিসভায় যোগ দেন এনসিপির ৯ বিধায়ক। অজিত দাবি করেন, আসল এনসিপি তাঁরাই। বিষয়টি গড়ায় নির্বাচন কমিশন পর্যন্ত। নির্বাচন কমিশন জানিয়ে দেয়, অজিত পওয়ারের নেতৃত্বাধীন শিবিরই আসল এনসিপি। কিন্তু শরদ গোষ্ঠীর অভিযোগ, শুধু এনসিপি নাম এবং প্রতীক নয়, লোকসভার ভোটপ্রচারে অজিত গোষ্ঠী শরদ পওয়ারের নাম এবং ছবিও ব্যবহার করে সাধারণ ভোটারদের বিভ্রান্ত করা চেষ্টা করছেন। সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতেই অজিত গোষ্ঠীকে শরদ পওয়ারের নাম ও প্রতীক ব্যবহারে বিরত থাকতে বললো শীর্ষ আদালত।

ইন্টার মায়ামির হয়ে খেলতে নেমে চোট মেসির, পরের ম্যাচে অনিশ্চিত

আমেরিকা, ১৪ মার্চ (হি.স.): কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়নশিপে ন্যাশভিলের ম্যাচে খেলতে নেমে দলকে জয়ী করে কোয়ার্টার ফাইনালে তুললেন ঠিকই। কিন্তু এরপরও মায়ামি ভক্তদের জন্য খারাপ খবরও আছে। আগামী শনিবার মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) ডিসি ইউনাইটেডের মুখোমুখি হবে মায়ামি। কিন্তু মায়ামি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এ ম্যাচে মেসিকে পাওয়ার আশা করছেন না মার্তিনো।

মেসিকে আজ দ্বিতীয়ার্ধের ৫০ মিনিটে মাঠ থেকে তুলে নেওয়ার ব্যাখ্যায় কোচ মার্তিনো বলেছেন, 'আমরা কোনো ঝুঁকি নিতে চাইনি। সে অস্বস্তি বোধ করায় মাঠ থেকে তুলে নিই।' শনিবার ডিসি ইউনাইটেডের বিপক্ষে মেসির খেলার সম্ভাবনা নিয়ে মার্তিনো বলেছেন, 'ঝুঁকি নিতে চাইনি। তাই মাঠ থেকে তুলে নিয়েছি। তবে আমার মনে হয় শনিবারের ম্যাচে তাকে পাওয়া যাবে না।' আগামীকাল অনুশীলন সেশন আছে মায়ামির। এরপর ওয়াশিংটন ডিসির উদ্দেশে রওনা হবে মার্তিনোর দল।

নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের প্যানেলে রাখা উচিত দেশের প্রধান বিচারপতিকেও, সওয়াল অধীর চৌধুরীর

নয়াদিল্লি, ১৪ মার্চ (হি. স.): নতুন নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের প্যানেলে দেশের প্রধান বিচারপতিকেও রাখা উচিত বলে মন্তব্য করলেন কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী। শিয়রে লোকসভা ভোট। তার আগে সদ্য নির্বাচন কমিশনারের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন অরুণ গোয়েল। এরপরই নতুন নির্বাচন কমিশনার নিয়োগে বৃহস্পতিবার বৈঠকে বসে প্যানেল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সেই প্যানেলে নির্বাচন কমিশনার হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে জ্ঞানেশ কুমার ও সুখবীর সিং সান্ধুর নাম। প্যানেলের বৈঠকের পর এই দাবি করেছেন অধীর চৌধুরী।

উল্লেখ্য, যে প্যানেল এই নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করে, সেখানে পদমর্যাদা অনুযায়ী থাকেন দেশের প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলনেতা সহ বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা। তবে এই প্যানেলে থাকেন না দেশের প্রধান বিচারপতি। তাঁকেও এই প্যানেলে রাখা উচিত বলে জোরালো সওয়াল করেছেন অধীর চৌধুরী। নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ নিয়ে নবগঠিত কমিটির এটাই বৈঠকই প্রথম। আর সেই বৈঠকে বিরোধী দলের নেতা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অধীর চৌধুরী। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন জ্ঞানেশ কুমার ও সুখবীর সিং সান্ধুর নাম নয়া নির্বাচন কমিশনার হিসাবে বাছা হয়েছে। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের কাছে কার্যত সরকারের উপরে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তিনি। বলেন, 'নাম আগেই ঠিক করা হয়ে গিয়েছে, আমাকে শুধু ডাকা হয়েছে আনুষ্ঠানিকতার জন্য।'

উল্লেখ্য, এখনও পর্যন্ত এই দুই নাম নিয়ে সরকারি তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়নি যে কারা হতে চলেছেন পরবর্তী নির্বাচন কমিশনার। এবার দেখার পালা যে অধীরের তরফে বলা এই দুই ব্যক্তিত্বই কি শেষমেশ হতে চলেছেন দেশের পরবর্তী নির্বাচন কমিশনার?

উত্তরাখণ্ড ইউসিসি বিলে স্বাক্ষর রাষ্ট্রপতির, সন্তোষ প্রকাশ পুষ্কর সিং ধামির

নয়াদিল্লি, ১৪ মার্চ (হি.স.): রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু উত্তরাখণ্ড অভিন্ন দেওয়ালি বিধি বিল ২০২৪-এ সই করেছেন। রাষ্ট্রপতির সইয়ের পর বিলটি আইনে পরিণত হয়েছে, বিলটি কার্যকর হলে উত্তরাখন্ড হবে দেশের প্রথম রাজ্য, যেখানে স্বাধীনতার পর বলবৎ হবে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি। এই বিলে বহুবিবাহ, হালাল, ইদ্দত ও তালিকার মতো প্রথায় ইতি টানা হয়েছে। পাশাপাশি সুনিশ্চিত করা হয়েছে, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, বিবাহের সম বয়স এবং উত্তরাধিকারের সমানাধিকারকে।

এক সোশ্যাল মিডিয়া বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি ইউসিসি বিল রাষ্ট্রপতি অনুমোদন করায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, রাজ্যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি আইন কার্যকর হলে সমস্ত নাগরিক সমান সুযোগ পাবেন। মহিলাদের ওপর অত্যাচারও নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। এই বিধি সম্প্রীতির পরিবেশ আরও ভালো করতে বড় ভূমিকা নেবে বলেও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এ প্রসঙ্গে উত্তরাখণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ত্রিবেন্দ্র সিং রাওয়াত বলেছেন, 'রাজ্যে এমন একটি আইন আনার জন্য আমি মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামিকে অভিনন্দন জানাতে চাই।'

বিজেপিতে যোগ দিলেন অমরিন্দরের স্ত্রী প্রীনীত কৌর, পদ্মশিবিরে ভাল ইনিংস হবে বলেই আশাবাদী

নয়াদিল্লি, ১৪ মার্চ (হি.স.): ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-তে যোগ দিলেন পঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দরের স্ত্রী প্রীনীত কৌর। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন কংগ্রেস থেকে সাসপেন্ড হওয়া এই সাংসদ। দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পদ্মশিবিরে যোগ দিয়েছেন প্রীনীত কৌর। পদ্মশিবিরে ভালো ইনিংস হবে বলেই আশাবাদী এই নেত্রী। প্রীনীত কৌর বলেছেন, 'আমি প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে আমার নির্বাচনী এলাকা, আমার রাজ্য এবং দেশের জন্য কাজ করব। কংগ্রেসের সঙ্গে আমার একটি ভাল ইনিংস ছিল এবং আমি আশা করছি আমি বিজেপির সঙ্গে আরও ভাল ইনিংস পাব।' তিনি কী ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন? এই প্রশ্নের উত্তরে প্রীনীত কৌর বলেছেন, 'এটি বিজেপির উপর নির্ভর করছে।'

কাবাব প্রস্তুতকারকের বিরুদ্ধে মামলা করলেন এমবাপে

প্যারিস, ১৪ মার্চ (হি.স.):ফ্রান্সের এক কাবাব প্রস্তুতকারকের বিরুদ্ধে এমবাপে মামলা করলেন। অনুমতি না নিয়ে স্যান্ডউইচে তার নাম ব্যবহার করার জন্য এমবাপে সেই প্রস্তুতকারকের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। কাবাব প্রস্তুতকারক সংস্থাটির মালিকের নাম মোহাম্মদ হেনি।

মোহাম্মদ হেনি তার "ক্লাব কাবাব" নামের দোকানে একটি স্যান্ডউইচে এমবাপের নাম ব্যবহার করেছেন। সেই স্যান্ডউইচের কথা বলতে গিয়ে তিনি রুটির উপরিভাগটা "এমবাপের মাথার খুলির মতো" বলেছেন।

ইতিমধ্যে হেনিকে 'কেএমএ" (এমবাপের মালিকাধীন কোম্পানি)-র পক্ষ থেকে চিঠি পাঠিয়েছেন এমবাপের আইনজীবী ডেলফাইন ভেরহেইডেন।

চিঠিতে তিনি লিখেছেন, অনুমতি ছাড়াই হেনি এই কাজ করেছেন। চিঠিতে বলা হয়েছে, হেনিকে আদালতে যাওয়ার আগে আগামী আট দিনের মধ্যে তাঁর খাদ্যতালিকা থেকে এমবাপের নাম সরিয়ে ফেলতে হবে।

ভারত সফরে এলেন ভুটানের প্রধানমন্ত্রী, বিমানবন্দরে উষ্ণ অভ্যর্থনা অশ্বিনী চৌবের

নয়াদিল্লি, ১৪ মার্চ (হি.স.): ভারত সফরে এলেন ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে, ৫ দিনের সফরে বৃহস্পতিবার দিল্লিতে এসেছেন ভুটানের প্রধানমন্ত্রী। দিল্লি বিমানবন্দরে তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী চৌবে। এরপর বিমানবন্দরের বাইরেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেন ভুটানের প্রধানমন্ত্রী। মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখে তিনি আনন্দ ব্যক্ত করেছেন।

আগামী ১৮ মার্চ পর্যন্ত ভারত সফরে থাকবেন ভুটানের প্রধানমন্ত্রী। দ্বিতীয়বার ভুটানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর এটিই তোবগের প্রথম বিদেশ সফর, তাও আবার ভারতে। এই সফরে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করবেন ভুটানের প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন।

অসম : কলিয়াবরে সিএএ-র বিরুদ্ধে ছাত্র ইউনিয়নের উত্তোলিত কালো পতাকা সরিয়েছে পুলিশ

নগাঁও (অসম), ১৪ মার্চ (হি.স.) : নগাঁও জেলার অন্তর্গত কলিয়াবরে জাতীয় নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ)-র বিরুদ্ধে অসমের প্রথমসারির ছাত্র ইউনিয়ন আসু-র উত্তোলিত কালো পতাকা সরিয়েছে দিয়েছে পুলিশ।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে কলিয়াবরের কুয়ারিটোল এলাকার রাস্তায় সারা অসম ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির কতিপয় সদস্য হাতে কালো পতাকা নিয়ে সিএএ প্রবর্তন মানছি না, মানবো না বলে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়ে এলাকার বাতাস ভারী করে দিচ্ছিলেন। স্লোগান দিতে দিতে এক সময় তারা মধ্য-রাস্তায় বাঁশের খুঁটিতে কালো পতাকা উত্তোলন করে বসেন। তখন পুলিশ ওই পতাকা নামিয়ে দিয়ে প্রতিবাদকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে।

এর পর রাজ্য পুলিশকে সরকার রাজনৈতিক কাজে ব্যবহার করছে বলে অভিযোগ করে বক্তব্য পেশ করেছেন প্রতিবাদকারী ছাত্র ইউনিয়নের নেতা।

কৃষক দিবসে শুভেচ্ছা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ১৪ মার্চ (হি.স.): বৃহস্পতিবার কৃষক দিবসে শুভেচ্ছা জানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন, "কৃষক দিবসে সকল কৃষক ভাইবোন ও তাঁদের পরিবারকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। নন্দীগ্রামে কৃষিজমি আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে প্রতিবছর এই দিনটিকে আমরা 'কৃষক দিবস' হিসেবে পালন করি।'

মুখ্যমন্ত্রী শুভেচ্ছা বার্তায় জানান, "আমাদের কৃষকরা আমাদের অন্নদাতা, আমাদের গর্ব। তাঁদের প্রতিটি প্রয়োজনে আমরা তাঁদের পাশে থাকি। 'কৃষকবন্ধু (নতুন)' প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা থেকে শুরু করে ন্যায্য মূল্যে বিক্রি, শস্য বিমার যাবতীয় খরচ বহন করা থেকে শুরু করে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে আর্থিক সহায়তা, কৃষকের অকাল মৃত্যুতে কৃষক পরিবারের পাশে দাঁড়ানো থেকে শুরু করে কৃষক পেনশন প্রদান, ১৮৬টি 'কিষাণ মান্ডি' চালু করা থেকে শুরু করে বিনামূল্যে কৃষি যন্ত্র প্রদান — সবকিছুই আমরা করেছি। আগামীদিনেও আমরা এভাবেই আমাদের কৃষকদের পাশে থাকবো।"ন

মমতার 'রাষ্ট্রদ্রোহিতা', কটাক্ষ অমিত মালব্যর

কলকাতা, ১৪ মার্চ, (হি.স.) : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রাষ্ট্রদ্রোহিতা'কে কটাক্ষ করলেন বিজেপি-র তরফে পশ্চিমবঙ্গের সহ পর্যবেক্ষক অমিত মালব্য। বৃহস্পতিবার অমিতবাবু এক্স হ্যান্ডলে মমতার সংশ্লিষ্ট বক্তৃতার ভিডিও দাখিল করে লিখেছেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি বিবৃতিতে দাবি করেছেন যে আফগানিস্তান ভারতের সঙ্গে সীমান্ত ভাগ করে না। সংবিধানের শপথ নিয়েছেন, একটি সীমান্ত রাজ্যের একজন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর ভারতের সরকারী সীমান্তকে স্বীকৃতি না দেওয়া কেবল সমস্যাযুক্ত নয়, রাষ্ট্রদ্রোহিতা। এটি করে, তিনি কাশ্মীরের কিছু অংশে পাকিস্তানের অবৈধ দাবিকে বৈধতা দিচ্ছেন।

পঞ্জাবে ৮ জন লোকসভা প্রার্থীর নাম ঘোষণা আম আদমি পার্টির

পঞ্জাব, ১৪ মার্চ (হি. স.): পঞ্জাবে লোকসভা ভোটের প্রার্থী ঘোষণা করে দিলো আম আদমি পার্টি (এএপি)। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের জন্য ৮ জন প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে আম আদমি পার্টির তরফে।

এই প্রার্থী তালিকা অনুযায়ী, অমৃতসর থেকে প্রার্থী হয়েছেন কুলদীপ সিং ধালিওয়াল, খাদুর সাহিব থেকে লালজিত সিং ভুল্লার, জলন্ধর থেকে সুশীল কুমার রিংকু, ফতেগড় সাহিব থেকে গুরপ্রিত সিং জিপি, ফরিদকোট থেকে করমজিৎ অনমোল, ভাটিন্ডা থেকে গুরমিত সিং খুদিয়ান, সাংরুর থেকে গুরমিত সিং মিট হায়ের এবং পাটিয়ালা থেকে প্রার্থী হয়েছেন ডা বলবীর সিং।

হোলিতে পূর্ব রেলের ৬টি বিশেষ ট্রেন

কলকাতা, ১৪ মার্চ (হি.স.): হোলিতে ৬টি বিশেষ ট্রেন চালাবে পূর্ব রেল। এর ফলে বাড়তি ষোলো হাজার যাত্রী রেলে যাত্রা করতে পারবেন। ট্রেনগুলি চলবে শিয়ালদহ-গোরক্ষপুর, শিয়ালদহ-গয়া, শিয়ালদহ-পুরী, কলকাতা-জয়নগর, মালদহ-আনন্দবিহার, মালদহ-বালসাদের মধ্যে। শিয়ালদহ থেকে গোরক্ষপুরের ট্রেনটি ২২ মার্চ সন্ধে সওয়া ৬'টায় ছাড়বে।

ওই স্টেশন থেকে গয়ার ট্রেনটি ছাড়বে ২৪ মার্চ রাত সওয়া ন'টার সময়ে। একই স্টেশন থেকে পুরীর ট্রেনটি ছাড়বে ২৮ মার্চ রাত ১ ১.৫০ মিনিটে। কলকাতা থেকে জয়নগরের ট্রেনটি ছাড়বে ২২ মার্চ রাত ১১.৫৫ মিনিটে। ২৫ মার্চ সকাল সাড়ে ন'টার সময় মালদহ থেকে ছাড়বে আনন্দ বিহারের ট্রেনটি। মালদহ থেকে বালসাদের ট্রেনটি ছাড়বে ২৪ ও ৩১ মার্চ সকাল সাড়ে ন'টার সময়।

চারমাস পর অধিনায়ক হয়ে দলে ফিরলেন রশিদ খান

কাবুল, ১৪ মার্চ (হি.স.): আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে আফগানিস্তানের অধিনায়ক হয়ে টি-টোয়েন্টির সিরিজে ফিরলেন রশিদ খান। উল্লেখ্য, গত বছর ওয়ানডে বিশ্বকাপে আহমেদাবাদে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ম্যাচের পর থেকেই ইনজুরির কারণে মাঠের বাইরে ছিলেন রশিদ খান।

রশিদ খান ফেরায় স্বস্তিতে গুজরাট টাইটানসও। আইপিএলে ২৪ মার্চ গুজরাট নিজেদের প্রথম ম্যাচেই মুখোমুখি হবে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের শুক্রবার শুরু হচ্ছে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচ। আজ দল ঘোষণা করেছে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। আফগানিস্তান স্কোয়াডে আছে: রশিদ খান (অধিনায়ক), ইবরাহিম জাদরান, রহমানউল্লাহ গুরবাজ, সেদিকুল্লাহ আতাল, ইজাজ আহমাদজাই, ইবরাহিম রাহিমি, মোহাম্মদ নবি, নানজিয়ালাই খারোটি, আজমতউল্লাহ ওমরজাই, নুর আহমদ, মুজিব-উর রহমান, ওয়াফাদার মোমান্দ, ফরিদ আহমেদ মালিক, নাভিন উল হক ও ফজলহক ফারুকি।

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA : TRIPURA
PNIe-T-NO:18/DIV-II/AMC/2023-24 Dated : 13/03/2024
The Executive Engineer, PW DIV-I, AMC on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC Invites online percentage rate bids, on open bidding format for the following works:

Sl No.	DNIeT No	Estimated Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	DNIe-T No. 26/DIV-II/AMC/2023-24	Rs. 6,89,529.00	Rs. 13,791.00	60(Sixty) Days
2	DNIe-T No. 27/DIV-II/AMC/2023-24	Rs. 6,46,988.00	Rs. 12,940.00	60(Sixty) Days
3	DNIe-T No. 28/DIV-II/AMC/2023-24	Rs. 36,23,398.00	Rs. 72,468.00	90(Ninety) Days

Last date and time for document downloading / bidding : 19/03/2024 at 14.00 Hrs/ 15.00 Hrs.
Other necessary details information can be seen in the office hours of the undersigned.
Bid forms and other details can be obtained from website: https://tripuratenders.gov.in
Executive Engineer,
Division No-II,
Agartala Municipal Corporation

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA : TRIPURA
NOTICE INVITING e-Tender
PNIe-T-NO:14/DIV-I/AMC/2023-24 Dated : 12/03/2024
The Executive Engineer, PW DIV-I, AMC on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC Invites online percentage rate bids, on open bidding format for the following works:

Sl No.	DNIeT No	Estimated Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	D.N.I.E. T No. 50/EE/DIV-I/ AMC/2023-24	Rs. 6,14,478	Rs. 12,290	30(Thirty) Days
2	D.N.I.E. T No. 51/EE/DIV-I/ AMC/2023-24	Rs. 6,70,790	Rs. 13,416	30(Thirty) Days
3	D.N.I.E. T No. 52/EE/DIV-I/ AMC/2023-24	Rs. 7,28,127	Rs. 14,563	45(Forty Five) Days
4.	D.N.I.E. T No. 52/EE/DIV-I/ AMC/2023-24	Rs. 9,69,318	Rs. 19,386	45(Forty Five) Days
5.	D.N.I.E. T No. 53/EE/DIV-I/ AMC/2023-24	Rs. 13,65,529	Rs. 27,311	60(Sixty) Days

1. Last date and time for document downloading/bidding: 26/03/2024 at 14.00 Hrs/ 15.00 Hrs.
2. Time and date of opening of bid : 26/03/2024 at 16.00 Hrs (if possible)
3. Bid forms and other details can be obtained from website : https://tripuratenders.gov.in

Executive Engineer,
PW Division-I
Agartala Municipal Corporation

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA : TRIPURA
NOTICE INVITING e-Tender
PNIe-T-NO:13/DIV-I/AMC/2023-24 Dated : 11/03/2024
The Executive Engineer, PW DIV-I, AMC on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC Invites online percentage rate bids, on open bidding format for the following works:

Sl No.	DNIeT No	Estimated Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	D.N.I.E. T No. 48/EE/DIV-I/ AMC/2023-24	Rs. 28,09,526	Rs. 56,191	60(Sixty) Days
2	D.N.I.E. T No. 48/EE/DIV-I/ AMC/2023-24	Rs. 4,85,355	9,707	45(Forty Five) Days

1. Last date and time for document downloading/bidding: 26/03/2024 at 14.00 Hrs/ 15.00 Hrs.
2. Time and date of opening of bid : 26/03/2024 at 16.00 Hrs (if possible)
3. Bid forms and other details can be obtained from website : https://tripuratenders.gov.in

Executive Engineer,
PW Division-I
Agartala Municipal Corporation

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA : TRIPURA
NOTICE INVITING e-Tender
PNIe-T-NO:12/DIV-I/AMC/2023-24 Dated : 07/03/2024
The Executive Engineer, PW DIV-I, AMC on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC Invites online percentage rate bids, on open bidding format for the following works:

Sl No.	DNIeT No	Estimated Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	D.N.I.E. T No. 39/EE/DIV-I/ AMC/2023-24	Rs. 61,97,477	Rs. 1,23,950	60(Sixty) Days
2	D.N.I.E. T No. 40/EE/DIV-I/ AMC/2023-24	Rs. 7,05,184	Rs. 14,104	30(Thirty) Days
3	D.N.I.E. T No. 41/EE/DIV-I/ AMC/2023-24	Rs. 7,39,578	Rs. 14,792	30(Thirty) Days
4.	D.N.I.E. T No. 42/EE/DIV-I/ AMC/2023-24	Rs. 1,45,58,186	Rs. 2,91,164	90(Ninety) Days
5.	D.N.I.E. T No. 43/EE/DIV-I/ AMC/2023-24	Rs. 1,45,62,402	Rs. 2,91,248	90(Ninety) Days
6.	D.N.I.E. T No. 44/EE/DIV-I/ AMC/2023-24	Rs. 2,93,664	Rs. 5,873	30(Thirty) Days
7.	D.N.I.E. T No. 45/EE/DIV-I/ AMC/2023-24	Rs. 2,93,664	Rs. 5,873	30(Thirty) Days
8.	D.N.I.E. T No. 46/EE/DIV-I/ AMC/2023-24	Rs. 10,71,470	Rs. 21,429	45(Forty Five) Days
9.	D.N.I.E. T No. 47/EE/DIV-I/ AMC/2023-24	Rs. 20,44,509	Rs. 40,890	60(Sixty) Days

1. Last date and time for document downloading/bidding: 20/03/2024 at 14.00 Hrs/ 15.00 Hrs.
2. Time and date of opening of bid : 20/03/2024 at 16.00 Hrs (if possible)
3. Bid forms and other details can be obtained from website : https://tripuratenders.gov.in

Executive Engineer,
PW Division-I
Agartala Municipal Corporation

শীর্ষ নেতৃত্ব

● প্রথম পাতার পর

লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীদের পরাস্থ করতে দুটি আসনেই সিপিআইএম ও তার সহযোগী দলকে জয়যুক্ত করতে হবে।

এদিকে শাসক দল বিজেপি পূর্ব ত্রিপুরা সংরক্ষিত আসনে বহি:রাজ্যের একজন মহিলাকে লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী করায় সমালোচনায় মুখর হলেন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী।

প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক বলেন যে তিপ্রাসাদের সংস্কৃতি, ভাষা জানেন না এবং ককবরক ভাষায় কথা বলতে পারেন না, রাজ্যের মাটি ও জলের গন্ধও জানেন না, তার সাথে আরেকজনকে প্রার্থী করা হয়েছে। লোকসভার পূর্ব ত্রিপুরা আসনের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী কৃতি সিং -কে কটাক্ষ করে এই কথা বললেন সি.পি.আই.এম রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী।

আগরতলা ওরিয়েন্ট চৌমুহনী এলাকায় রাজ্যের যুবকদের স্বার্থে কর্মসংস্থান ও নেশার বিরুদ্ধে ডি ওয়াই এফ আই এবং টি ওয়াই এফের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত জমায়েতে বক্তব্য রেখে জিতেন্দ্র চৌধুরী লোকসভা পশ্চিম আসনের মনোনীত বিজেপি প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেবকে কাঠগড়ায় তুলে আরো বলেন, ২০১৮ সালের আগে মোদী এবং অমিত শাহের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি নিয়ে যে উড়ে এসে জুড়ে বসেছিল তার সাথে এবার আরো একজনকে সংযুক্ত করা হয়েছে। তিনি হলেন কৃতি সিং দেববর্মা।

তাঁর কথায়, পশ্চিম আসনের মনোনীত প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন অবস্থায় গণতান্ত্রিক অধিকারকে রাজ্যে তছনছ করে ফ্যাসিস্ট সুলভ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল। এবং তিনি দাবি করেছিলেন দীর্ঘ ২৫ বছর মুখ্যমন্ত্রী পদে থাকবেন। তারপর তাকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তাকে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছেন।

লোকসভা নির্বাচনে আগে সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাকে রাজ্যে এসে বলতে হবে কি কারনে বিপ্লব কুমার দেবকে আগে মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে সরানো হয়েছিল। নাহলে মানুষ মুখ্য জবাব দিতে প্রস্তুত হয়ে আছে।

শ্রী চৌধুরী এদিন সরকারকে কাঠগড়ায় তুলে বলেন, আসন্ন লোকসভা নির্বাচন প্রহসন করার জন্য চেষ্টা করবে বিজেপি। দেশের হাজার হাজার কোটি কালো টাকা নিয়ে দেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় দুর্নীতিবাজ দল হলেন ভারতীয় জনতা পার্টি। এটা দেশের সর্বোচ্চ আদালতের নির্বাচনী বন্ড নিয়ে শুনানিতে প্রমাণিত হয়ে গেছে। আর এই দুর্নীতিবাজ সরকার ত্রিপুরা রাজ্যেও চলছে।

আসন্ন লোকসভা নির্বাচন এই দুর্নীতিবাজ ও কমিশন খোড়দের বিরুদ্ধে লড়াই করার মস্ত বড় সুযোগ বলে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন তিনি। আরো বলেন ভারতীয় জনতা পার্টি জনগণ বিরোধী। তাদের রাজ্যের দুটি আসন থেকে পরাজিত করতে হবে। তাদের দুটি আগাছা তিপরা মথা এবং আইপিএফটি- কে সরাতে হবে। এবং বিজেপি -কে পরাজিত করতে পারলে দায়িত্ব শেষ হবে বলে বার্তা দেন জিতেন্দ্র চৌধুরী।

তিনি আরো বলেন, প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ জনজাতিদের বলেছিলেন গ্রেটার তিপরাল্যান্ড না হলে কোন আলোচনা বা কোন চুক্তিতে যাবেন না। কিন্তু আজকে দিনের ভোরের আলোর মত পরিষ্কার দাবি গুলি বিন্দু বিসর্গও নেই। এভাবেই তীব্র সমালোচনার ঝড় তুলেন জিতন্দ্র চৌধুরী।

রায় বর্মনের

● প্রথম পাতার পর

সিএএ-কে সমর্থন করে না। তাঁর কথায়, জনজাতির এতো বোকা নয়। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে তাঁরা উপযুক্ত জবাব দেবেন। এদিন তিনি তিপ্রাসাদের কংগ্রেসে যোগদান করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। কংগ্রেসের হাতকে শক্তিশালী করে তুলতে একত্রে লড়াই করতে মাঠে নামার জন্য জনজাতিদের আহ্বান করেছেন তিনি।

তাঁর দাবি, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর থাকাকালীন বিপ্লব কুমার দেবের রাজত্বে ত্রিপুরায় সন্ত্রাসের রাজত্ব ছিল। তৎকালীন সময়ে আইন শৃঙ্খলা তলানিতে ছিল। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডাঃ) মানিক সাহার আমলে আইন শৃঙ্খলা অনেকটাই পরিবর্তন হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আগামী দু'বছরে ভারতের প্রতিরক্ষা রফতানি ৪০ হাজার কোটি টাকায় পৌঁছাবে: কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর

নয়াদিল্লি, ১৪ মার্চ।। সরকার আত্মরক্ষামূলক ক্ষমতা বাড়াতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। একথা বলেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। তিনি জানান, ভারতের প্রতিরক্ষা উৎপাদন আজ ১ লক্ষ কোটি টাকা এবং প্রতিরক্ষা রপ্তানির পরিমাণ ১৬ হাজার কোটি টাকার। আগামী দু''বছরে এই রফতানি মূল্য ৪০ হাজার কোটি টাকায় উন্নীত হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

মন্ত্রী আরও বলেন, যুদ্ধ যে কোনও দেশের জন্যই ধ্বংসাত্মক এবং চারবার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া ভারতের চেয়ে আর কোনও দেশই এটি ভাল জানে না। আজ নয়াদিল্লিতে একটি বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্যের পুনরুচ্চারণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এটা যুদ্ধের সময় নয়, বরং আলোচনা ও ফলাফলের সময়।

মন্ত্রী আরও বলেন, ইসরায়েল একটি জাতি হিসাবে কঠিন পরিস্থিতিতে টিকে আছে এবং তা সত্বেও সহনশীলতার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে উঠেছে এবং এটি এমন একটি দেশ যে উদ্ভাবনে নেতৃত্ব দিচ্ছে। তিনি বলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হলোকাস্টের ভয়াবহতা কাটিয়ে উঠে আজ ইসরায়েল এমন একটি দেশ যে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

সম্পন্ন করা যাবে। এতে বাইরে চা নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে পরিবহন খরচ আর লাগবেনা। তিনি বলেন, প্রতিবছর ভাল পরিমাণ চা পাতা রাজ্যেই উৎপাদিত হয়। দেশের মধ্যে চা পাতা উৎপাদনে রাজ্যের স্থান পঞ্চম। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের বর্তমান সরকার চা শিল্পের উন্নয়নে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েছে। চা শ্রমিকদের বেতন ভাতা বৃদ্ধি করে এখন দৈনিক ১৭৬ টাকা করা হয়েছে। চা শ্রমিকদের ২ গণ্ডা করে বসবাস করার জন্য জমি দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে বর্তমান সরকার। এখন পর্যন্ত ২ হাজার ৮৭৭ জন শ্রমিককে ২ গণ্ডা করে জমির পাট্টা বিতরণ করা হয়েছে। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে চায়ের উপর পাঠ্যক্রম চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের উৎপাদিত পণ্যের উপর ভিত্তি করে শিল্প কারখানা গড়ে তুলতে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলছে এই সরকার। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের বাঁশ এবং রাবার ভিত্তিক শিল্পের বিভিন্ন দিকের কথা তুলে ধরেন। প্রধানমী নরেন্দ্র মোদির মার্গ দর্শনে ত্রিপুরার চা আগামী দিনে রাজ্যকে আত্মনির্ভরতা এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথ দেখাবে বলে মুখ্যমী আশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্তনা চাকমা বলেন, রাজ্যের জন্য আজ এক উল্লেখযোগ্য দিন। রাজ্যে ভারতের ৮ম চা-নিলাম কেন্দ্রের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হল। এই নিলাম কেন্দ্র গড়ে উঠলে চা শিল্পের সঙ্গে যারা যুক্ত রয়েছেন তারা উপকৃত হবেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মার্গ দর্শনে আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার উদ্যোগ নিয়েছে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্তে বলেন, রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টায় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির ফলে এই চা নিলাম কেন্দ্র স্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে। এই কেন্দ্র চালু হলে চা চাষিরা যেমন উপকৃত হবেন, তেমনি রাজ্যও অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হবে। পাশাপাশি রাজ্যের চায়ের মর্যাদাও বৃদ্ধি পাবে। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের চেয়ারম্যান সমীর রঞ্জন ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজমদার, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধিকর্তা বিশ্বশ্রী বি. প্রমুখ।

লিখন

● প্রথম পাতার পর

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিজেপি সরকার সমাজের অন্তিম ব্যক্তির পর্যন্ত সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দিচ্ছেন। তাই সাধারণ মানুষ আগামী লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির পক্ষেই নিজেদের মতামত প্রকাশ করবেন। আগামী লোকসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদী পুনরায় বিপুল জনসমর্থন নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন মহিলা মোর্চার প্রদেশ সভানেত্রী মিমি মজুমদার।

রক্তাক্ত স্বামী

● প্রথম পাতার পর

সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে তার শ্বশুরবাড়ির লোকজনকে জানায়। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি। একই অবস্থা বুধবারেও দেখার পর সে প্রতিবাদ করে।

প্রতিবাদ করায় মান্নানের শ্বশুড় বাড়ীর আত্মীয় পরিজন মিলে মান্নানের উপর প্রাণঘাতি আক্রমন করে, যাতে রক্তাক্ত হয় সে।

স্থানীয়রা ঘটনা টের পেয়ে এগিয়ে আসে এবং গুরুতর আহত অবস্থায় মান্নানকে প্রথমে বরপাথরি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায়। সেখান থেকে বিলোনীয়া হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয় চিকিৎসক। বিলোনিয়া হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক মান্নানের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তৎক্ষনাত তাকে দক্ষিন জেলা হাসপাতাল শান্তিরবাজারে রেফার করা হয়। অভিযোগ দেলো মিয়া, আলিয়ার শপ, সুমন মিয়া মিলে মান্নানকে প্রাণে মারার চেষ্টা করে। এদিকে মান্নানের পরিবারের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার সকালে থানায় মামলা দায়ের করা হয় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে। পুলিশ ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে।

মন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

প্রকল্পে কাজ করে যাচ্ছে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে। যাতে দেশ শক্তিশালী হয়। তিনি পূর্বতন সরকারের সমালোচনা করে বলেন আগে মানুষ সরকারী ঘর পেয়েছিলো মাত্র ৭২ হাজার। আর দুই বারের বিজেপি সরকারের আমলে ঘর পেয়েছে ৪ লক্ষ ২৯ হাজার। সরকার এতো সুবিধা দেবার পরেও যদি কেও গরীব থাকেন তাহলে তা খুবই দুঃখজনক বলে রতন নাথ উল্লেখ করেন। তিনি বলেন ঘর বন্টনের যে দুই আমলে এমন তারতম্য তার জবাব কে দেবেন? তিনি বলেন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার অন্ন বস্ত্র বাসস্থান এর ব্যবস্থা করতে সদাই সচেষ্ট। তিনি বলেন সব সম্পদ একত্র করেও কোন লাভ হবে না যদি না মহিলা, কৃষক, দরিদ্র এবং যুবক দের স্বনির্ভর করা যায়। সরকার সেই দিকে তাকিয়েই কাজ করছে। রতন নাথ বলেন সরকার তথা দেশের প্রধানমন্ত্রী মানুষ কে আত্মনির্ভর হবার পথ দেখিয়ে সুযোগ করে দিয়েছেন। সারা রাজ্যে এই ধরণের মার্কেট স্টল বানাতে এখন পর্যন্ত ১৬৭ কোটি ১১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে বলে মন্ত্রী জানান। আগের আমলে যে খরচ ছিলো মাত্র ২০ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা। তিনি মানুষ কে ফারাক টা অনুধাবন করতে বলেন। তিনি বলেন সরকারের মূল উদ্দেশ্য আত্মনির্ভর ও স্বনির্ভর ত্রিপুরা গঠন করা। তিনি বলেন রাজ্যে এই ধরণের ৫৫৪ টি কৃষি মার্কেট রয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন দপ্তরের অধিকর্তা শরদিন্দু দাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ব্লক চেয়ারম্যান সোমেন গোপ, ভাইস চেয়ারম্যান রাজীব পাল, ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান ইন্দ্রানী দেববর্মা, সমাজ কর্মী পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য, কল্যাণপুর কৃষি তত্বাবধায়ক রূপক রায় প্রমুখ। বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী তার ভাষণে বিগত বাম সরকার কে তীব্র আক্রমণ করে বলেন কল্যাণপুর কে এরা সন্ত্রাস আর রক্তের আঁতুর ঘর বানিয়ে রেখেছিলো। ভয়ে কেও কল্যাণপুর আসতে চাইতো না। ২০১৮ সালের পর থেকে দুই বারের বিজেপি সরকারের আমলে এর আমূল বদল ঘটেছে। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের জনমুখী প্রকল্পের সুবিধা পেয়ে আজ কল্যাণপুর বদলে গেছে। উপকৃত হয়েছে বহু মানুষ। সরাসরি বাম আমলের নাম করে তিনি বলেন এরা কল্যাণপুর কে ধ্বংস করে দিয়েছিলো। আর এখন একের পর এক জনকল্যাণকামী প্রকল্পের উদ্বোধন হচ্ছে। তার দাবি সবচেয়ে বেশী কাজ হয়েছে কল্যাণপুর বিধানসভা কেন্দ্রে। তিনি বলেন পরিকল্পনা থেমে নেই। আরও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে যা অচিরেই বাস্তবে রূপ নেবে। মন্ত্রী রতন লাল নাথ কে মহান ব্যক্তি বলে সম্বোধন করে বিধায়ক বলেন কিভাবে কল্যাণপুরের আরও বেশী উন্নয়ন করা যায় তা তিনি ভাবছেন।

হোলির মরশুমে এনএফ রেলের আরও পাঁচ জোড়া হোলি স্পেশাল ট্রেন

গুয়াহাটি, ১৪ মার্চ (হি.স.) : হোলি উৎসবের সময় যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস লক্ষ্যে উত্তরপূর্ব সীমান্ত (এনএফ) রেলওয়ে আরও পাঁচ জোড়া স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্তগ্রহণ করেছে। এই স্পেশাল ট্রেনগুলি শিয়ালদহ-জাগিরোড-শিয়ালদহ, নিউ তিনসুকিয়া-জয়নগর-নিউ তিনসুকিয়া এবং উদয়পুর-কাটিহার-উদয়পুরের মধ্যে প্রত্যেকটিতে দুই ট্রিপের জন্য চলাচল করবে। অন্যদিকে, হাপা-নাহরলাগুন-হাপা এবং রাঁচি-পুর্নিয়া-রাঁচির মধ্যে প্রত্যেকটিতে একটি ট্রিপের জন্য এই হোলি স্পেশাল ট্রেনগুলি চলাচল করবে।আজ বৃহস্পতিবার উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে এক প্রেস বিবৃতির মাধ্যমে এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিয়ে জানান, স্পেশাল ট্রেন নম্বর ০৩১০৫ শিয়ালদহ-জাগিরোড ১৫ এবং ২২ মার্চ ০৯.০০ ঘণ্টায় শিয়ালদহ থেকে রওয়ানা দিয়ে পরের দিন ০৬.৩০ ঘণ্টায় জাগিরোড পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেন নম্বর ০৩১০৬ জাগিরোড-শিয়ালদহ ১৬ এবং ২৩ মার্চ ১৩.০০ ঘণ্টায় জাগিরোড থেকে রওয়ানা দিয়ে পরের দিন ১৩.০০ ঘণ্টায় শিয়ালদহ পৌঁছবে। এছাড়া ট্রেন নম্বর ০৫৯৭৪ নিউ তিনসুকিয়া-জয়নগর ১৯ এবং ২৬ মার্চ ০৫.০০ ঘণ্টায় নিউ তিনসুকিয়া থেকে রওয়ানা দিয়ে পরের দিন ০৯.৩০ ঘণ্টায় জয়নগর পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেন নম্বর ০৫৯৭৩ জয়নগর-নিউ তিনসুকিয়া ২০ এবং ২৭ মার্চ ১২.১০ ঘণ্টায় জয়নগর থেকে রওয়ানা দিয়ে পরের দিন ২১.০০ ঘণ্টায় নিউ তিনসুকিয়া পৌঁছবে। ট্রেন নম্বর ০৯৬২৩ উদয়পুর-কাটিহার ১৯ এবং ২৬ মার্চ (মঙ্গলবার) ১৬.০৫ ঘণ্টায় উদয়পুর থেকে রওয়ানা দিয়ে বৃহস্পতিবার ০২.৪৫ ঘণ্টায় কাটিহার পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেন নম্বর ০৯৬২৪ কাটিহার-উদয়পুর ২১ এবং ২৮ মার্চ বৃহস্পতিবার ১৫.০০ ঘণ্টায় কাটিহার থেকে রওয়ানা দিয়ে শনিবার ০৪.১৫ ঘণ্টায় উদয়পুর পৌঁছবে।ট্রেন নম্বর ০৯৫২৫ হাপা-নাহরলগুন স্পেশাল বুধবার, ২০ মার্চ ০০.৪০ ঘণ্টায় হাপা থেকে রওয়ানা দিয়ে শুক্রবার ১৬.০০ ঘণ্টায় নাহরলগুন পৌঁছবে। একইভাবে ট্রেন নম্বর ০৯৫২৬ নাহরলগুন-হাপা শনিবার, ২৩ মার্চ ১০.০০ ঘণ্টায় নাহরলাগুন থেকে রওয়ানা দিয়ে মঙ্গলবার ০০.৩০ ঘণ্টায় হাপা পৌঁছবে।ট্রেন নম্বর ০৮৮৪৯ রাঁচি-পুর্নিয়া স্পেশাল শনিবার, ২৩ মার্চ ০৫.৩০ ঘণ্টায় রাঁচি থেকে রওয়ানা দিয়ে একইদিনে ২১.০০ ঘণ্টায় পুর্নিয়া পৌঁছবে। একইভাবে ট্রেন নম্বর ০৮৮৫০ পুর্নিয়া-রাঁচি ২৩ মার্চ শনিবার ২৩.৫৫ ঘণ্টায় পুর্নিয়া থেকে রওয়ানা দিয়ে পরের দিন ১৪.২৫ ঘণ্টায় রাঁচি পৌঁছবে।এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি-র ওয়েবসাইটে উপলব্ধ এবং বিভিন্ন সংবাদপত্রে ও উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রা শুরু করার আগে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানিয়েছেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে।

বামেদের সঙ্গে আলোচনা চলছে, যেখানে ওরা শক্তিশালী, ওরা লড়বে", দাবি অধীরের

নয়াদিল্লি, ১৪ মার্চ (হি.স.): বাংলার ৪২ আসনে লড়াই করার ক্ষমতা নেই কংগ্রেসের, মানছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী। বৃহস্পতিবার তিনি জানান, আসন রফা নিয়ে বামেদের সঙ্গে আলোচনা চলছে। যেখানে ওঁরা শক্তিশালী, ওঁরা লড়বে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের জন্য ইতিমধ্যেই দুই দফায় প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব। তবে বাংলার কোনও আসনে এখনও প্রার্থী ঘোষণা করা হয়নি কংগ্রেসের তরফে। এদিকে বাংলার জন্য বৃহস্পতিবারই প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে দিয়েছে বামেরা। আর এরপরই দিল্লি থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বলে দিলেন, 'আমাদের ক্ষমতা নেই ৪২টি আসনে লড়াই করার।' লোকসভা ভোটের জন্য প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে দিয়েছে বামেরা। বৃহস্পতিবার প্রথম দফায় ১৬ আসনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু। প্রথম দফার ১৬ আসনের মধ্যে নাম নেই বহরমপুরের। বামেরা স্পষ্ট করে দিয়েছে, কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনার পথ এখনও খোলা রাখতে চাইছে তারা। কংগ্রেসের জন্য আরও কয়েকদিন অপেক্ষা করতে চায় বামেরা। কংগ্রেস কথা বলতে চাইলে, বা আলোচনায় বসতে চাইলে রাজি বামফ্রন্ট। বিমান বসুদের অবস্থান স্পষ্ট, কংগ্রেস বাস্তব ভিত্তি নিয়ে কথা বললে, বামেরা কংগ্রেসের সঙ্গে কথা বলবে। বামেদের প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পরপরই দিল্লি থেকে সাংবাদিক বৈঠকে বসেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী। বর্তমানে বাংলায় কংগ্রেসের দুটি আসন রয়েছে লোকসভায়। এক অধীরবাবুর বহরমপুর। দ্বিতীয়, মালদা দক্ষিণ। সেখানে বিদায়ি সাংসদ বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা আবু হাসেম খান চৌধুরী ওরফে ডালুবাবু। প্রথম দফায় এই দু'টি আসনেই কোনও প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেনি বামেরা। জোটের দরজা এখনও খুলে রেখেছেন বিমান, সেলিমরা। বামেদের এদিনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর অধীরবাবু বলেন, 'বামেরা যে সব আসনে প্রার্থী দিয়েছে, তাতে আমাদের সমস্যা হওয়ার কথা নয়। আমাদের ক্ষমতা নেই ৪২ টি আসনে লড়াই করার।'

ভাঁওতাবাজ, "ডেইলি প্যাসেঞ্জারি শুরু করেছেন', মোদীকে তোপ অভিষেকের

জলপাইগুড়ি, ১৪ মার্চ (হি.স.): বিজেপি নেতারা ভোট চাইতে এলে কী করতে হবে, ময়নাগুড়ির সভা থেকে সাধারণ মানুষকে তা জানিয়ে দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সঙ্গে অভিযোগ করেন, তিন বছর পর মিথ্যে ভাঁওতাবাজি করতে মোদীজি আবার ডেইলি প্যাসেঞ্জারি শুরু করেছেন। অভিষেকের কথায়, 'মিথ্যে কথা বলে টুপি পরিয়ে কেউ যদি একটা জিনিস বিক্রি করে চলে যায়, পরে আবার একই মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিতে আসে, আপনি কি করবেন? কী করা উচিত? ভিড় থেকে জবাব আসে, 'বেঁধে রাখব।'

এবার অভিষেক বলেন, '১৯ এর লোকসভায়, ২১ এর একাধিক বিধানসভায় উত্তরবঙ্গে বিজেপিকে আপনারা জিতিয়েছিলেন। প্রতিদানে গত ৩ বছরে বাংলার ১০০ দিনের টাকা, আবাসের টাকা আটকে রেখেছে। টাকা যাতে না দেওয়া হয়, তার জন্য বাংলার বিজেপি নেতারা দিল্লিতে দরবার করছেন। আর তিন বছর পর মিথ্যে ভাঁওতাবাজি করতে মোদীজি আবার ডেইলি প্যাসেঞ্জারি শুরু করেছেন। জবাব চাইবেন না?'খানিক থেমে জবাবও দিয়েছেন অভিষেক নিজেই, 'এদের তো বেঁধে রেখে গণতান্ত্রিকভাবে জবাব চাওয়া উচিত।' জনতার উদ্দেশে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক জানতে চান, 'আপনারা কার সঙ্গে থাকবেন, যে রেশন দিচ্ছে না ভাষণ? দিদি না মোদী?' জনতার উচ্ছ্বাস দেখে বক্তব্য শেষে অভিষেকের ঘোষণা, 'খুঁটি পুজোটা আজ করে দিয়ে গেলাম, বিসর্জনটা মে মাসের শেষে করব!' অভিষেকের ভাষণের ফাঁকে ২ দফায় মোট ১৮ মিনিটের দুটি ভিডিও দেখানো হয়। সেখানে বাংলার উন্নয়নের টাকা কেন্দ্র আটকে রাখার বিষয়ে বাংলার বিজেপি নেতারা কে কী বলছেন, গত লোকসভা ভোটের প্রচারে এসে মোদী কী কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা দেখানো হয়। পাশাপাশি ধূপগুড়িকে মহকুমা করার যে প্রতিশ্রুতি অভিষেক দিয়েছিলেন, তাও জনগণকে দেখানো হয়। অভিষেক বলেন, '৩ হাজার কোটি টাকা খরচ করে রাম মন্দির হয়েছে, অথচ আপনি বাড়ির ছাদের টাকা পাননি। প্রচারে বিজেপির নেতারা রাম মন্দিরের কথা বলছেন। এদিকে ৮০ টাকার আদা ৪৩০ টাকা, ৫০ টাকার পেট্রল ১০২ টাকায় পৌঁছেছে। এর জবাব কে দেবে। রামমন্দির করেছে বলে ভোট দিতে হবে? ভোট দেবেন নিজের অধিকার দেখে।

'ভোট পেতে কাকার পিঠে চড়বেন না', অজিতকে নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৪ মার্চ (হি.স.) : 'ভোট পেতে কাকার পিঠে চড়বেন না', বৃহস্পতিবার এনসিপি বনাম এনসিপি মামলায়, 'ভাইপো' অজিত পওয়ারকে এমনটাইবললসুপ্রিম কোর্ট। শরদ পওয়ার গোষ্ঠীর হয়ে আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি আদালতে জানান, গ্রামীণ এলাকায় প্রত্যেকের কাছে স্মার্টফোন নেই। ফলে অনেকেই জানেন না যে কাকা-ভাইপো আলাদা হয়ে গিয়েছে। মানুষের এই না জানার সুযোগ নিয়ে শরদের জনপ্রিয়তাকে ভোট পাওয়ার জন্য ব্যবহার করছে অজিত গোষ্ঠী বলে, অভিযোগ করেন। শরদ গোষ্ঠীর আরও অভিযোগ, তাঁর ভাগ্নে তাঁর দল ভেঙে বেরিয়ে গিয়েছেন, অথচ তাঁর প্রশংসা করে ভোটারদের বিভ্রান্ত করছেন। প্রচারপত্রে শরদ পওয়ারের ছবি ও নাম ব্যবহার করছেন। এর ফলে, নির্বাচন সুষ্ঠু ও অবাধ হবে না বলে দাবি করেন সিংভি।

বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চ বলেছে, "কেন আপনি (অজিত পওয়ার) তাঁর (শরদ পওয়ার) ছবি ব্যবহার করছেন? আপনি যদি নিজের জনপ্রিয়তা এবং জননেতা হিসেবে নিজের ক্ষমতার বিষয়ে এতটাই আত্মবিশ্বাসী হয়ে থাকেন, তাহলে আপনি আপনার ছবিতেই ভোট পাবেন। কেন তাঁর পিঠে চড়ছেন ?" অজিত গোষ্ঠী শরদ পওয়ারের নাম ছবির অপব্যবহার করছে অভিযোগ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছিল শরদ গোষ্ঠী। একই সঙ্গে গত ৬ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন কমিশন যে অজিত পওয়ারের এনসিপিকেই আসল এনসিপির স্বীকৃতি দিয়েছিল, সেই রায়কেও চ্যালেঞ্জ করেছিল শরদ গোষ্ঠী। ১৯ মার্চ এই মামলার পরবর্তী শুনানির আগেই, এই দুই বিষয়ে অজিত গোষ্ঠীর জবাব চেয়েছে আদালত। পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত অবশ্য কমিশনের আদেশই বহাল থাকবে।

জঙ্গলমহলে জোর প্রচারে বিজেপি, উপস্থিত ক্রীড়া সমাজকল্যাণ শিক্ষা ও শ্রম মন্ত্রী

ঝাড়গ্রাম, ১৪ মার্চ (হি.স): বেজে গেছে লোকসভা নির্বাচনের দামামা। বাংলায় ভোট প্রচারে ত্রিপুরা রাজ্যের ক্রীড়া সমাজকল্যাণ শিক্ষা ও শ্রম মন্ত্রী টিঙ্কু রায়, জেলা সভাপতি তুফান মাহাতো, রাজ্য নেতৃত্ব সোনালি মুর্মু, উমেশ রায়। ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রের দিনভর নানান কর্মসূচি। প্রথমেই ঝাড়গ্রামের গুপ্ত মনিতে পুজো, তার পরেই শিমলি গ্রামে উপভক্তদের সাথে জনসংযোগ, শিমুল ডাঙ্গা গ্রামে জনগোষ্ঠীর মিলন, চুবকা গ্রামে কৃষকদের সাথে ভজোন এবং শেষমেষ ঝাড়গ্রামে জেলা নেতৃত্ব দের নিয়ে বৈঠক। এর পাশপাশি ঝাড়গ্রাম সংগঠনিক জেলার গোপীবল্লভপুর বিধানসভা এর অন্তর্গত সিমলি গ্রামে লাভার্থী সম্পর্ক অভিযান ও মাতৃ শক্তি দের সঙ্গে বার্তালাপ করেন ত্রিপুরা সরকারের যুব শিক্ষা ক্রিয়া ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী সম্মানীয় শ্রী টিংকু রায়। তিনি এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, জঙ্গলমহলে মানুষের ব্যাপক সাড়া মিলছে। ভোট নিয়ে উদ্দীপনা আছে। এই আসনে জয় লাভের জন্য আশাবাদী।

বামেদের প্রথম দফার প্রার্থীতালিকা প্রকাশ

কলকাতা, ১৪ মার্চ (হি.স.): অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে প্রথম দফায় ১৬টি আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে দিল বামফ্রন্ট। বৃহস্পতিবার বিকেলে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে সাংবাদিক বৈঠক করে ফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, বালুরঘাট, কৃষ্ণনগর, দমদম, যাদবপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান পূর্ব, আসানসোল, কলকাতা দক্ষিণ, হাওড়া সদর, হুগলি, শ্রীরামপুর আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন। এর মধ্যে সিপিএমের ১৩টি আসন ও শরিকদের ৩টি। দমদমে সুজন চক্রবর্তী, যাদবপুরে সৃজন ভট্টাচার্য, কলকাতা দক্ষিণে সায়রা শাহ হালিম, কৃষ্ণনগরে এসএম সাদি, আসানসোলে জাহানারা খান, হাওড়া সদরে সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, বর্ধমান পূর্বে নীরব খাঁকে প্রার্থী করেছে সিপিএম। কৃষ্ণনগরে সিপিএম প্রার্থী হচ্ছেন এসএম সাদি। তমলুকে লড়বেন তরুণ আইনজীবী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। হুগলি থেকে লড়বেন মনোদীপ ঘোষ, শ্রীরামপুরে দীপ্সিতা ধর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। বাঁকুড়ায় নীলাঞ্জন দাশগুপ্ত, বিষ্ণুপুরে শীতল কৈবদ্য, জলপাইগুড়িতে দেবরাজ বর্মন। বালুরঘাটে লড়বেন আরএসপির জয়দেব সিদ্ধান্ত, মেদিনীপুরে লড়বেন সিপিআইয়ের বিপ্লব ভট্ট, কোচবিহারে লড়বেন ফরওয়ার্ড ব্লকের নীতীশচন্দ্র রায়। কয়েকটি আসন নিয়ে সিপিএমকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আলোচনা করতে হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম দমদম। দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী তথা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজনকে সেখানে লড়তে পাঠাল সিপিএম। সূত্রের খবর, এক জন চিকিৎসককে সিপিএম দমদমে দাঁড় করাতে চেয়েছিল। কিন্তু তাঁর স্ত্রী বেঁকে বসায় তিনি প্রার্থী হতে রাজি হননি। উত্তর ২৪ পরগনা থেকেও তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য মুখ না পেয়ে শেষমেশ সুজনকে দাঁড় করানোর সিদ্ধান্ত নেয় আলিমুদ্দিন।

খেলাধুলা

NIT NO: e-PT-76/P/EE/RDAD/2023-24
Dt. 12/03/2024

On behalf of the 'Governor of Tripura' the Executive Engineer, RD Agartala Division, Government of Tripura invites item wise separate e-tender (two bid) from the eligible bidders up to 3 PM of 27/03/2024 for procurement of Pavers block. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 0381 2325988. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA// 5209/24

Executive Engineer RD Agartala Division Gurkhabasti, Agartala

// NOTICE INVITING TENDER //

The undersigned invites sealed cover tenders/quotations from the bonafied suppliers/ manufactures / authorized dealers/ registered firms for supply of (a) QM Store articles (b) Statinary items (c) Medicines & medical instruments and (d) Spare parts & job works for HQr.15th Bn TSR (IR-XI) Saidabari for the financial year 2024-2025, for use of the 15th Battalion TSR (IR-XI).
2. Copy of Tenders, list of required articles/items, terms & conditions etc. can be collected from the office of the Commandant, 15th Bn TSR (IR-XI), Saidabari, Kumarghat Unakoti Tripura on or before 20-03-2024 on payment of a sum of Rs.200/- (each tender) on any working day during office hours. Last date of submission of tender/quotation is up to 1600 hours on 31.03.2024 and will be opened on 01.04.2024 at 1100 hrs, if possible. Tender should be dropped in separate envelop.
ICA/C/ 5242/24

(Rajib Sengupta)
Commandant
15th Bn Tripura State Rifles (IR-XI)

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 48/NIeT/EE-KLP/PWD (DWS)/2023-24

The Executive Engineer, DWS Division Kalyanpur, Khowai Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/ MES/CPWD/ Railway/Other State PWD,.up to 3.00 P.M. on 03/04/2024 for the following work:-

Sl No	DNIeT No.	Estimate Cost	Earnest Money	Time for completion	Cost of Bid Fee
1	DNIe-T No: 208/EE-KLP/PWD (DWS)/2023-24	Rs. 48,49,999.00	Rs. 97,000.00	60 days	Rs. 1000.00
2	DNIe-T No: 209/EE-KLP/PWD (DWS)/2023-24	Rs. 48,49,999.00	Rs. 97,000.00	60 days	Rs. 1000.00
3	DNIe-T No: 210/EE-KLP/PWD (DWS)/2023-24	Rs. 48,49,999.00	Rs. 97,000.00	60 days	Rs. 1000.00
4	DNIe-T No: 211/EE-KLP/PWD (DWS)/2023-24	Rs. 48,49,999.00	Rs. 97,000.00	60 days	Rs. 1000.00
5	DNIe-T No: 212/EE-KLP/PWD (DWS)/2023-24	Rs. 48,49,999.00	Rs. 97,000.00	60 days	Rs. 1000.00

Last date and time for document downloading and bidding: 03/04/2024 up to 3:00 PM Time and date of opening of bid: 03/04/2024 at 3:30 PM
Document downloading and biding at application: https://tripuratenders.gov.in Class of bidder: Appropriate Class
All details are available in the https://tripuratenders.gov.in
Note: *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*
108/0/ 52.38/24

(ER. SANJOY DEBNATH)
Executive Engineer
DWS Division, Kalyanpur
Khowai Tripura

FORMAT - A (For publication in the Local Dailies)

The Executive Engineer, Bishalgarh Division, PWD(R&B), Gakulnagar, Sepahijala, Tripura invites sealed tenders vide PNIT No. 38/ EE-BSLD/PWD/ 2023-24, Dated 12th March 2024 for hiring of 2(two) nos. vehicles Maruti EECO-PETROL for the offices mentioned below:-
1/ Hiring of 01 (one) no MARUTI EECO (Petrol) vehicle of 01.01.2017 (Manufacturing Date) onwards along with driver for official use of the SDO, PWD(R&B), Dukli Sub-Division during the year 2024-25
Estimated Cost: 2,49,060/- DNIT. No.83/R/DNIT/EE-BSLD/PWD/2023-24
2/ Hiring of 01 (one) no MARUTI EECO (Petrol) vehicle of 01.01.2017 (Manufacturing Date) onwards along with driver for official use of the SDO, PWD(R&B), Amtali Sub-Division during the year 2024-25
Estimated Cost: 2,49,060/- DNIT. No.84/R/DNIT/EE-BSLD/PWD/2023-24
Tender forms may be collected from the office of the undersigned during the office hour w.e.f. 15th March, 2024 to 1st April, 2024 and last date of dropping of tenders is 3rd April, 2024 up to 3:00pm. Last Date of receipt of application: 30th March, 2024.
For details please see tender notice

For and on behalf of the Governor of Tripura
ICA/C/ 5233/21

(ER. R. GHOSH)
Executive Engineer,
Bishalgarh Division, (PWD),
Gakulnagar, Sepahijala, Sepahijala.

NOTICE INVITING QUOTATIONS

Sealed quotations are inviting from Bonafide supplier /Agency/ Firms on behalf of Mohanpur Municipal Council procurement of different types of machineries items for use Tertiary & Segregation center under Mohanpur Municipal Council.
The prescribed quotations documents & formats for submission of the quotation are available in the office of the Chief Executive Officer, Mohanpur Municipal Council, Mohanpur, and West Tripura. Quotations submission starts date from 13/03/2024 to 19/03/2024 up to 2.00 P.M on all working days up to 2:00 PM of 19/03/2024. Quotation received after said date & time will be rejected without any explanation. Decision of the authority in Mohanpur Municipal Council will be final in any set of circumstances related to the said work.
ICA/C / 5225/24

Sd. Illegible
Subhash Dutta,
TCS Gr.-I Chief Executive Officer,
Mohanpur Municipal Council
Mohanpur, West Tripura

PNIET No:- 62/EE/PWD(DWS)/AMB/2023-24
Single bid Item rate e-tender is invited for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1	DNIeT No.173/EE/PWD(DWS)/AMB/2023-24	Rs. 369836.00	Rs. 7397.00	365 (three hundred Sixty five) days	Appropriate Class

Last Date and Time for Document Downloading and Bidding: 02-04- 2024 up to 15.00 Hrs
Date and Time for Opening of BID: 03-04-2024 at 16.00 Hrs. Website
for
Document Downloading and Bidding at Application https://tripuratenders.gov.in
Tender Fee : 1000.00 each, (non refundable).
Depositing of Tender Fee & EMD to be done by online payment mode as specified in DNIeT through https://tripuratenders.gov.in for any query M- 9436355955 / 03826-267230
All details are available in the www.eprocure.gov.in/epublishing https://tripuratenders.gov.in

ICA/C/ 5214/24

(Er. H. Chakma)
Executive Engineer
DWS Division, Ambassa,
Dhalai District, Tripura

F.NO.5(607)/ARDD/Skill-Dev/MVS/2024 Dated: 6/03/24
Notice Inviting e-Tender

e- Tender is hereby invited on behalf of Animal Resources Development Department, Government of Tripura from the interested Govt./Semi Govt./Private Societies/Bonafide Training Providers registered with Ministry of Skill Development and Entrepreneurship or NITI Aayog for shortlisting, selecting 250 no. of trainees and providing training on 'Minor Veterinary Services' for one year.
Details of e-Tender document along with terms and condition are available in the website (http:///tripuratenders.gov.in and www.ardd.tripura.gov.in). The last date/time of submission of e- Tender documents by online is on 27th March 2024 by 17:30 hrs. It will be opened on 28/03/2024 at 11.00 hrs.
All future Modification/Corrigendum shall be made available in the e-procurement portal (http://tripuratenders.gov.in) and www.ardd.tripura.gov.in. So, Bidders are requested to get the update from the e-procurement portal only.

ICA/C/5204/24

(Dr. N.K-Chanchal, IFS)
Director
Animal Resources Development

বিদর্ভকে উড়িয়ে ৪২ তম রঞ্জি ট্রফি জয় মুম্বাইয়ের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রঞ্জি ট্রফির ইতিহাসে সব থেকে সফলতম দল মুম্বাই। কিন্তু মাঝে ৮ বছর ট্রফি আসেনি। অবশেষে কাটল সেই খরা। ২০১৫-১৬ সালের পর ফের একবার ভারত সেরা হল মুম্বাই। রঞ্জি ট্রফির ফাইনালে কার্যত একতরফা ম্যাচে বিদর্ভকে ১৬৯ রানে হারিয়ে ৪২ তম বার চ্যাম্পিয়ন হল অজিঙ্কে রাহানের দল। রঞ্জি ট্রফির ফাইনাল দেখতে মাঠে গিয়েছিলেন সচিন তেন্ডুলকর। এদিন মুম্বইয়ের জয়ের পর সোশ্যাল মিডিয়ায় সচিন তেন্ডুলকর লেখেন, "৪২ তম রঞ্জি ট্রফি জয়ের জন্য অনেক অনেক অভিনন্দন মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনকে।' বিশেষ করে করুণ, অক্ষয় এবং হর্ষ, যারা অত্যন্ত ভাল ব্যাটিং করেছে এবং ম্যাচটিকে খুব আকর্ষণীয় করে তুলেছে। মুম্বইয়ের বোলাররা নিরলসভাবে বোলিং করে। শেষ পর্যন্ত সাফল্য এনে দেয় তনুশ, যিনি ৪র্থ ইনিংসে চার উইকেট নিয়েছেন। এই ম্যাচে খুব ভাল ক্রিকেট সকলকে মোহিত করেছে। এটাই ঘরোয়া ক্রিকেটকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। প্রথম ইনিংস ১০৫ রানে গুটিয়ে যাওয়া বিদর্ভ দ্বিতীয় ইনিংসে পাহাড় প্রমাণ রানকে টার্গেটে রেখে অনেকটা এগোতে পেরেছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেনি। হাতে উইকেট ছিল ৫টি ঠিকই। জয়ের জন্য ২৯০ রানের প্রয়োজন ছিল। সে অবস্থায় ১২০ রান যোগ করতে সক্ষম হয়েছে।

মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে। মুম্বাই ও বিদর্ভের মধ্যে রঞ্জি ট্রফির ফাইনাল ম্যাচ। প্রথম ইনিংসে মুম্বাই ২২৪ রান সংগ্রহ করলে জবাবে বিদর্ভ তাদের প্রথম ইনিংস ১০৫ রানে গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। ১১৯ রানের লিড নিয়ে মুম্বাই ফের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে প্রায় দুদিন ধরে ব্যাট চালিয়ে ১৩০.২ ওভার খেলে দ্বিতীয় ইনিংসে মুম্বাই ৪১৮ রান সংগ্রহ করে। বিদর্ভ এবার জয়ের জন্য ৫৩৮ রানের লক্ষ্যে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করে। তৃতীয় দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে বিদর্ভ দুই ওভার ব্যাটিংয়ের সুযোগ পায়। বিনা উইকেটে দশ রান সংগ্রহ করেছিল।

দ্বিতীয় ইনিংসে মুম্বাইয়ের মুশের খানের ১৩৬ রান, শ্রেয়াস আয়ারের ৯৫ রান, অধিনায়ক আজিংকা রাহানের ৭৩ রান এবং স্যামস মুলানির অপরাজিত ৫০ রান উল্লেখযোগ্য। বিদর্ভের হর্স দুবে পাঁচটি উইকেট পেয়েছিল। বুধবারে বিদর্ভ দিনভর ধরে খেলে ৯০ ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ২৩৮ রান যোগ করে মোট ২৪৮ এ পৌঁছায়। আজ বৃহস্পতিবার বিদর্ভ ছিল বিশাল চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। মুম্বাইয়ের বোলারদের রুখে বিদর্ভ ১২০ রান যোগ করতে সক্ষম হয়েছে ৪২.৩ ওভার খেলে। বিদর্ভের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয় ৩৬৮ রানে। ১৬৯ রানে জয় ছিনিয়ে মুম্বাই রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন হয়। মুশের খান পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

এগিয়ে চলো-কে হারিয়ে এ.ডি নগরের শুরু লালবাহাদুর-চাম্পামুড়া ম্যাচ বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয় দিয়ে সূচনা এ.ডি নগর প্লে সেন্টারের। তাও ঠিক দুই বল বাকি থাকতে রুদ্ধশ্বাস জয়। এগিয়ে চলো সংঘকে ৬ উইকেটের ব্যবধানে হারিয়ে। খেলা ছিল এমবিবি স্টেডিয়ামে টিসিএ আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে। প্রথমবেলার ম্যাচ। সকালে খেলা শুরুতে টস জিতে এগিয়ে চলো সংঘ প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। সীমিত ২০ ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ১০৭ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে দুই বল বাকি থাকতে এ.ডি নগর প্লে সেন্টার চার উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। এগিয়ে চলো-র মৌচৈতি দেবনাথ সর্বাধিক চল্লিশ রান সংগ্রহ করলেও এডি নগরের প্রিয়াঙ্কা আচার্যের ২৮ রান এবং মৌটুসী দে-র ২৭ রানের সম্মিলিত প্রয়াস দলকে জয় এনে দেয়। এগিয়ে চলো-র সুরভী রায় ১৫ রানে তিনটি উইকেট এবং এ.ডি নগরের মিনতি বিশ্বাস দুটি উইকেট পেয়েছিল। তবে অলরাউন্ডার প্রিয়াঙ্কা আচার্য ২৮ রানের সঙ্গে একটি উইকেট পেয়ে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে। উল্লেখ্য, এমবিবি স্টেডিয়ামে দিনের অপর খেলাটি লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার ও চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টারের ম্যাচটি বৃষ্টির জন্য শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হয়। টস জিতে লাল বাহাদুর প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে সীমিত ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ৯১ রান সংগ্রহ করলে, জবাবে চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার ব্যাট করতে নেমে ১৯ বল খেলে তিন উইকেট হারিয়ে ১৫ রান সংগ্রহ করতেই বৃষ্টিতে ম্যাচ থেমে যায়। শেষ পর্যন্ত ম্যাচ চালানোর পরিস্থিতি তৈরি হয়নি বলে অফিসিয়ালরা ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করেন।

জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে এগোচ্ছে ভগিনী নিবেদিতা, জুটমিল কোচিং সেন্টার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে এগুচ্ছে জুটমিল প্লে সেন্টার এবং ভগিনী নিবেদিতা মহিলা সমিতি। টিসিএ আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় দিনে তালতলা স্কুল মাঠের খেলায় দুবেলার ম্যাচে ভগিনী নিবেদিতা মহিলা সমিতি এবং জুট মিল প্লে সেন্টার যথাক্রমে জয়ী হয়েছে নিউ প্লে সেন্টার এবং ব্লাড মাউথ কে হারিয়ে। সকালের ম্যাচে টস জিতে ভগিনী নিবেদিতা মহিলা সমিতি প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে সীমিত ২০ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে ১৮৩ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে নিউ প্লে সেন্টার ১৯ ওভার খেলে খেলে ৪৮ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। বিজয়ী দলের পক্ষে সুপ্রিয়া দাস দুর্দান্ত শতরান পেয়েছে। সুপ্রিয়া ৫৮ বল খেলে ১৭টি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ১০৮ রান পায়। এছাড়া অনুষ্কা শীল দুর্দান্ত ৪৮ রান সংগ্রহ করে। তবে বোলার পূজা দাস ৪ ওভার বল করে তিনটি মেডেন দিয়ে এক রানের বিনিময়ে ৬টি উইকেট তুলে নিয়ে দলকে নিশ্চিত জয় এনে দেওয়ার পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের খেতাবও পায়। দিনের অপার খেলায় বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে জুটমিল কোচিং সেন্টার ডিএলএস মেথডে ১২ রানের ব্যবধানে ব্লাডমাউথকে পরাজিত করেছে। টস জিতে জুট মিল প্লে সেন্টার প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে নির্ধারিত ২০ ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে ১৩০ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ব্লাড মাউথ ব্যাট করতে নামলে বৃষ্টি বিঘ্নিত খেলায় আট ওভারে টার্গেট ৫৩ রান দাঁড়ায়। এ অবস্থায় তিন উইকেট হারিয়ে ৪০ রান সংগ্রহ করে। বিজয়ী দলের অলরাউন্ডার নিকিতা দেবনাথ সর্বাধিক ৩০ রান এবং একটি উইকেট তুলে নিয়ে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পায়।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 22/EE/WR-III/UDP/2023-24

SL. NO.	Name of Work /DNIeT	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	BID FEE	TIME FOR COMPLETION	TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND UPLOADING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	CLASS OF BIDDER
1	DNIeT No. 32/SE/WRC-III/UDP/DNIeT/2023-24	43,48,144.00	86,963.00	1000.00	06 (Six) Months	Up to 15.00 Hrs on 08.04.2024	On 09.04.2024 at 4.00 PM (if possible)	Appropriate Class
2	DNIeT No. 33/SE/WRC-III/UDP/DNIeT/2023-24	69,54,000.00	1,39,080.00	4000.00	06 (Six) Months			
3	DNIeT No. 34/SE/WRC-III/UDP/DNIeT/2023-24	73,86,955.00	1,47,739.00	4000.00	06 (Six) Months			
4	DNIeT No. 77/EE/ WR-III/UDP/DNIeT/2023-24	22,73,180.00	45,464.00	1000.00	04 (Four) Months			

N.B.: The details notice can be seen in the office of the [i] Superintending Engineer, W.R. Circle No.III, Udaipu [ii] Executive Engineer, W.R. Division No.III, Udaipur [iii] Assistant Engineer, W.R. Sub-Division No.I, Udaipur [iv] Assistant Engineer, W.R. Sub-Division No.II, Udaipur and [v] Assistant Engineer, W.R. Sub-Division, Amarpur during office hours.
The Bid Forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal: https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/5247/24

For & on behalf of the Governor of Tripura
12/3

(Er. M. Mog) Executive Engineer
Water Resource Division No.III
Udaipur, Gomati, Tripura

সুপার ডিভিশন সিনিয়র ক্রিকেটে আজ দুই মাঠে ৪ দল মাঠে নামবে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত বিপুল মজুমদার স্মৃতি সুপার ডিভিশন ঘরোয়া সিনিয়র ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সূচি অনুযায়ী লড়াইহীন ভাবে অতিবাহিত হয় আরো একটি দিন। ফের লড়াই শুরু হতে চলেছে আগামীকাল শুক্রবার। সূচি অনুযায়ী এদিন অনুষ্ঠিত হবে দুটি ম্যাচ। নরসিংগড় টি আই টি মাঠে এদিন মুখোমুখি হবে জেসিসি ও সংহতি। উভয় দলই এদিন চতুর্থ ম্যাচ খেলতে পরস্পরের বিরুদ্ধে নামবে। শুরুটা জেসিসি জয় দিয়ে সূচনা করলেও পরবর্তী দুই ম্যাচই মুখ থুবড়ে পড়ে। এই অবস্থায় পরাজয়ের হ্যাটট্রিক প্রতিরোধ করতে সংহতির মুখোমুখি হবে দল। তাদের প্রতিপক্ষ সংহতি পরাজয় দিয়ে লড়াই শুরু করার পর টানা দুই ম্যাচে জয়ের তকমা নিয়ে আগামীকাল জয়ের হ্যাট্রিক নিতে ময়দানে নামবে। এখন দেখার বিষয় এই ম্যাচে শেষ পর্যন্ত কোন দল জয় পরাজয়ের হ্যাটট্রিক করে। অপরদিকে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে মুখোমুখি হবে ব্লাড মাউথ ও ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস। এই ম্যাচটিও দুইদিনের চতুর্থ ম্যাচ। গত তিনটি ম্যাচের মধ্যে ইউনাইটেড ফ্রেন্ড পরপর দুই ম্যাচে জয় পেলেও তৃতীয় ম্যাচে ফুলিঙ্গের কাছে আটকে গিয়ে জয়ের হ্যাট্রিক করতে ব্যর্থ হয়। তাই আগামীকাল ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষ্যমাত্রা কে সামনে রেখেই ময়দানে নামবে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসদের ক্রিকেটাররা। তবে দুইদলের শক্তির বিচারে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসদের তুলনায় কয়েক কদম পিছিয়ে রয়েছে ব্লাড মাউথ। শুরুটা ব্লাড ভালো করলেও পরবর্তীতেই একের পর এক ম্যাচে ধরাশায়ী। মূলত পরাজয়ের হ্যাট্রিক প্রতিরোধ করতেই কাল ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের মুখোমুখি হবে দল।

বিলোনিয়া সিনিয়র ক্লাব ক্রিকেটে শ্বাসরুদ্ধকর জয় দক্ষিণ বিলোনিয়ার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বিলোনিয়া ক্রিকেট এসোসিয়েশনের উদ্যোগেও শুরু হল মহকুমা সিনিয়র ক্লাব ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। টুর্নামেন্টের সূচি অনুযায়ী বৃহস্পতিবার বিদ্যাপীঠ স্কুল মাঠে আয়োজিত ম্যাচে অংশ নেয় দক্ষিণ বিলোনিয়া ও ইয়থ স্কয়ার। দুইদলের এই ম্যাচে শ্বাসরুদ্ধকর জয় ছিনিয়ে নিয়ে নিজেদের লড়াই শুরু করলো দক্ষিণ বিলোনিয়া। ম্যাচে দক্ষিণ বিলোনিয়া তিন রানে পরাজিত করে ইয়থ স্কয়ারকে। সকালে উভয় দলের লড়াই শুরু হবার আগে জয়ী দল টসে জিতে আগে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। ইনিংসে দল ৩৮ ওভারে সবকয়টি উইকেট হারিয়ে প্রতিপক্ষের বোলারদের দেওয়া অতিরিক্ত ৩৭ রানের সাহায্যে সংগ্রহ করে ১৮৬ রান। মূলত ওপেনিং জুটির দুই ব্যাটসম্যান সঞ্জিত পাল(৭০) ও মানিক সরকার(২৫) এবং শেষ দিকে সায়ন পালের(২০) হাত ধরেই ইনিংসে এই রান তুলে দক্ষিণ বিলোনিয়া। ইয়থ স্কয়ারের বোলারদের মধ্যে সর্বোচ্চ চারটি করে উইকেট নেয় সুকান্ত মজুমদার ও রাজু দাস। জবাবে জয়ের জন্য ১৮৭ রানের টার্গেট নিয়ে ইয়থ স্কয়ার ব্যাট করতে নেমে সব কয়টি উইকেট হারিয়ে তুলে ১৩৯ রান। তাদের সংগ্রহীত এই রানের মধ্যে অতিরিক্ত রান ছিল ৩৩। প্রথম সারির তিন ব্যাটসম্যান প্রসেনজিৎ দত্ত (৩৯), শিব শংকর ঘোষ (১৯) ও সুশান্ত দত্তের (১৪) হাত ধরেই ইনিংসে এই রান তুলে পরাজিত দল। যেই দলের বোলারদের মধ্যে সর্বোচ্চ চারটি উইকেট নেয় দীপক মহাজন।

সিনিয়র মহিলা টি-২০ ক্রিকেটে টানা জয়ে রয়েছে তরুণ সংঘ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম ম্যাচে নয় উইকেটে জয়, তো দ্বিতীয় ম্যাচে ১০ উইকেটে। দারুন ফর্মে রয়েছে তরুণ সংঘ। সিনিয়র মহিলা আমন্ত্রণ মূলক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে। মোটকথা তরুণ সংঘও জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে এগোচ্ছে। প্রথম ম্যাচে চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টারকে নয় উইকেটে হারানোর পর আজ, বৃহস্পতিবার মৌচাক কে দশ উইকেটে হারিয়েছে। মেলাঘরে শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে ম্যাচ। বেলা ১১ টায় খেলা শুরুতে টস জিতে তরুণ সংঘ প্রথমে বোলিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিং এর আমন্ত্রণ পেয়ে মৌচাক কোচিং সেন্টার সীমিত কুড়ি ওভারে আট উইকেট হারিয়ে ৫০ রান সংগ্রহ করে। বিনা লক্ষ্মী ত্রিপুরা (১৫) ও অনিমা মুরাসিং(১২) ছাড়া অন্যরা তেমন রান পায়নি। জবাবে ব্যাট করতে নেমে তরুণ সংঘ ২৮ বল খেলে বিনা উইকেটে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ

উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষায় কাজ করছে সরকার ঃ সুশান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মার্চ।। বিজেপি সরকার জনগণের সরকার। জনগণের সঠিক সেবা নিশ্চিত করার পাশাপাশি উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষায় আন্তরিকভাবে কাজ করছে রাজ্য সরকার। আজ জিরানীয়া মহকুমা শাসক অফিসের কনফারেন্স হলঘরে পর্যালোচনা বৈঠকে একথা বলেন খাদ্য জনসংভরণ ও ক্রেতা স্বার্থ বিষয়ক তথা পরিবহণ ও পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

পর্যালোচনা সভায় খাদ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, জিরানীয়া মহকুমার অধীন বিভিন্ন ব্লক- নগর পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতি এলাকার চলমান উন্নয়নমূলক কাজগুলোকে আরো দ্রুতগতিতে ত্বরান্বিত করার জন্য সকল স্তরের জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের আধিকারিকদের নিজেদের মধ্যে সমন্বয় রেখে জনগণের জন্য কাজ করে যেতে হবে। চলমান উন্নয়নমূলক কাজগুলো যথাসময়ে সম্পাদনে যাতে কোন গাফিলতি না থাকে তা সুনিশ্চিত করতে হবে। পর্যালোচনা বৈঠকে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী জিরানীয়া মহকুমার সার্বিক পরিস্থিতি সহ সামষ্টিক অর্থনীতির চিত্র, জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং সাফল্য অর্জিত হয়েছে এবং ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী প্রকল্প ও যোজনা বাস্তবায়নে যেসব খাতে কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে তার বিষয়ে বৈঠকে উপস্থিত আধিকারিকদের কাছ থেকে অবগত হন।এদিন মন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা সরকার চাই প্রতিটি কর্মসূচি হবে জনগণকে কেন্দ্র করে। স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক, জ্ঞান ভিত্তিক ও কল্যাণমুখী দক্ষ ও স্মার্ট প্রশাসন আমরা গড়ে তুলতে চাই। যাতে জনগণ উন্নত এবং মানসম্মত সেবা পায়। আমাদের সরকার 'সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর' উল্লেখ করে তিনি বলেন, সেই কাজটা আপনাদেরই করতে হবে।

তাঁর কথায়, আমার কথা খুব স্পষ্ট। আমরা ২০১৮ এবং ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনের আগে নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করেছি। আমরা কিন্তু জনগণের সম্মুখে এই নির্বাচনী ইশতেহার দেওয়ার মধ্য দিয়ে একটা অঙ্গীকার করে আসি। আর সেই ইশতেহার বাস্তবায়নের মধ্যদিয়েই আজকের ত্রিপুরা রাজ্যটা কিন্তু বদলে গেছে। প্রতিটি বাজেটে আমরা নির্বাচনী ইশতেহারটা অনুসরণ করি বলেই এই পরিবর্তনটা করতে পেরেছি। বিজেপি সরকারের একটা ধারাবাহিকতা আছে যে কারণে উন্নয়নগুলো দৃশ্যমান হচ্ছে। সুফলটা পাচ্ছে সাধারণ মানুষ।তিনি আরও বলেন, আগামী দিন কয়েকের মধ্যে লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট জারী হয়ে যাবে। নির্বাচন ঘোষণার পর সরকারের জনকল্যাণমুখী চলমান বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে যাতে কোন ধরনের স্থবিরতা না আসে। ভারতের নির্বাচন কমিশনের আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধিকে সম্মান জানিয়ে এবং সমস্ত ধরনের আইন মেনে সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ যাতে সঠিক সময়ে বাস্তবায়ন হয়, সে ব্যাপারে সকলকে উদ্যোগী হতে হবে। জনকল্যাণমুখী সকল প্রকল্পগুলো পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নে কাজ করতে হবে। যেকোনো ধরনের জনকল্যাণমুখী কাজের গুণগতমান বজায় রেখে যাতে সঠিকভাবে সকল কাজের বাস্তবায়ন হয় সেজন্য তদারকি বাড়াতে হবে।তিনি বলেন, বিজেপি সরকার জনগণের সরকার। জনগণের সঠিক সেবা নিশ্চিত করার পাশাপাশি উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষায় আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে।

উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে এইচআইভি আক্রান্তের সংখ্যা, চিন্তিত মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৪ মার্চ।। রাজ্যের বিদ্যালয়গুলিতে সপ্তাহে একদিন এইচ আই ভি/এইডস ও হেপাটাইটিস রোগ সংক্রান্ত বিষয়ে জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। কারণ জনসচেতনতাই হচ্ছে এইচ আই ভি/এইডস রোগ প্রতিরোধের অন্যতম উপায়। আজ আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ২নং প্রেক্ষাগৃহে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটির উদ্যোগে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ ও প্রিন্সিপালদের নিয়ে এইচ আই ভি/এইডস- এর উপর আয়োজিত সচেতনতামূলক আলোচনাচক্রের সূচনা করে মুখ্যমী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা একথা বলেন। তিনি বলেন, যারা এইচ আই ভি/এইডস আক্রান্তের শিকার হয়েছেন তাদের প্রতি আমাদের সমবেদনা থাকা উচিত। কোনভাবেই তাদের তিরস্কার করা ঠিক নয়। মুখ্যমী বলেন, এইচ আই ভি/এইডস বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিতভাবে সচেতন করতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে। কারণ ছাত্র-ছাত্রীরাই আমাদের দেশ, রাজ্য ও সমাজের সম্পদ। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রয়োজনে বিদ্যালয়ের গণ্ডির বাইরে গিয়ে সমাজ সচেতনতায় এগিয়ে আসতে হবে। কারণ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কথা সমাজে সবচেয়ে বেশী মান্যতা পায়। মুখ্যমী শিক্ষক শিক্ষিকাদের উদ্দেশ্যে বলেন, বিদ্যালয়ের ক্লাসে শুধু পুঁথিগত জ্ঞান প্রদানই নয়, ক্লাসে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া প্রয়োজন। ছাত্র-ছাত্রীদের সামাজিক পারিপার্শিক বিষয় সম্পর্কেও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নজরদারি থাকা আবশ্যক। কোনও শিক্ষার্থী যদি বিদ্যালয়ে নিয়মিতভাবে অনুপস্থিত থাকে তাহলে প্রয়োজনে তার বাড়িতে গিয়ে খোঁজখবর করা দরকার। কেউ যদি স্বাভাবিক জীবন থেকে সরে গিয়ে উশৃংখল জীবনযাপন বা মাদক দ্রব্যে আসক্ত হয়ে পড়ে তাহলে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উচিত তাদের চিহ্নিত করে নজরদারিতে রাখা। তিনি বলেন, শুধুমাত্র আরক্ষা প্রশাসন, শিক্ষা দপ্তর দিয়ে তা প্রতিহত করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকা বা সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। এলাকায় বা পাড়ায় কি হচ্ছে সেই বিষয়ে নিয়মিত নজরদারি চালানো দরকার। অনুষ্ঠানে মুখ্যমী আরও বলেন, ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত ত্রিপুরায় এইচ আই ভি/এইডস আক্রান্তের সংখ্যা ৫ হাজার ৩৩০ জন। এরমধ্যে মহিলা ১ হাজার ৩৩ জন, পুরুষ ৪ হাজার ২৯৫ জন, ততীয় লিঙ্গ ২ জন। এর মধ্যে ছাত্র-ছাত্রী রয়েছেন ৫৫৮ জন। প্রতিমাসে রাজ্যে প্রায় ১৫০ থেকে ২০০ এর মধ্যে নতুন এইচ আই ভি আক্রান্তের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। মুখ্যমী বলেন, এইচ আই ভি/এইডস রোগ প্রতিরোধে রাজ্যে ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সিলিং এণ্ড টেস্টিং সেন্টার, ফ্যাসিলিটি ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সিলিং এণ্ড টেস্টিং সেন্টার, পিপিপি ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সিলিং এণ্ড টেস্টিং সেন্টার এবং মোবাইল ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সিলিং এণ্ড টেস্টিং ভ্যান কাজ করছে।

অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব ব্রাহ্মিত কৌড় বলেন, এধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন একটি সময়োপযোগী উদ্যোগ। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এইচ আই ভি/এইডস থেকে মুক্ত রাখা আমাদের সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য। তাই এবিষয়ে জনসচেতনতা উপর গুরুত্ব দিতে হবে।এইচ আই ভি/এইডস আমাদের শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিকভাবেও ক্ষতি করে। অনুষ্ঠানে বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকর্তা এন সি শর্মা বলেন, এইচ আই ভি/এইডস এই সামাজিক ব্যধি থেকে ছাত্রছাত্রীদের দূরে রাখতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আরও বেশী সচেতন হওয়া প্রয়োজন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটির প্রজেক্ট ডাইরেক্টর ডাঃ সমর্পিতা দত্ত। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা হেলথ সার্ভিসেস'র অধিকর্তা ডাঃ সঞ্জীব দেববর্মা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা স্টেট এনএস এস সেলের স্টেট এনএসএস অফিসার প্রবাল কান্তি দেব।

প্লাস্টিক বিরোধী অভিযান কৈলাসহরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৪ মার্চ।। প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা সত্ত্বেও রাজ্যের সর্বত্রই দোকানপাট বাজার হাটে প্লাস্টিক কারি ব্যাগ ব্যবহার অব্যাহত রয়েছে। এর বিরুদ্ধে মাঝে মধ্যে অভিযানে নামছে প্রশাসন।

এর অঙ্গ হিসেবে বুধবার সন্ধ্যাবেলা কৈলাসহর মহকুমা প্রশাসন ও কৈলাসহর পুরপরিষদের যৌথ উদ্যোগে কৈলাসহর পাইতুরবাজার এলাকায় একটি প্লাস্টিক বিরোধী অভিযান চালানো হয়।

এদিনের এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন কৈলাসহর মহকুমা শাসক কার্যালয়ের ডিসিএম রাজীব দত্ত, কৈলাসহর পুরপরিষদের সুপারভাইজার মনিষ দাস সহ কৈলাসহর থানার বিশাল পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী।এদিনের এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য হল যাদের দোকানে অবৈধভাবে প্লাস্টিক মজুদ রয়েছে তাদের সচেতন করা এবং প্লাস্টিক ব্যবহার থেকে বিরত করা। এদিন পাইতুরবাজার এলাকায় প্রায় কুড়িটি দোকানে প্লাস্টিক বিরোধী অভিযান চালানো হয়।এর মধ্যে একটি দোকানে হানা দিয়ে প্লাস্টিক মজুত সামগ্রী থাকার কারণে ওই দোকানিকে ৩০০ টাকা জরিমানা করা হয়। যদিও অন্যান্য কোন দোকানে গিয়ে প্লাস্টিক পাওয়া যায়নি।যার ফলে প্লাস্টিক সামগ্রী এদিনের এই অভিযানে বাজেয়াপ্ত করা হয়নি।

কৈলাসহর মহকুমা প্রশাসন ও কৈলাসহর পুরপরিষদের এই ধরনের উদ্যোগ দেখে খুবই খুশি গোটা কৈলাসহরবাসী। আগামী দিনেও এধরনের অভিযান জারি থাকবে বলে জানান কৈলাসহর মহকুমা শাসক কার্যালয়ের ডিসিএম রাজীব দত্ত।

সাই কম্পিউটার লিমিটেডের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগে গণ ধর্নায় বসলেন ঠিকাদাররা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৪ মার্চ।। সরকার বিদ্যুৎ দপ্তরকে নিগম এ পরিণত করেছিল গ্রাহকদের পরিষেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে। কিন্তু হিতে বিপরীত আকার ধারণ করেছে। বেসরকারি সংস্থাগুলির হাতে বিদ্যুৎ পরিষেবার দায়িত্ব তুলে দেওয়ায় গ্রাহকরা চরম দুর্ভোগের শামিল হচ্ছেন।

কৈলাসহরে বিদ্যুৎ পরিসেবা প্রদানকারী বেসরকারি সংস্থা সাই কম্পিউটার লিমিটেডের বিরুদ্ধে গন ধর্নায় বসলেন ঠিকাদার সহ শ্রমিকরা। রীতিমতো অফিসের বারান্দায় বসে স্লোগান দিয়ে গন ধর্না শুরু হয়েছে এদিন সকাল থেকে।গন ধর্না চলাকালীন শিশির নন্দী নামে এক ঠিকাদার সংবাদ প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে জানান যে, দীর্ঘ প্রায় তিন থেকে চার বছর ধরে বিদ্যুৎ পরিসেবা প্রদানকারী বেসরকারি সংস্থা সাই কম্পিউটার লিমিটেডের কথা মতো কাজ করে টাকা পাওয়া যাচ্ছে না। বৈদ্যুতিক কাজের জন্য শ্রম এবং অর্থ বিনিয়োগ করে ঠিকাদারগন সামর্থ্যের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।তাই, সাই কম্পিউটার লিমিটেডের অধীনস্থ সমস্ত ঠিকাদারগনের সমস্ত বিল অবিলম্বে পরিশোধ করার দাবীতে গন ধর্নায় বসেছেন তারা। যতক্ষন অব্দি বকেয়া বিল দেওয়া হবে না, কিংবা লিখিত আশ্বাস না পাওয়া যাবে না ততক্ষণ এই ধর্না অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন ঠিকাদার সহ শ্রমিকরা।

বেপরোয়া লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত দুই, চালককে গণপিটুনি

বাঁকুড়া, ১৪ মার্চ (হি.স.): বেপরোয়া লরির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক মহিলা-সহ দু'জনের। ঘটনায় আহত আরও এক মহিলা। বৃহস্পতিবার শালতোড়া থেকে মধুকুণ্ডা যাওয়ার রাস্তায় দুর্ঘটনাটি ঘটে বাঁকুড়ার শালতোড়া থানার জহরবোনা গ্রামের কাছে। পুলিশ জানিয়েছে মৃতদের নাম তপন মণ্ডল (৫৫) ও আগমনী তন্তুবায় (৪৫)। স্থানীয় সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার জহরবোনা গ্রামের অদূরে শালতোড়া-মধুকুণ্ডা রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে তপনের সঙ্গে কথা বলছিলেন আগমনী এবং তাঁর শাশুড়ি। তপন বাইকে ছিলেন। আচমকাই শালতোড়ার দিক থেকে মধুকুণ্ডাগামী সিমেন্ট বহনকারী একটি ফাঁকা লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ৩ জনকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তপনের। স্থানীয়রা ছুটে এসে গুরুতর আহত আগমনী ও তাঁর শাশুড়িকে উদ্ধার করে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যান। সেখানে আগমনীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। ঘাতক লরির চালক মত্ত অবস্থায় ছিলেন বলে জানা গিয়েছে।ঘটনাস্থলে চালককে মারধর করে উত্তেজিত জনতা। মারের চোটে চালক অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে শালতোড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। অবিলম্বে ওই রাস্তায় যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণের দাবিতে রাস্তার উপর গাছের শুকনো ডাল ফেলে পথ অবরোধ করেন স্থানীয়রা। তাঁদের দাবি, যানবাহনের বেপরোয়া গতি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা মজুত থাকলে আজ এভাবে দু'জনকে প্রাণ হারাতে হত না! মৃত তপনের আত্মীয় জয়দেব গরাই বলেন, "এই দুর্ঘটনায় যাঁদের মৃত্যু হয়েছে এবং যিনি আহত হয়েছেন, সকলেই দরিদ্র পরিবারের। পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি, এই এলাকায় যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে হবে পুলিশ-প্রশাসনকে।" অবরোধকারী সুচরিতা তন্তুবায় বলেন, "এই রাস্তা দিয়ে সারা দিন শতাধিক লরি চলাচল করে। বেশির ভাগ লরিচালকই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় গাড়ি চালান। ফলে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে। অবিলম্বে এ ব্যাপারে পুলিশকে ব্যবস্থা নিতে হবে।" বাঁকুড়ার পুলিশ সুপার বৈভব তেওয়ারি বলেন, "লরি চালানোর সময় চালকের ঝিমুনি চলে এসেছিল। তার জেরেই লরির উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন চালক। তারপরেই দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনার পর লরির চালককে মারধর করা হয়েছে। দুর্ঘটনায় আহত একজন ও মারধরে আহত লরিচালককে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গোটা ঘটনায় আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।"

বেঙ্গালুরুর হোটেলে উদ্ধার বিদেশি তরুণীর দেহ

বেঙ্গালুরু, ১৪ মার্চ (হি.স.) : বেঙ্গালুরুর হোটেল থেকে উদ্ধার বিদেশি পর্যটকের নিথর দেহ। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই তরুণী উজবেকিস্তানের বাসিন্দা। মৃতার নাম জারিনা। ৩৭ বছরের ওই বিদেশি পর্যটক চারদিন আগে ট্যুরিস্ট ভিসায় ভারতে আসেন।জানা গেছে, তরুণীর রুম ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। ডাকাডাকির পরেও কোনও সাড়া না পেয়ে রুমের দরজা খুলে ভিতরে ঢোকেন হোটেল কর্মীরা। মেঝেতে তরুণীর নিথর দেহ দেখেই পুলিশে খবর দেওয়া হয়। তাঁর দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, বিদেশি পর্যটককে খুন করা হয়েছে। হোটেলের এবং ওই এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

জুয়া বিরোধী অভিযানে সাফল্য দেবদারু ফাঁড়ির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৪ মার্চ।। দেবদারু ফাঁড়ী থানার ওসি বকুল রিয়াং এর নেতৃত্বে প্রতিনিয়ত নানান অভিযান চালানোহয়। নেশা বিরোধী অভিযান ও জুয়া বিরোধী অভিযানে প্রতিনিয়ত সাফল্য অর্জন করেযাচ্ছে ওসি বকুল রিয়াং। বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজে দ্রুততার সহিত কাজকরোযাচ্ছে দেবদারু ফাঁড়ী থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার গোপন খবরের ভিত্তিতে কোয়াইফাং বাজারে অভিযান চালয় দেবদারু ফাঁড়ী থানার ওসি বকুল রিয়াং। এই অভিযানে জুয়া খোলার সামগ্রী, নগদ কিছু অর্থ সহ একজনকে আটক করলো দেবদারু ফাঁড়ী থানার পুলিশ। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে হাতে একটি মামলা নিলো দেবদারু ফাঁড়ী থানার পুলিশ।

সরকারি অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের অপমান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মার্চ।। সরকারি অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে অপমান করলো দপ্তর কর্তারা। কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে আজ ছিল জেলাভিত্তিক মৃত্তিকা পরীক্ষাগারের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান।এই অনুষ্ঠানে দপ্তরের পক্ষ থেকে সংবাদ কভার করার জন্য সাংবাদিকদের কে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। যথারীতি চিঠিতে দেওয়া সময়সূচী অনুযায়ী সাংবাদিকরা অনুষ্ঠান স্থলে উপস্থিত হলেও অনুষ্ঠান শুরু হয় প্রায় দেড় ঘন্টা পর।অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার পর থেকে শেষ পর্যন্ত উপস্থিত সাংবাদিকরা দপ্তরের পক্ষ থেকে মৌখিক আপ্যায়ন দূরের কথা এক গ্লাস পানীয় জল পর্যন্ত পাইনি। কেন এই অ-ব্যবস্থা। যেখানে মাননীয় মন্ত্রী রতন লাল নাথ সভায় উপস্থিত সাধারণ মানুষ, অফিস কর্মচারী ও ভিআইপি সবাইকে যেভাবে সম্মান জানিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেছেন ঠিক সেইভাবে সাংবাদিকদেরকেও যথাযথ সম্মান জানিয়েছেন এবং বক্তব্য রাখতে গিয়ে অনেক বক্তব্যের সাক্ষী হিসেবেও সাংবাদিকদের কে ব্যবহার করেছেন।তাতে সাংবাদিকরা খুশি।তবে সাংবাদিকদের নুন্যতম মর্যাদা না দেওয়ায় ক্ষোভ অনুষ্ঠানকে ঘিরে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন মহলে।

শান্তিরবাজার পুর পরিষদের দ্বিতল ভবনের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৪ মার্চ।। রাজ্যসরকার রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে কাজকরেযাচ্ছেন। লোকজনদের সঠিক পরিষেবা প্রদানকরতে ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকরতে অফিস কক্ষের প্রয়োজন হয়। শান্তির বাজার পৌর পরিষদের পরিকাঠামো উন্নয়নে ও অফিসে কর্মরত কর্মীরা সঠিকভাবে কাজকরে যাতেকরে লোকজনদের পরিষেবা প্রদানকরতে পারে সেইদিকে লক্ষরেখে রাজ্যসরকারের আর্থিক সহযোগীতায় শান্তির বাজার পৌর পরিষদে দ্বীতল ভবন নির্মান করাহয়েছে। বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে এই দ্বীতল ভবনের শুভসূচনা করলেন শান্তির বাজার বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং। উদ্বোধকের পাশাপাশি আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শান্তির বাজার পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান সপ্না বৈদ্য, ভাইস চেয়ারম্যান সত্যব্রত সাহা, পূর্ত দপ্তরের এক্সিউটিভ অফিসার তাপস মারাক, পূর্ত দপ্তরের এস ডি ও প্রবীর বরন দাস, শান্তির বাজার পৌর পরিষদের ডেপুটি সিও প্রীতম সরকার ,পৌর পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ দাস সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানে বক্তব্যরাখতেগিয়ে বক্তারা জানান এই দ্বীতল ভবন নির্মানে শান্তির বাজার পূর্ত দপ্তরের এস ডি ও প্রবীর বরন দাস, কাজের দায়িত্ব পাওয়া এজেন্সি সমীর চক্রবর্তী, পৌর পরিষদের ডেপুটি সিও প্রীতম সরকার ও ভাইস চেয়ারম্যান সত্যব্রত সাহার দিবারাত্র অক্লান্ত কঠোর পরিশ্রমে এই সফলতা অর্জন করেছে। কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত এজেন্সি সমীর চক্রবর্তী গুনগতমান বজায় রেখে এই কাজটি সুন্দরভাবে সমাপ্তি করেছেন। অপরদিকের বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং উনার বক্তব্যের মাধ্যমে রাজ্য সরকার ও শান্তির বাজার পৌর পরিষদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের তথ্য জনসম্মুখে তুলেধরেন। বিধায়ক জানান যাতেকরে সকলেমিলে সুন্দরভাবে নবনির্মিত এই অফিসকক্ষগুলি সঠিকভাবে রাখেন।

বর্ষার আগেই জল নিষ্কাশনের সমস্যা মোকাবেলায় তৎপর কৈলাসহর পুর পরিষদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর,১৪ মার্চ।। প্রতিবছর জল নিষ্কাশনে ড্রেনগুলিতে আবর্জনার স্তুপ জমে থাকায় বর্ষাকালে চরম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় ঊনকোটি জেলার জেলা সদর কৈলাসহরের জনসাধারণকে। পরিস্থিতি বিবেচনা করে এ বছর ঊনকোটির জেলা সদর কৈলাসহরের ড্রেইন পরিস্কারের কাজ শুরু হয়ে গেল বেশ আগে থেকেই।

শহরের উত্তর দিক থেকে নর্দমা পরিস্কার শুরু করেছে কৈলাসহর পুর পরিষদ। বর্ষার অনেক থাকতেই এই নর্দমা পুরস্কার শুরু হওয়ায় আমজনতা হয়তো কিছুটা বর্ষাকালীন জমা জলের কৃত্রিম বন্যা থেকে রক্ষা পাবেন। কৈলাসহর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা রাণী দেববায় স্যন্দন পত্রিকাকে জানান যে, প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরও শহরের ড্রেইন পরিস্কার শুরু হয়ে গেছে। শহরবাসীকে প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন নগর উপহার দিতে বদ্ধপরিকর বলে জানান চেয়ারপার্সন।কৈলাসহরের টাউন সুপারভাইজার মনীশ দাস জানান যে, নর্দমা পরিষ্কার করার পাশাপাশি শহরের বিভিন্ন স্থানে স্থায়ী জল নিষ্কাশনের পাম্পগুলিকেও বর্ষার পূর্বেই প্রয়োজনীয় মেরামত করা হবে। লক্ষণীয় বিষয় এটাই, শেক্সপিয়ারের গল্পে যেমন ট্র্যাজেডি থাকে, তেমনি প্রত্নতাত্ত্বিক শহরের নর্দমা পুরস্কারের গল্পেও খবরের কাগজের জন্য মশলা আছে।

গেল বছর প্রায় সকল সচেতন কৈলাহরবাসী দেখেছিলেন যে, গত বছর পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান নীতিশ দে কোদাল নিয়ে নিজেই অনেক ড্রেইন পরিষ্কার করেছিলেন। সেই সময় বিভিন্ন খবরের কাগজে এবং সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া এই খবরে অনেকেই চমকে উঠেছিলেন। যাইহোক, এই বছর স্থায়ী শ্রমিক দিয়ে নর্দমা পরিষ্কার শুরু হওয়ায় জমা জলের বানভাসি থেকে হয়তো রক্ষা পাবেন শহরবাসী।

পরিসংখ্যান দপ্তরে বহুতল ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা,১৪ মার্চ।। রাজ্যের অর্থ ও পরিসংখ্যান দপ্তরে লোক নিয়োগের নির্দেশ দিলেন দপ্তরের মন্ত্রী। বৃহস্পতিবার আগরতলা শংকর চৌমুহনি স্থিত অর্থ ও পরিসংখ্যান দপ্তরের বহুতল অফিস ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।মন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন দপ্তরের সচিব অভিষেক চন্দ, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, ১৮ নং ওয়ার্ডের কর্পোরেটর অভিষেক দত্ত সহ অন্যান্যরা।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বক্তব্য রেখে বলেন, অর্থ ও পরিসংখ্যান দপ্তর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দপ্তর। এই গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের কাজ সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য বহুতল অফিস ভবন স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই আধুনিক বহু ভবন নির্মাণ করতে আগরতলা পুর নিগমের সহযোগিতা প্রয়োজন হবে।তাই এই বিষয়ে কথা হয়েছে মেয়রের সাথে।আগামী দিনে রাজ্যের সবকটি জেলাতে দপ্তরের অফিস খোলা হবে। তিনি আরো জানান, সংশ্লিষ্ট দপ্তরে যে শূন্য পদগুলি তৈরি হয়ে আছে সেগুলি পূরণ করার জন্য আধিকারিককে নির্দেশ দিয়েছেন। শূন্যপদগুলি পূরণ হলে মানুষের জন্য সঠিকভাবে কাজ করা যাবে বলে জানান জানান তিনি। এদিকে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মেয়র বক্তব্য রেখে বলেন, যেহেতু দপ্তরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই সরকার চাইছে সব ধরনের পরিকাঠামো দপ্তরে গড়ে তোলার জন্য। এই দপ্তর কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রকের সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করে কাজ করে।

বৃহস্পতিবার ৬ আগরতলা মন্ডলে লাভার্থী জনসম্পর্ক অভিযানে মহিলা মোর্চার প্রদেশ সভাপতি মিমি মজুমদার।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।